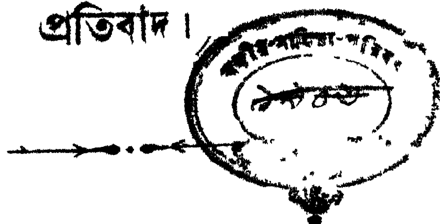
বিধবাবিবাহ

প্রতিবাদ।



শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক

সংকলিত।

প্রথম সংস্করণ।

যোড়াসাঁকো বিষ্ণুপালিতের লেন নং ৭

কলিকাতা

৬৬ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট, রামায়ণ যন্ত্র।
শ্রীক্ষীরোদ নাথ ঘোষ।
দ্বারা মুদ্রিত

সম্বৎ ১৯৪২

মূল্য ।৶ ছয় আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সম্প্রতি কএকমাস গত হইল, যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সময়, নানা দেশীয় মহামহোপাধ্যায়বুধগণ আহূত হন. এবং বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অকর্ত্তব্য এবিষয়ের দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর উপযুক্তভাইপো কৃত, ব্রজবিলাসনামক অপূর্ব্বকাব্য ও তত্ত্বান্বেষিকৃত (বিধবাবিবাহ, নামক কাব্য) এই দুই খানি বাহির হয়, এই উভয় কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য ভদ্রলোকের, বিশেষতঃ অধ্যাপকগণের নিন্দা, আনুষঙ্গিক বিধবা বিবাহের, অকিঞ্চিৎকর কিছু কিছু প্রমাণও উক্তকাব্যে নিবেশিত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট করিয়া আমার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্তি হয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তথা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিধনিগণের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই প্রতিবাদ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্ত্তমান হই।

পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে উক্ত মহোদয়গণ (৭০) সপ্ততিমুদ্রা আনুকূল্য করিয়াছেন। অতএব ধার্ম্মিক কুলতিলক উক্ত মুখোপাধ্যায় বাবুদিগকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না কারণ যেস্থল হইতে অনর্থ উপস্থিত তৎস্থলীয় মহোদয়গণেরা এবিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র মনোনিবেশ করিলেন না প্রত্যুত তৃতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণনগরস্থ ভদ্রবংশীয় মহোদয়গণের অর্থসাহায্য ও উৎসাহবর্দ্ধন দ্বারা গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইল। যদি চ কৃষ্ণনগরস্থ অপরাপর মহোদয়দিগের ও অর্থ সাহায্য আছে বটে, তথাপি শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তথা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারীমুখোপাধ্যায় এই উভয় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, নবদ্বীপ নিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তথা বিল্বপুষ্করিণী নিবাসী প্রধান নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য এই উভয় ভূবৃহস্পতি, বিশেষ যত্ন সহকারে এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন ও সংসোধন করিয়াছেন এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক তীক্ষ্নবুদ্ধি শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যও প্রতিবাদ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন ও সংসোধন করিয়াছেন এবং তিনজনই মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ইতি

কলিকাতা
সংস্কৃত বিদ্যালয়
১৭ই জ্যৈষ্ঠ সম্বৎ ১৯৪২

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা।

ভূমিকা

বিবেবিভিঃ প্রতিযুগং বত্ত নাস্তিকাদৈাঃ সং যক্ষ্যন্তে ইহ পরাভবিতুং স্থিতেহু।
অস্মাসু দেব ত্রয়ধর্ম সনাতনত্বং সাধ্যং কিমস্তি ন স্বয়ং ভজ লোকপাল।

নান্দীপাঠের পর সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় আহা কি অপূর্ব্বসভা, ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে, কাহার, না, অন্তরাত্মা পুলকিত হয়। এসভা অগণ্য ধনি, জ্ঞানি, গুণিগণে সুসোভিত। অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীর কীর্ত্তিহর কৃষ্ণনগর নগরীর মধ্যে সমুদিত হইয়াছে। নবপল্লবোপরি নবোদিত কুসুমের সুসমাকেও পরাজিত করিতে উদ্যত

(গুরুরেকঃ কবিরেকঃ সুরসদসি কলানিধিশ্চৈকঃ।
অত্র তু পুনঃ সভায়াং গুরবঃ কবয়ঃ কলাভৃতঃ সর্ব্বে॥

অর্থাৎ সুধর্ম্মানাম্নী সুরসভাতে, গুরু বৃহস্পতি এক, কবি শুক্রাচার্য্য এক, কলানিধি চন্দ্রমা এক, এসভাতে সকলেই গুরু গৌরবান্বিত, কবি কাব্যশাস্ত্রপ্রবীণ, কলানিধি নৃত্য গীতাদি চতুঃষষ্টি কলাকুশল।

এমন মনোহরিণী সভা, একবার প্রেয়সীকে দেখাব না, দেখিয়া এইযে শ্রীকণ্ঠবাবু কৃষ্ণবিহারী বাবু ও সদর আলা বাবু প্রভৃতি ধনিগণ, সমাগত, এদিকে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি সুধীগণ, তবে এই সময়েই যাওয়া কর্ত্তব্য। সূত্রধারের প্রস্থান।

ধনি (স্বগত) আমার বহুদিনের একটী মানসিক সন্দেহ, তাহা এই সভাস্থলে ভঞ্জন করিতে হইবে, দূরে দেখিয়া হাস্যবদনে, এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়। এই দিগেই আসিতেছেন ভাল হইল, ইহাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে,

বলি মহাশয় একবার এদিগে আসুন, ভাল আছেন তো এবার বহু দিবস সাক্ষাৎ হয় নাই।

স্মৃতি। আজ্ঞা হাঁ সাক্ষাৎ অনেক দিন হয় নাই বটে। মহাশয় আছেন ভাল।

(ধনি) হাঁ আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল আছি একটা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত, মহাশয়ের নিকট সেইটা খণ্ডন করিব।

(স্মৃতি) আজ্ঞাকরুন।

(ধনি) মহাশয় সবিশেষ, বলিতে পারেন, সম্প্রতি কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য বলিয়া যে একখানি পুস্তক প্রকাশ হয়েছে। দেখে থাকবেন ঐ উপযুক্ত ভাইপো কে?

স্মৃতি কি করে বল্‌বো। নামদ্বারা তো কিছুই বোধহয় হয় না।

(ধনি) আমি কিন্তু পরম্পরা শুন্‌তে পাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(স্মৃতি) না না তাহা হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অমন ঘৃণিত পুস্তক রচনা করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই সাগর হইতে রত্নের উৎপত্তিরই সম্ভবে।

(ধনি) না না মহাশয় ও কথা কিবলিতেছেন সাগর তরঙ্গে রত্নই পাওয়া যায় সত্য বটে কিন্তু সামুদ্র গোগ্‌লিও উৎপন্ন হয় দেখ্‌তে পাওয়া যায় তো।

(স্মৃতি) না মহাশয় ও কথা বল্‌বেন না, বিদ্যাসাগরের এমত স্বভাব নয়। ঘৃণিত পুস্তকের প্রধান উদ্দিশ্যই পর নিন্দা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উন্নতমনা লোক কি, এমন বালকত্ব প্রকাশ করে থাকেন। তাহা হলে তাঁর গাম্ভীর্য্য কোথায়। নিশ্চয় তাহা নয়। আমি বিশেষ জানি তখন্ তিনি অতীব পীড়িত, তাঁহা হতে ও কার্য্য কখন হয় নাই।

আমি বিবেচনা করি, মলডাঙ্গার চেঙ্গাবাহাদুরের কোন ফেঙ্গারদ্বারা প্রস্তুত।

(ধনি) মহাশয়! দেখছেন, পুস্তক খানা যেন গর্ব্ব উদ্গার করতেছে। অহঙ্কার বাক্যই সম্পূর্ণ। মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িকেরা ভাইপোর গ্রাহ্যের মধ্যেই নন, বলে ঘট পট মটকরে যারা বেড়ায় তারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের কি জানে।

(স্মৃতিং) সেটি তার অদূবদর্শিতা, আর বালকতা। নিপীত কালকূটস্য হরস্যোবাহিখেলনং।

(ধনি) কি হলো।

স্মৃতি। যে মহাদেব সমুদ্র মন্থনোত্থিত কালকূটবিসপান করিয়া জঠরে জীর্ণ করেন তাঁর অহিখেলন অর্থাৎ সর্পদ্বারা ক্রীড়া করা কি আশ্চর্য্যকর।

ন্যায়শাস্ত্রের চারুচিন্তামণি নামক মূল গ্রন্থের দীধিতিতে শিরোমণি কৃত টীকাতে, যাঁহাদের কণ্ঠদেশ বিদ্যোতিত তাঁহাদের অজ্ঞাত বিষয় কি আছে।

(ধনি) ভাল বলিয়াছেন।

(স্মৃতি) না না আরো শুনুন।

নীলাবতী ভাব নিবদ্ধ চেতা শ্চিচিন্তামণি দ্যোদিত কণ্ঠদেশঃ।
স্ফুরৎ প্রসূনাঞ্জলি ভাবিতাত্মা স্মৃত্যাকুমার্য্যা ব্রিয়তে স এব॥

(ধনি) কি অর্থ হলো?

(স্মৃতি) নীলাবতী ন্যায়ের গ্রন্থ বিশেষ, তাতে যাহার বুদ্ধি নিব্বাত, চিন্তামণি গ্রন্থে যিনি পারদর্শী এবং কুসুমাঞ্জলির ভাবাবগত, স্মৃতিরূপা কুমারী তাহাকেই বরণ করেন। তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থাদানে যেমন পারগ। ন্যায় শাস্ত্র বহির্মুখ ব্যক্তি কখনই তাদৃশ পারগ হয় না। বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়িদিগের যেমন হয় এমন অন্যের হবার সম্ভব নাই।

(ধনি) কেন অন্যান্য শাস্ত্রানুশীলনে কি বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না।

(স্মৃতি) না তা কখনই হতে পারে না। তবে একটী গল্প করি শুনুন।

(ধনি) আজ্ঞা করুন।

(স্মৃতি) এক দেশে একটী সুবিচক্ষণ অধ্যাপক ছিলেন ব্যাকরণশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, এবং ন্যায়শাস্ত্র তিনি ত্রিবিধ বিদ্যাই অধ্যাপনা করিতেন। ত্রিবিধ প্রকার ছাত্রই তাহার ছিল। কিন্তু তিনি নৈয়ায়িক ছাত্র দিগকেই সমধিক স্নেহ করিতেন। একদিন ঐ অধ্যাপকের পত্নী ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহের ন্যূনাধিক্যের কারণ জিজ্ঞাসুহইয়া কহিলেন ছাত্র পুত্রবৎ সকলি সমান নৈয়ায়িক ছাত্রের প্রতি আপনার পক্ষপাত অতি অন্যায়। তাহাতে অধ্যাপক বলিলেন উহাদের বুদ্ধি অতি মার্জ্জিত সুতরাং আমার মন ও উহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট। ব্রাহ্মণী বলিলেন এদের কি বুদ্ধি নাই, অধ্যাপক, ব্রাহ্মণীনিকটে, ছাত্রদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত দ্বারদেশে, ভট্টস্য কট্যাং করটঃ প্রবিষ্টঃ এই একটী সংস্কৃত শ্লোকপাদ লিখিয়া কহিলেন, আমি গৃহমধ্যে লুকায়িত থাকিলাম ছাত্রেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিও তিনি ঐ দ্বারে কি লিখিয়া কোথায় গিয়াছেন, পড়িয়া দেখ এই কথা বলিয়া গৃহমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেন। ব্রাহ্মণী তথায় বসিয়া রহিলেন, পরে প্রথমতঃ ব্যাকরণের ছাত্রেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায়, গুরুপত্নী বলিলেন, ঐ দ্বারে কি লিখিয়া তিনি কোথা গিয়াছেন, পড়িয়া দেখ। ব্যাকরণের ছাত্রেরা পড়িল ভট্টস্য কট্যাং করটঃ প্রবিষ্টঃ, পদ কএকটী সাধিতে লাগিলেন ভট্টস্য ভট্ট শব্দের

ষষ্ঠীতে কট্যাং কটী শব্দের সপ্তমীতে করটঃ করট শব্দের প্রথমায়, প্রবিষ্টঃ প্রপূর্ব্ব বিশধাতুক্তপ্রত্যয় করিয়া এইরূপে পদ কএকটী সাধিয়া কিছুই বুঝিল না। কোথায় তবে গিয়াছেন ভাবিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। পরে স্মার্ত্তছাত্রেরা আসিয়া গুরুপত্নীকে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ কহিলেন তাহাতে স্মৃতিছাত্রেরা পড়িল। ভট্টস্য কট্যাং করটঃ প্রবিষ্টঃ অর্থ প্রতীতিও হইল, ভট্টাচার্য্যের কটিদেশে কৃকলাস প্রবিষ্ট করিয়াছে, তবেতো ভট্টাচার্য্যমহাশয় মরিয়াছেন, ভাল কটিদেশে কৃকলাস প্রবেশে মৃত্যু হইলে ও কি অপঘাত মৃত্যু হয় কদিন অশৌচ হইবে, কেহ বলে ৭ দিন কেহ বলে ৫ দিন কেহ বলে কিছু অধিক হইবে ইহা লইয়াই বিচার ও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত, পরে মীমাংসার নিমিত্ত শুদ্ধি-তত্ত্ব খুলিয়া দেখিতে টোলে চলিল। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে নৈয়ায়িক ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত। ও ভট্টাচার্য্য কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণী পূর্ব্ববৎ কহিলেন। তার্কিক ছাত্রেরা পড়িয়া দেখিল অর্থ প্রতীতিও হইল ভট্টাচার্য্যের কটীদেশে কৃকলাস প্রবেশ করিয়াছে, কহিল ইহা অসম্ভব প্রবেশত্বা বচ্ছিন্নের প্রতি ছিদ্রত্ব পুরস্কারে কারণতা কটিদেশে ছিদ্র নাই সুতরাং প্রবেশ হইতে পারে না, এটি মিথ্যা প্রতা-রণা বাক্য ইহা অবধারণ করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞসা করিল মা বলুন না, তিনি কোথায় আমাদের পড়া হয় নাই কাল আবার অষ্টমী, একথা শুনিয়া অধ্যাপক সহাস্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখিলে কাহাদের বুদ্ধি আছে ফলে তর্কশাস্ত্র ব্যতীত বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না ন্যায়শাস্ত্রের নাম তর্কশাস্ত্র, যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ

নেতরঃ তর্কব্যতীত স্মৃতির এবং অন্য কোন শাস্ত্রের মীমাংসা কখনই হইতে পারে না একারণ নৈয়ায়িকগণ চিরকালই প্রধান। অপিচ বিদ্যাসাগর মহাশয়, কবে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, কথানি বা তাঁহার চতুষ্পাঠী আছে তিনি যদি স্বীয় বুদ্ধি বলে ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে এ সুধীসম্পন্ন নৈয়ায়িকগণ বিধবাবিবাহ কি শাস্ত্রী কি অশাস্ত্রীয় ইহাও স্থির করিতে পারে না।

এটী ভাইপোর বালকতা পরিচয় মাত্র।

(ধনি) স্মৃতিরত্নমহাশয় বলি আমাদের একটা কথা শুনতে পারেন।

(স্মৃতি) কেন না শুনিব।

(ধনি) আমরা ভাইপোর ব্রজবিলাস পুস্তক দেখিয়াছি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকও দেখিয়াছি তদ্বিষয়ে কোন কোন স্থানে সন্ধিহান আছি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, আমরা প্রশ্ন করি মহাশয় উত্তর করুন।

বিধবাবিবাহ

১৩২৩

প্রতিবাদ ।

—০০—

মহাশয় ! কি পরাশরসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের বচনটী দেখিয়াছেন, উহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বিধবাদিগের পুন—র্ব্বিবাহ হইতে পারে । যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র বিহিত ।

মহাশয় ! উক্ত বচনে "পতিরন্যোবিধীয়তে" এই মাত্র আছে । ইহার অর্থ পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ইহা আপনি কোন্ প্রমাণদ্বারা স্থির করিলেন ? অতএব আপনাকে দেখিতে হইবে, যে মহর্ষিগণ ও নিবন্ধকারগণ কাহাকে বিবাহ কহিয়াছেন, আর বিবাহই বা কত প্রকার । এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সকল লক্ষণ প্রস্তাবিত স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না ।

অথ বিবাহঃ ।

তত্র আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রং ।—বুদ্ধিমতে কন্যাং প্রযচ্ছেৎ । অলঙ্কৃতা কন্যামুদকপূর্ব্বাং দদ্যাদেষ ব্রাহ্মো বিবাহঃ ।

তস্যাং জাতো দ্বাদশাবরান্ দ্বাদশ পরান্ পুনাত্যুভয়তঃ ॥ ১ ॥

ঋত্বিজে বিততে কর্ম্মণি দদ্যাদলঙ্কৃত্য
স দৈবো দশাবরান দশপরান্ পুনাত্যুভয়তঃ ॥ ২ ॥

সহ ধর্ম্মং চরত ইতি প্রাজাপত্যোহষ্টাবরান্ অষ্টপরান্ পুনাত্যুভয়তঃ ॥৩॥

গোমিথুনং দত্ত্বোপযচ্ছেত স আর্ষঃ সপ্তাবরান্ সপ্তপরান্ পুনাত্যুভয়তঃ ॥৪॥

মিথঃ সময়ং কৃত্বোপযচ্ছেত স গান্ধর্ব্বঃ ॥ ৫ ॥

ধনেনোপতোষ্যোপযচ্ছেত স আসুরঃ ॥ ৬ ॥

সুপ্তাং প্রমত্তাং বাপহরেৎ স পৈশাচঃ ॥ ৭ ॥

হত্বা ভিত্বা চ শীর্ষাণি রুদতীং রুদদ্ভ্যো হরেৎ স রাক্ষসঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।—জলস্পর্শপূর্ব্বক প্রদত্তসালঙ্কৃতকন্যার পরিগ্রহ ব্রাহ্মবিবাহ। ঐ বিবাহিতাজাত পুত্র পূর্ব্বাপর চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ পবিত্র করে॥ ১ ॥

যজ্ঞ দক্ষিণার্থ প্রদত্ত সালঙ্কৃত কন্যার পরিগ্রহ দৈববিবাহ। ঐ বিবাহিতা জাত সন্তান বিংশতি পুরুষ পবিত্র করে ॥ ২ ॥

উভয়ে ধর্ম্ম আচরণ কর এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দত্ত কন্যার পরিগ্রহ প্রাজাপত্য বিবাহ। ঐ বিবাহিতাজাত সন্তান ষোড়শ পুরুষ পবিত্র করে ॥ ৩ ॥

বরের নিকট হইতে দুইটী গোগ্রহণ করিয়া সেই গোর সহিত দত্ত কন্যার পরিগ্রহ আর্ষবিবাহ ॥ ৪ ॥

বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগ বশতঃ, "তুমি আমার ভার্য্যা ও আমি তোমার পতি" এইরূপ নিয়মে কন্যা পরিগ্রহ গান্ধর্ব্ব বিবাহ ॥ ৫ ॥

ধনদ্বারা ক্রয় পূর্ব্বক কন্যার গ্রহণ আসুর বিবাহ ॥ ৬ ॥

নিদ্রাবস্থায় অথবা মত্ততাবস্থায় হরণ পূর্ব্বক কন্যার পরিগ্রহ পৈশাচ বিবাহ ॥ ৭ ॥

যুদ্ধাদিদ্বারা বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ রাক্ষস বিবাহ ॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।

অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥ ১ ॥

অপরিত্যক্ত ব্রহ্মচর্য্য বর, সুলক্ষণা, দান কিম্বা উপভোগ দ্বারা অন্যের সম্বন্ধরহিতা, মনোহারিণী অসপিণ্ডা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

ব্যাসঃ।

প্রতীক্ষেত বিবাহার্থমনিন্দ্যান্বয়সম্ভবাম্।
অরোগদুষ্টবংশোত্থাং অশুল্কদানদূষিতাম্ ॥ ১ ॥
সবর্ণামসমানার্ষাং অমাতৃপিতৃগোত্রজাম্।
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংবৃতাম্ ॥ ২ ॥

সদ্বংশীয়া, অদুষ্টরোগবংশসম্ভবা, শুল্কদ্বারা অদূষিতা, সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, অসপিণ্ডা, দান কিম্বা উপভোগদ্বারা অন্যের সম্বন্ধরহিতা, অল্পবয়স্কা ও শুভলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবে।

গোতমঃ।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীমিত্যাদি—

গৃহস্থ, সবর্ণা, দান কিম্বা উপভোগদ্বারা অন্যের সম্বন্ধরহিতা, বয়ঃ কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ করিবে।

বশিষ্ঠঃ।

গৃহস্থো বিনীতবেশোঽক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ।
স্নাত্বা অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং ভার্য্যাং বিন্দেত ॥

বিনীতবেশ, ক্রোধহর্ষরহিত ও গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত গৃহস্থ সমাবর্ত্তস্নানান্তে অসমানপ্রবরা, পুরুষান্তরসংসর্গ রহিতা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ করিবে।

হারীতঃ।

গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ অসমানার্ষগোত্রাং কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাং সর্ব্বাবয়বসম্পন্নাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।

বেদাধ্যয়নান্তে অসমানপ্রবরা, অসগোত্রা, ভ্রাতৃসহিতা, শুভলক্ষণা, অনিন্দ্যসর্ব্বাবয়বা ও সুশীলা কন্যা বিবাহ করিবে।

বর হইতে একটি অথবা দুইটী গোমিথুন গ্রহণ করিয়া সেই গোমিথুনের সহিত প্রদত্ত কন্যার পরিগ্রহ আর্ষ বিবাহ ॥ ৩

তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম আচরণ কর এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যথাবিধি প্রদত্ত কন্যার পরিগ্রহ প্রাজাপত্য বিবাহ ॥ ৪ ॥

মূল্যদ্বারা ক্রীত কন্যার পরিগ্রহ আসুর বিবাহ ॥ ৫ ॥

কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ "তুমি আমার পতি ও তুমি আমার ভার্য্যা' এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক কন্যার পরিগ্রহ গান্ধর্ব্ব বিবাহ ॥ ৭ ॥

যুদ্ধাদিদ্বারা বলক্রমে হৃত কন্যার পরিগ্রহ রাক্ষস বিবাহ ॥ ৭ ॥

শয়নাবস্থায় চৌর্য্যাদি দ্বারা অপহৃতকন্যার পরিগ্রহ পৈশাচ বিবাহ ॥ ৮ ॥

রঘুনন্দনঃ।

ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ

ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণের নাম বিবাহ।—রঘুনন্দন, উক্তমুনিগণের বচনানুসারে কন্যাস্থলেই ভার্য্যাত্ব হয় অন্যত্র হয় না এজন্য কন্যাশব্দটির উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপতঃ বিবাহের লক্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক কন্যা-শব্দে কাহাকে বুঝায়।

যথা অমরকোষে।

কন্যা কুমারী গৌরী তু নগ্নিকা নাগতার্ত্তবা।

কন্যা কুমারী ও গৌরী এই তিনটী কুমারীর নাম যাহার ঋতু হয় নাই তাহার নাম নগ্নিকা।

দায়ভাগ টীকায়াং

আচার্য্য চূড়ামণিঃ।

কন্যাপদস্যাদত্তস্ত্রীমাত্র বচনত্বেন ইত্যাদি

কন্যাপদের অদত্তস্ত্রীমাত্রে শক্তি।

রামভদ্রঃ।

অনূঢ়াত্বেনৈব কন্যাপদেন সপত্নীকন্যোপস্থিতৌ লক্ষণায়া অভাবাচ্চ।

কন্যাশব্দে সপত্নী কন্যাকে বুঝায় বলিয়া এস্থলে কন্যা-শব্দেসপত্নী কন্যাকে বুঝাইতেছে সুতরাং কন্যাশব্দে লক্ষণা হইতেছ না।

রঘুনন্দনঃ।

কন্যাপদস্য অপরিণীতামাত্র বচনাৎ—

কন্যাপদে অপরিণীতা স্ত্রীমাত্র বুঝায়।

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ।

অনূঢ়াত্বেন, কন্যাপদস্য সপত্নীকন্যাবোধকতয়া অমুখ্যত্বাপ্রসক্তঃ তদ্রূপেণৈব কন্যাপদস্য শক্তেঃ।

অবিবাহিতাস্ত্রীবলিয়া কন্যাশব্দে সপত্নীকন্যাকেও বুঝাই-তেছে সুতরাং এস্থলে কন্যাশব্দের মুখ্যার্থের হানি হইতেছে না, কারণ অনূঢ়া স্ত্রীতেই কন্যাশব্দের শক্তি।

মিতাক্ষরা।

অনন্যপূর্ব্বিকাং—দানেন উপভোগেন বা পুরুষান্তরাপরিগৃহীতাং।

অনন্যপূর্ব্বিকা—দানদ্বারা কি উপভোগদ্বারা অন্যপুরুষ যাহাকে গ্রহণ করেনাই।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন মহর্ষিগণ বিবাহের সামান্য লক্ষণপ্রসঙ্গে যে সমস্তবচনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ বচনেই কন্যাপদপ্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোন কোন বচনে অনন্যপূর্ব্বিকা প্রভৃতিপদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং

বিবাহ অষ্টবিধ ইহা বলিয়া, অষ্টবিধবিবাহের যে যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন উহাতেও কন্যাপদের নির্দ্দেশ আছে। অথচ কন্যাশব্দে ও অনন্যপূর্ব্বিকাদি শব্দে কুমারী-কেই বুঝায় তদ্ব্যতীত ঊঢ়াদিগকে বুঝায় না, ইহাও শাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছে।

এক্ষণে মহাশয়কে! জিজ্ঞাসা করি, বিধবাবিবাহ কোন্ বিবাহের অন্তর্গত? ফলতঃ উহাকে কোন বিবাহের অন্তর্গত বলিতে পারেন না। প্রত্যুত ভূরি নিষেধক বচনও দৃষ্ট হইতেছে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধৌবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ যথা মনুঃ (৯ অঃ ৬৫)

অত্রকুল্লুকভট্টঃ।—নোদ্বাহিকেষ্বিতি অর্য্যমণং নু দেবমিত্যাদিষু বিবাহ-প্রয়োজকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে। ন চ বিবাহ-বিধায়কশাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগধর্ম্ম বিধেয় হয় নাই এবং কোন বিবাহবিধায়কশাস্ত্রে অন্যপুরুষের সহিত বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহও উক্ত হয় নাই।

অষ্টমাধ্যায়ে।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥২২৬॥
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ ২২৭॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল কন্যার বিবাহেই বিধেয় কন্যা-ভিন্ন বিবাহিতাদির পক্ষে বিধেয় নহে। অন্যপুরুষের সহিত বিবাহের দ্বারা অথবা সম্ভোগদ্বারা যে স্ত্রীর কন্যাত্ব দূর হইয়াছে, সেই স্ত্রী যদি ঐ পাণিগ্রহণ মন্ত্রে নিয়োজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হইবে॥ ২২৬॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্রসকল দারের চিহ্ন অর্থাৎ সংস্কার সম্পাদক সপ্তপদী গমন হইলে ঐ সংস্কার সম্পূর্ণ হয় ॥১২৭॥

পাণিগ্রহণমন্ত্রা যথা—আশ্বলায়নগৃহ্যে

অর্য্যমণং নুদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা ॥ ১ ॥ বরুণং নুদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা ॥ ২ ॥ পূষণং নুদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা ॥ ৩ ॥

উত অপি চ ইয়ং কন্যা, অর্য্যমণং, অর্য্যমাখ্যং অগ্নিং দেবং, নু নিশ্চয়ং অযক্ষত, পূজিতবতী, সঃ, পূজিতোঽগ্নিঃ ইমাং কন্যকাম্ ইতঃ পিতৃকুলাৎ, মাম্ উদ্দিশ্য প্রমুঞ্চাতু, প্রকর্ষেণ স্থিরতয়া মুঞ্চতু।

এইকন্যা অর্যমা নামক অগ্নি দেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিল। সেই অর্চ্চিত অগ্নি এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন করিয়া আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করুন্ ॥ ১ ॥

উত অপি চ ইয়ং কন্যা বরুণং বরুণনামকং অগ্নিং দেবং নু নিশ্চয়ং অযক্ষত পূজিতবতী স পূজিতো বরুণঃ ইমাং কন্যকাং ইতঃ পিতৃকুলাৎ মাম্ প্রমুঞ্চাতু প্রকর্ষেণ স্থিরতয়া মুঞ্চতু।

এই কন্যা বরুণনামক অগ্নিদেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিল। সেই অর্চ্চিত বরুণনামক অগ্নি এইকন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন করিয়া আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করুন্।

উত অপি চ ইয়ং কন্যা, পূষণং পূষণনামকং অগ্নিং দেবং, নু, নিশ্চয়ং, অযক্ষত পূজিতবতী, স পূজিতোঽগ্নিঃ ইমাং কন্যকাং ইতঃ পিতৃকুলাৎ মাম্ প্রমুঞ্চাতু প্রকর্ষেণ স্থিরতয়া মুঞ্চতু।

এবং এইকন্যা পূষানামকং, অগ্নিদেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিল সেই অর্চ্চিত অগ্নি এই কন্যাকে পিতৃকুল হইতে বিভিন্ন করিয়া স্থিররূপে আমাকে সমর্পণ করুন্ ॥ ৩ ॥

এই সকল মন্ত্রপাঠদ্বারা পিতৃগোত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক পতিগোত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ভার্য্যাত্ব ও পতিত্ব সম্পন্ন হয়।

রত্নকারাদি ধৃত লঘুহারীতঃ।

পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং কৃৎস্নং হি জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে।

পাণিগ্রহণে জায়াত্ব জন্মে কিন্তু সম্পূর্ণ জায়াত্ব সপ্তপদী গমনে জন্মে।

উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

সুতসংস্কারগ্রহণাৎ পুত্রস্য বিবাহান্তরে পিত্রা নাভ্যুদয়িকং কার্য্যং আদ্যেন সংস্কারসিদ্ধৌ দ্বিতীয়াদে তদজনকত্বাৎ।

অত্র সকৃৎ সংস্কৃত পাত্রজাতানাং সর্ব্বেষাং সংস্কারাভিধানেন প্রত্যেক কৃত জাতকর্ম্মাদি সংস্কারাণাং সকৃত্ত্ব, সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়াৎ।

সুতসংস্কার গ্রহণহেতু পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবেন, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে আর করিবেন্ না। কারণ প্রথম বিবাহেই পুত্রের সংস্কার জন্মিয়া থাকে, দ্বিতীয় বার আর সংস্কার জন্মে না।

এস্থলে সকৃৎ সংস্কৃত পাত্রজাত সন্তানগণের যখন সংস্কার সিদ্ধ হইতেছে তখন সুতরাং প্রত্যেক কৃত জাত কর্ম্মাদিদ্বারা প্রথমবারেই সংস্কার সিদ্ধ হয়। কারণ এইরূপ ন্যায় আছে যে, একবার কর্ম্ম করিলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়।

ইহাতে এই স্থির হইল, কন্যার বিবাহসংস্কার একবার হইলে আর পুনর্ব্বার সংস্কার জন্মে না।

এক্ষণে দেখুন মহর্ষি মনু স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং কুল্লূক ভট্টও তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে কোন শাস্ত্রে অন্যপুরুষের সহিত বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিহিত হয় নাই।

মহর্ষি মনু ও মহর্ষি হারীত, পাণিগ্রহণ বিধি বিবাহের সম্পাদক ইহা বলিয়াছেন, অথচ কেবল কন্যার বিষয়েই ঐ পাণিগ্রহণ বিধির ব্যবস্থা ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনও বচন ও যুক্তিদ্বারা, প্রথম বিবাহেই

সংস্কার জন্মে, দ্বিতীয় বিবাহে জন্মে না, ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। অপিচ বিবাহ সংস্কারও কন্যা ব্যতীত বিবাহিত স্ত্রীর হয় না ইহাও অবধারিত আছে।

তবে কিরূপে বিধবার বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিতে পারেন, সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ নহে ইহাই বলিতে হইবে।

অপিচ পরাশরভাষ্যে মহামহোপাধ্যায় চতুর্ব্বেদভাষ্যকার আচার্য্যবর মাধব যে দুইটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং সংক্ষিপ্তরূপে মহাভারতীয় বিবাহপর্ব্বের বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদ্বারা বিবাহিতা স্ত্রীদিগের বিবাহ ও দ্বিতীয় পতি যে বেদবিরুদ্ধ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা

"স চ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মো দ্বিবিধঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ।

মন্দমতিভিরপি সুখেন বুধ্যমানঃ শৌচাচমন সন্ধ্যাবন্দনাদিঃ স্থূলোধর্ম্মঃ শাস্ত্রপারং গতৈঃ পণ্ডিতৈরেব বোদ্ধুং যোগ্যঃ, ইতরেষাং অধর্ম্মভ্রান্তিবিষয়ো দ্রৌপদীবিবাহাদিঃ সূক্ষ্মো ধর্ম্মঃ।

তথাচ মহাভারতে—দ্রুপদঃ একস্যাঃ যোষিতো বহুপতিত্বং লোকবেদ বিরুদ্ধং মন্বানঃ আধিচিক্ষেপ। তত্র লোকবিরোধঃ স্ফুটএব তির্য্যক্ষ্বপি একস্যাং গবি বৃষভদ্বয়যুদ্ধদর্শনাৎ।

বেদেহপ্যেবং শ্রূয়তে। "একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ" ইতি। যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকোদ্বে জায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে" ইতি চ

অত্র দ্রুপদভ্রান্তি নিবৃত্তয়ে যুধিষ্ঠির আহ।
লোক বেদ বিরুদ্ধোহয়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বর॥
সূক্ষ্মোধর্ম্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মোগতিং বয়ং। ইতি
ধর্ম্মত্বঞ্চ বহুপতিত্বস্য তত্রৈব বহুধা প্রপঞ্চিতং।

এবং ধর্ম্মব্যাধোপাখ্যানে —বিদ্যাভ্যাসাদ্ গরীয়সী মাতৃপিতৃ শুশ্রূষা বিনাপ্যভ্যাসং তচ্ছুশ্রূষয়ৈব তস্য জ্ঞানোৎপত্তেঃ ইতি প্রতিপাদ্য সূক্ষ্মত্বং ধর্ম্মস্য নিগদিতং।

"বহুধা দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ সূক্ষ্মএব দ্বিজোত্তম।„

ইতি—ইথং স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ সম্ভাবাৎ যুক্তস্তদুভয় বিষয় প্রশ্নঃ। উক্ত প্রশ্নস্য বক্ষ্যমাণোত্তরস্য চ অসাধর্ম্ম্যায়োত্তরমবতারয়তি।

ধর্ম্ম দুই প্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল। উহার মধ্যে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলেরই সুখবোধ্য শৌচ, আচমন, ও সন্ধ্যাবন্দনাদি স্থূলধর্ম্ম; আর কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরই বোধগম্য দ্রৌপদীবিবাহাদি সূক্ষ্মধর্ম্ম অন্যের অধর্ম্ম ভ্রান্তি বিষয়, অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তিরা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ইহা মহাভারতে উক্ত আছে। দ্রুপদ রাজা এক স্ত্রীর বহুপতিত্বকে লোকবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ দৃষ্ট করিয়া ঐ বিবাহকে অধর্ম্মবিবাহ মনে করিয়াছেন। উহা যে লোকবিরুদ্ধ তাহা পশুজাতিতেও দৃষ্ট হইতেছে, কারণ এক গাভীর প্রতি দুইটী বৃষ প্রবর্ত্তমান হইলেই পরস্পর যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। বেদেতেও এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। "এক পুরুষের বহুজায়া হইতে পারে, কিন্তু একস্ত্রীর বহুপতি হইতে পারে না, যেরূপ একটী যূপে দুই গাছি রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুইটী স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেরূপ দুইটী যূপে একগাছি রজ্জু বেষ্টন করা যায় না সেরূপ একস্ত্রী দুইটী পতি গ্রহণ করিতে পারে না"।

এস্থলে দ্রুপদরাজার ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, হে ধার্ম্মিকবর! ইহা লোক ও বেদ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বটে কিন্তু সূক্ষ্ম একরূপ ধর্ম্ম আছে; ইহার গতি আমরা বুঝিতে পারি না। বহুপতিত্ব ধর্ম্ম ভারতে বিস্তৃতরূপে উক্ত আছে। এবং মহর্ষি ব্যাসও ধর্ম্মোপাখ্যানদ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বিদ্যাভ্যাস হইতে পিতৃ মাতৃ শুশ্রূষা গুরুতর

কারণ বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত কেবল পিতৃ মাতৃ শুশ্রূষাদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মাধবাচার্য্য প্রথমতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিলেন এবং সূক্ষ্মধর্ম্মের উদাহরণ দেখাইবার নিমিত্ত দ্রৌপদীর বিবাহপ্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তরূপে দ্রুপদরাজের উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রুপদ বলেন, এক স্ত্রীর বহুপতির সহিত পাণিগ্রহণ বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য।

আচার্য্য ঐ বেদ বিরুদ্ধতা পক্ষ সমর্থন করিতে দুইটী শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইলেন।

নৈকস্যাঃ বহবঃ স্যুঃ পতয়" ইতি "তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতি বিন্দতে" ইতি চ।

এক স্ত্রী দুইটী পতি ও বহুপতি করিতে পারে না। ঐ শ্রুতিদ্বয় দ্বারা, একস্ত্রীর বহুপতির পাণিগ্রহণ বেদবিরুদ্ধ ইহাই সুস্থির রাখিলেন। পরে নানা উদাহরণদ্বারা মাতৃ আজ্ঞার গৌরব প্রকাশ করিলেন এবং ধর্ম্মের সুক্ষ্মতা দেখাইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতৃ আজ্ঞানুসারে বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও অধর্ম্মভাগী হইলেন না, প্রত্যুত ধার্ম্মিক বলিয়া প্রথিত থাকিলেন। অতএব পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত মহাভারতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

যথা মহাভারতে—

দ্রুপদ উবাচ।

ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং গৃহ্নাতু দুহিতুর্ম্মম।
যস্য বা মন্যতে বীর! তস্য কৃষ্ণা মুপাদিশ॥ ২২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বেষাং মহিষী রাজন্ দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি।
এবং প্রব্যাহৃতং পূর্ব্বং মম মাত্রা বিশাম্পতে॥ ২৩॥

অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টোবৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
পার্থেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সুতা তব ॥২৪॥
এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহভোজনং।
ন চ তং হাতু মিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি।
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্ণাতু জ্বলনে করান্ ॥ ২৬॥

দ্রুপদ উবাচ।

একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥
লোকবেদ বিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তু মর্হসি কৌন্তেয়! কথং তে বুদ্ধিরীদৃশী? ॥ ২৮ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

"সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিং ॥ ২৯ ॥
পূর্ব্বেষা মানুপূর্ব্বেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে।
নমে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ।
এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতং ॥ ৩০ ॥
এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজন্ চরৈনমবিচারয়ন্।
মা চ শঙ্কা তত্র তে স্যাৎ কথঞ্চিদপি পার্থিব ॥

দ্রুপদ উবাচ।

ত্বঞ্চ কুন্তীচ কৌন্তেয়! ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ মে সুতঃ।
কথয়ন্ত্বিতি কর্ত্তব্যং শ্বঃ কালে করবামহে ॥ ৩২ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সমেত্য ততঃ সর্ব্বে কথয়ন্তিস্ম ভারত।
অথ দ্বৈপায়নো রাজন্নভ্যগচ্ছৎ যদৃচ্ছয়া ॥৩৩॥
ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে পাঞ্চালশ্চ মহাযশাঃ।
প্রত্যুত্থায় মহাত্মানং কৃষ্ণং সর্ব্বেঽভ্যবাদয়ন্ ॥ ১ ॥
প্রতিনন্দ্য স তান্ সর্ব্বান্ পৃষ্ট্বা কুশলমন্ততঃ।
আসনে কাঞ্চনে শুভ্রে নিষসাদ মহামনাঃ ॥২ ॥

অনুজ্ঞাতাস্তু তে সর্ব্বে কৃষ্ণেনামিততেজসা ।
আসনেষু মহার্হেষু নিষেদুর্দ্বিপদাম্বরাঃ ॥ ৩
ততো মুহূর্ত্তান্ মধুরাং বাণী মুচ্চার্য্য পার্ষতঃ ।
পপ্রচ্ছ তং মহাত্মানং দ্রৌপদ্যর্থং বিশাম্পতে ॥ ৪
কথমেকা বহূনাং স্যান্ন চ স্যাদ্ধর্ম্ম সঙ্করঃ ।
এতন্মে ভগবান্ সর্ব্বং প্রব্রবীতু যথা যথং ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অস্মিন্ ধর্ম্মে বিপ্রলব্ধে লোকবেদবিরোধকে ।
যস্য যস্য মতং যদ্ যচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি তস্য তৎ ॥ ৬ ॥

দ্রুপদ উবাচ ।

অধর্ম্মোয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোক বেদয়োঃ ।
নহ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহূনাং দ্বিজসত্তম ॥ ৭ ॥
নচাপ্যাচরিতঃ পূর্ব্বৈরয়ং ধর্ম্মো মহাত্মভিঃ ।
নচাপ্যধর্ম্মো বিদ্বদ্ভিশ্চরিতব্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
ততোহহং ন করোম্যেনং ব্যবসায়ং ক্রিয়াং প্রতি ।
ধর্ম্মঃ সদৈব সন্দিগ্ধঃ প্রতিভাতি হি মে ত্বয়ং ॥ ৯ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

যবীয়সঃ কথং ভার্য্যাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা দ্বিজর্ষভ ।
ব্রহ্মন্ সমভিবর্ত্তেত সদ্বৃত্তঃ সন্ তপোধন ॥ ১০ ॥
নতু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মত্বাদ্গতিং বিদ্মঃ কথঞ্চন ।
অধর্ম্মো ধর্ম্ম ইতি বা ব্যবসায়ো ন শক্যতে ॥ ১১ ॥
কর্ত্তুমস্মদ্বিধৈর্ব্রহ্মন্ ততোহয়ং ন ব্যবসাতে ।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা ভবদ্বিতি কথঞ্চন ॥ ১২ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ ।
বর্ত্ততে হি মনো মেহত্র নৈবোহধর্ম্মঃ কথঞ্চন ॥ ১৩ ॥
শ্রূয়তে হি পুরাণেহপি জটিলা নাম গৌতমী ।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্তধর্ম্মভৃতাং বরা ॥ ১৪ ॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভি র্ভাবিতাত্মনঃ ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ ॥ ১৫ ॥

গুরোর্হি বচনং প্রাহুর্ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম।
গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ॥ ১৬॥
সাচাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষবদ্ভুজ্যতা মিতি।
তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম॥ ১৭॥

কুন্ত্যুবাচ।

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠিরঃ।
অনৃতান্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যেহমনৃতাৎ কথং॥ ১৮॥

ব্যাস উবাচ।

অনৃতান্মোক্ষ্যসে ভদ্রে! ধর্ম্মশ্চৈব সনাতনঃ।
নতু বক্ষ্যামি সর্ব্বেষাং পাঞ্চাল শৃণু মে স্বয়ং॥ ১৯॥
যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো যতশ্চায়ং সনাতনঃ।
যথা চ প্রাহ কৌন্তেয় স্তথা ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ॥ ২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত উত্থায় ভগবান্ ব্যাসো দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
করে গৃহীত্বা রাজানং রাজবেশ্ম সমাবিশৎ॥ ২১॥
পাণ্ডবাশ্চাপি কুন্তীচ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বিবিশুর্যত্র তত্রৈব প্রতীক্ষন্তেস্মতাবুভৌ॥ ২২॥
ততো দ্বৈপায়ন স্তস্মৈ নরেন্দ্রায় মহাত্মনে।
আচখ্যৌ তদ্ যথা ধর্ম্মো বহূনামেকপত্নিতা॥ ২৩॥

দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমার কন্যার পনি-গ্রহণ করুন; অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইলেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই, এবং ভীমও অকৃতদার, অর্জ্জুন আপনার কন্যায় জয় করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই নিয়ম আছে যে, কোনও উৎকৃষ্ট বস্তু পাইলে আমরা সকলে একত্র তাহা ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা চির

আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না। কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদের জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত করুন। অনন্তর দ্রুপদ কহিলেন কুরুনন্দন! এক পুরুষের অনেকপত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু একস্ত্রীর অনেকপতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরমধার্ম্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্টান করা কদাচ তোমার উচিত নহে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্মপদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না। পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমি কদাচ মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করি না।

এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থান পায় না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এবিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্ ইহা সনাতন ধর্ম্ম আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ইহার অনুষ্ঠান করুন। দ্রুপদ কহিলেন, কৌন্তেয়! কল্য তুমি ও তোমার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, তোমরা সকলে ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবে তাহাই করিব। বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলেমিলিত হইয়া বিবাহবিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি দ্বৈপায়ন যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশা পাঞ্চাল্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি

তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহারও আদেশক্রমে সকলেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর দোষ হইবে না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে! আপনি এবিষয়ে যাহা যথার্থ হয় আজ্ঞা করুন। অনন্তর ব্যাসদেব বলিলেন লোকাচারগর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্ম বিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। দ্রুপদ কহিলেন যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম। হে দ্বিজোত্তম! একস্ত্রী বহুপুরুষের পত্নী ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না, ইহা মহাত্মা প্রচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে, এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না; অতএব আমি এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া কিরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় গমন করিবেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্মপদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চ স্বামীর মহিষী হইবেন ইহা আমরা কদাচ ধর্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার মুখ হইতে কদাচ অনৃতবাক্য নিঃসৃত হয় না, এবং আমার মনোমন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশা-

ধিকার নাই। অতএব যখন আমার এবিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোন ক্রমে অধর্ম্ম বলিতে পারিব না। পুরাণে শুনিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতম বংশীয়া এক কন্যা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন। এবং বার্ক্ষীনাম্নী এক মুনিকন্যা প্রচেতোনামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন গুরুজন যাহা অনুমতি করেন তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়, গুরু লোকের মধ্যে, মাতা পরমগুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব ইহা পরম ধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন আমি তাহা বলিয়াছি বটে। আমি অনৃতবাক্যে সাতিশয় ভয়করিয়াথাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব। ব্যাসদেব কহিলেন, ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না। যেরূপে উক্তধর্ম্মবিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল আপনই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন দ্রুপদের কর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস বহু ব্যক্তির এক পত্নিতা যে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত।

দ্রুপদ উবাচ।

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ॥ লোকবেদ বিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় কস্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী" ॥

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহুস্ত্রী হইতে পারে; কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি হইতে পারে না; অতএব তুমি ধার্ম্মিক হইয়া লোকাচার ও বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পার না।

অত্র নীলকণ্ঠঃ।

পুংসঃ পুংমাসঃ। যদ্বা পুংসো বেদকর্ত্তুঃ পরমাত্মনঃ সকাশান্ন শ্রূয়ন্তে। তস্মান্নৈকা। দ্বৌপতি বিন্দেত ইতি, বেদ বিরুদ্ধং অবিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ ইত্যর্থঃ,,।

বেদ কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট এইরূপ শুনিনাই, অতএব একস্ত্রী দুইপতি অবলম্বন করিতে পারে না, ইহা শ্রুতির অর্থ। বেদ বিরুদ্ধ শব্দের অর্থ বেদে অবিহিত এবং বেদদ্বারা নিষিদ্ধ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ॥

সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ! নাস্য বিদ্মো গতিং বয়ং। পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্বেণ, যাতং বর্ত্মানুযামহে॥ নমে বাগনৃতং প্রাহ, নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ। এবঞ্চৈব বদত্যম্বা মমচৈব মনোগতং॥"

মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম আমরা উহার গতি জানিতে পারি না, কেবল পূর্ব্বকালীন মহাত্মারা যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। আমার মুখ হইতে মিথ্যা বাক্য কদাচ নিঃসৃত হয় না, এবং আমার অন্তঃকরণেও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয় না। বিশেষতঃ যখন আমাদিগের মাতা এবিষয়ে আদেশ করিতেছেন তখন ইহা অবশ্যই আমার মনোনীত হইতেছে॥

নীলকণ্ঠঃ ॥

সূক্ষ্মঃ নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ। ইতিশ্রুত্যা সহেতি যুগপৎ বহুপতিত্ব নিষেধো ন তু সময়ভেদেন ততস্তাপি অনিষিদ্ধং।

মাত্রা সমেত্য ভুঙক্ত ইত্যাজ্ঞপ্তঞ্চ ন লঙ্ঘনীয়ং। পিত্রোরাজ্ঞয়া নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যং পরশুরামকৃত মাতৃবধবৎ কিমুতা নিষিদ্ধমিতি ভাবঃ।

নীলকণ্ঠ সূক্ষ্ম ধর্ম্ম দেখাইতেছেন, উক্ত শ্রুতিতে সহ শব্দ থাকায় একস্ত্রীর একদা বহুপতি হইতে পারে না, সময় ভেদে হইতে পারে; অতএব অনিষিদ্ধ হইতেছে। এবং আমাদিগের মাতা অনুমতি দিতেছেন, তোমরা মিলিত হইয়া ভোগ কর। মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নহে পিতামাতার আজ্ঞায় নিষিদ্ধ কার্য্যও করিতে পারা যায়। যথা পরশুরামের মাতৃহত্যাদি; সুতরাং অনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে আমাদের কোনও বাধা নাই। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, দ্রুপদরাজ দুইটী শ্লোকদ্বারা একস্ত্রীর বহুপতি বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নীলকণ্ঠ ঐ বাক্যটী সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ

"তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত"

একস্ত্রীর উভয় পতি বিহিত নহে এই শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়া, বেদ বিরুদ্ধ শব্দের সারার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, একস্ত্রীর বহুপতি কোন বেদে বিহিত নহে, প্রত্যুত নিষিদ্ধ। আবার "সূক্ষ্মোধর্ম্মো মহারাজ" এই শ্লোকদ্বারা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা সপ্রমাণ করিতে "নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ" একস্ত্রীর একদা বহুপতি নিষিদ্ধ। এই অপর শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিলেন, এবং সহশব্দের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন, একস্ত্রীর একদা বহুপতি নিষিদ্ধ, সময়ভেদে নিষিদ্ধ নহে। এই হেতু

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দ্রৌপদী বিবাহ বেদ নিষিদ্ধ হইতেছে না।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন নীলকণ্ঠের পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তের বিরোধ হইতেছে কিনা, পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন একস্ত্রীর বহুপতি বেদ বিরুদ্ধ, পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; একস্ত্রীর বহুপতি বেদবিরুদ্ধ নহে।

আর যুধিষ্ঠিরদিগের দ্রৌপদীপরিণয় যে সময় ভেদে হইবে ইহাও

"অহঞ্চাপ্যকৃতোদ্বাহো ভীমসেনশ্চ পার্থিব।
পার্থেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সুতা তব"।

আমি এবং ভীমসেন উভয়েই অকৃতদার, তৃতীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন আপনার সুতাকে জয় করিয়াছেন, তথাচ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হয় না, এই শ্লোক দ্বারা, এবং

"আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্নাতু জ্বলনে করান্।

অগ্নিসমীপে ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সকলের পাণিগ্রহণ করুন এই শ্লোক দ্বারা যুধিষ্ঠিরদিগের দ্রৌপদী পরিণয় যে, সময় ভেদে হইবে ইহাও পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে, এক্ষণে আর অপলাপ করিতে পারিবেন না যে পূর্ব্বে সময় ভেদের কোনও প্রস্তাব ছিল না। সুতরাং বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে পথে কাঁটা পড়িল। আর যদি বিতণ্ডাবাদে প্রবর্ত্ত হইয়া কুতর্ক অবলম্বন করেন যে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নহে পরে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত, ইহাও আমি সঙ্গত বিবেচনা করি না। পাঠকগণ স্থির চিত্তে সমালোচনা করিয়া দেখুন, যদি সময় ভেদে স্ত্রীদিগের বহুপতি বেদ বিহিত, ইহাকেই যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিতে হয়, তাহা হইলে মহাভারতের বৈবাহিক পর্ব্বটী এককালে

জলসাৎ করিতে হয়। (তথাহি) যুধিষ্ঠির দ্রুপদ সমীপে বলিলেন আমি ও ভীমসেন অকৃতদার জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হয় না, অতএব জ্যেষ্ঠানুক্রমে দ্রৌপদী আমাদের পাণিগ্রহণ করুন। দ্রুপদরাজ ইহা শুনিলেন, তবে কিরূপে গৌরবের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন তুমি ধার্ম্মিক হইয়া বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পার না” ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সুবুদ্ধি, পণ্ডিত বর যুধিষ্ঠির দ্রুপদরাজকে অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, মহারাজ আমরা পঞ্চপাণ্ডব জ্যেষ্ঠানুক্রমে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিতেছি, ইহা বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য নহে প্রত্যুত বেদ বিহিত, এবিষয়ে অধর্ম্ম আশঙ্কা করিতে পারেন না, ইহা বলিলেই সকল জ্বালা চুকিয়া যাইত। দ্রুপদরাজও নিরস্ত থাকিতেন। ইহা না বলিয়া “ মহারাজ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম উহার গতি জানা যায় না মাতা অনুমতি করিতেছেন এবং মাতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনীয় নহে” ইহা বলিবার কি আবশ্যকতা ছিল ! ! আর ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা কোথা রহিতেছে। যেরূপ

“ দ্বিজঃ প্রতিদিনং সন্ধ্যামুপাসীত ”

এই বিধিদ্বারা সন্ধ্যোপাসনা ধর্ম্মটী দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয়, দ্বিজাতি ভিন্নের অনুষ্ঠেয় নহে, ইহা মূর্খ সাধারণের স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে সেইরূপ।

“নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ”

এই শ্রুতির দ্বারা একস্ত্রীর একদা বহুপতি বিহিত নহে সুতরাং সময় ভেদে বিহিত ইহাও সাধারণের বোধগম্য হইতেছে, অব্যক্ত কিছুই রহিতেছে না। ফলতঃ যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিলেন অপিচ যৎকালে ব্যাসদেব যদৃচ্ছায় সমাগত হইয়া মধ্যস্থ কার্য্যে ব্রতী হইলেন তৎকালে বোধ

হয় সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের ঐ শ্রুতিটী স্মৃতি পথারূঢ় হয় নাই তাহাহইলে তিনি ঐরূপ মধ্যস্থতা করিতেন না, অপক্ষপাতে বলিতে পারিতেন, একস্ত্রীর সময় ভেদে বহুপতি হইতে পারে ইহা বেদ সিদ্ধ এবিষয়ে কোনও তর্ক চলিতে পারে না ইহা বলিলে দ্রুপদরাজ নিরুত্তর থাকিতেন ইহা না বলিয়া বেদ-ব্যাস দ্রুপদরাজের হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্রুপদরাজকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন ঐ দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দ্রুপদরাজ জানিতে পারিলেন, যে পাণ্ডবগণ সাধারণ মনুষ্য নহে দেবাংশ সম্ভূত কোন মহাপুরুষ। তৎপরে বেদব্যাস দ্রুপদরাজকে দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। একমুনিকন্যা সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামি লাভ করিবার নিমিত্ত বনে তপস্যা করে। মহাদেব ঐ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর গ্রহণে অনুমতি করেন। মুনিকন্যা প্রার্থনা করিলেন সর্ব্ব গুণসম্পন্নপতি হয়। পরন্তু ঐ মুনিকন্যা এই বরটী পাঁচ বার প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন তুমি আমার নিকট পাঁচ বার বর প্রার্থনা করিলে, তোমার পরজন্মে পাঁচটী পতি হইবে। তুমি দ্রুপদরাজ গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতার সহিত তোমার বিবাহ হইবে আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হয় না। এক্ষণে দেখুন সময় ভেদে স্ত্রীদিগের একাধিক পতি গ্রহণ যদি বেদ সিদ্ধ হইত তাহা হইলে ঐ সকল উপাখ্যান দ্বারা দ্রুপদরাজার সন্দেহচ্ছেদ করণের কি আবশ্যকতা ছিল ইহা বলিবার তাৎপর্য্য আমার দিগের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই দৃষ্ট হইতেছে যে ঈশ্বরের আজ্ঞায় কিম্বা পিতৃ মাতৃপ্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞায় বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হয় না প্রত্যুত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ইহাই

ধর্ম্মের সূক্ষ্মতার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। অতএব পাঠকগণের সুবিধার জন্য উপাখ্যান গুলি দর্শিত হইতেছে দৃষ্ট করিবেন।

ততো ব্যাসঃ পরমোদারকর্ম্মা শুচির্ব্বিপ্রস্তপসা তস্য রাজ্ঞঃ।
চক্ষুর্দ্দিব্যং প্রদদৌ তাংশ্চ সর্ব্বান্ রাজাপশ্যৎ পূর্ব্বদেহৈর্ যথাবৎ॥ ৩৮॥
আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ।
নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী॥ ৪৫॥
তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রেণ শঙ্করং।
তামুবাচেশ্বরঃ প্রীতো বৃণু কামমিতি স্বয়ং॥ ৪৫॥
সৈবমুক্তা ব্রবীৎ কন্যা দেবং বরদমীশ্বরং।
পতিং সর্ব্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ॥ ৪৬॥
দদৌ তস্যৈ স দেবেশস্তং বরং প্রীতমানসঃ।
পঞ্চ তে পতয়োভদ্রে ভবিষ্যন্তীতি শঙ্করঃ॥ ৪৭॥
সা প্রসাদয়তী দেবমিদং ভূয়োঽভ্যভাষত।
একং পতিং গুণোপেতং ত্বত্তোঽর্হামীতি শঙ্কর॥৪৮॥
তাং দেবদেবঃ প্রীতাত্মা পুনঃ প্রাহ শুভং বচঃ।
পঞ্চকৃত্বস্ত্বয়োক্তোঽহং পতিং দেহীতি বৈ পুনঃ॥ ৪৯॥
তত্তথা ভবিতা ভদ্রে বচস্তদ্ভদ্রমস্তু তে।
দেহমন্যং গতায়াস্তে সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৫০॥
দ্রুপদৈষা হি সা জজ্ঞে সুতা বৈ দেবরূপিণী।
পঞ্চানাং বিহিতা পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা॥ ৫১॥
স্বর্গশ্রীঃ পাণ্ডবার্থন্তু সমুৎপন্না মহামখে।
সেহ তপ্ত্বা তপোঘোরং দুহিতৃত্বং তবাগতা॥ ৫২॥
সৈষাদেবী রুচিরা দেবজুষ্টা পঞ্চানামেকা স্বকৃতেনেহ কর্ম্মণা।
সৃষ্টা স্বয়ং দেবপত্নী স্বয়ম্ভুবা শ্রুত্বা রাজন্ দ্রুপদেষ্টং কুরুষ্ব॥ ৫৩॥

অনন্তর পরম উদারকর্ম্মা পবিত্র ব্যাস তপোবলে সেই রাজাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেপর রাজা পাণ্ডবদিগের সকলকেই যথাবৎ পূর্ব্বদেহ বিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন॥৩৮॥

আদিপর্ব্বে (বৈবাহিক পর্ব্বে) ১৯৭ অধ্যায়।

এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির এক দুহিতা ছিল। ঐ কন্যা রূপবতী যুবতি ও সাধ্বী হইয়াও পতি প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৪৪ ॥

পরে উগ্রতপস্যাদ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলেন। বরদ দেব ঈশ্বর প্রীতহইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৫ ॥

কন্যা তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত বরপ্রদ দেব ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি ॥ ৪৬ ॥

দেবদেব শঙ্কর প্রীতমনে এই বলিয়া বরপ্রদান করিলেন, ভদ্রে তোমার পঞ্চপতি হইবে ॥ ৪৭॥

শিবপ্রসাদপ্রসাধিনী সেই কন্যা পুনর্ব্বার বরপ্রদ দেবকে কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি আপনার নিকট সর্ব্বগুণসম্পন্ন একমাত্র পতি প্রার্থনা করি ॥ ৪৮ ॥

প্রীতাত্মা দেবদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে এইরূপ শুভবাক্যে কহিলেন, ভদ্রে তুমি পতি প্রদান কর বলিয়া পাঁচবার আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমার পঞ্চপতি হইবে। তোমার মঙ্গল হউক, আমার বাক্যের কখন অন্যথা হয় না, অতএব অন্যজন্মে তোমার পঞ্চ পতিই হইবে ॥ ৪৯৫০ ॥

হে দ্রুপদ সেই দেবরূপিণী অনিন্দিতা এই ত্বদীয় কন্যা পাঁচজনের পত্নী হইবার নিমিত্ত ধাতাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন স্বর্গলক্ষ্মী এইকন্যা ঘোরতপস্যা করিয়া পাণ্ডব গণের নিমিত্তই মহামখে উৎপন্না হইয়া তোমার দুহিতা হইয়াছেন ॥ ৫১৫২ ॥

দেবগণনিসেবিতা মনোহারিণী এইদেবী স্বকৃতকর্ম্মদ্বা-

রাই পাঁচজনের মহিষী হইবেন, এই অভিপ্রায়ে বিধাতা স্বয়ং ইহাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজন্! দ্রুপদ তুমি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয় কর ॥ ৫৩॥

এক্ষণে দেখুন, নীলকণ্ঠের পরোক্তসিদ্ধান্তের যথার্থতা স্বীকার করিলে মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্ব্বের বিশৃঙ্খলতা হয় কি না। বিশেষতঃ নীলকণ্ঠ "তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত, এই শ্রুতিটীর একদেশ মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, সমস্ত শ্রুতি ধরেন নাই। পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ধৃত ঐ শ্রুতির অনুশীলন করিলে সাধারণেই জানিতে পারিবেন সময়ভেদে স্ত্রীদিগের বহুপতি নিষিদ্ধ হইতেছে কি না...

পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ধৃত শ্রুতি এই।

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি।
তস্মাদেকোদ্বে জায়ে বিন্দেত ॥
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি।
তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত" ॥

যেরূপ একটী যূপকাষ্ঠে দুই গাছি রজ্জুবেষ্টন করা যায় সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যেরূপ দুইটী যূপকাষ্ঠ একগাছি রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ একস্ত্রীর দুই পতির সহিত বিবাহ হইতে পারে না। এস্থলে পুরুষ এককালেই হউক বা বিভিন্ন কালেই হউক দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে ইহাতে কোন বাধা নাই দেখা যাইতেছে। যেরূপ পুরুষের পক্ষে এক সময়ে অথবা বিভিন্নসময়ে একাধিক বিবাহ বিহিত হইতেছে স্ত্রীদিগের পক্ষেও সেই রূপ একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া যুক্ত বলিতে হইবে। বিশেষতঃ যূপের দৃষ্টান্ত ধরিলে সময় ভেদে স্ত্রীপক্ষে নিষেধ করাই সঙ্গত হইতে পারে; কারণ এক

গাছি রজ্জু দ্বারা দুইটী যূপ একদা অনায়াসেই বেষ্টন করা যাইতে পারে। পরন্তু একটী রজ্জু দ্বারা একটী যূপবেষ্টন করিলে পরে ঐ রজ্জুদ্বারা অপর যূপকে বেষ্টন করিতে পারা যায় না ইহাই সঙ্গত হইতেছে।

অপিচ॥ কার্য্য প্রতিপাদক বেদের অধিক প্রামাণ্য কার্য্যের অপ্রতিপাদক বেদের দুর্ব্বলত্ব। যাহা মীমাংসা গ্রন্থে মহর্ষি জৈমিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং। অত্র রঘুনন্দনঃ।

আম্নায়স্য বেদস্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ কার্য্য প্রতিপাদকত্বাৎ প্রামাণ্য মিতিশেষঃ।

অতদর্থানাং কার্য্যাপ্রতিপাদকানাং আনর্থক্যং অপ্রামাণ্য মিতি।

কার্য্য প্রতিপাদক বেদের প্রামাণ্য কার্য্যের অপ্রতিপাদক বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য নহে। প্রস্তাবিত স্থলে তস্মান্নৈকো দ্বৌ পতী বিন্দেত এই শ্রুতিতে বিন্দেত এই কার্য্যবোধক পদ থাকায় এই শ্রুতিটী অধিক প্রমাণ। আর নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ এই শ্রুতিতে কার্য্যবোধক কোন পদ নাথাকায় পূর্ব্বোক্তশ্রুতি অপেক্ষা এই শ্রুতিটী দুর্ব্বল। তথাহি পরস্পর শ্রুতিদ্বয়ের কোন অংশে বিরোধ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বারা পরোক্তশ্রুতির সঙ্কোচ ব কোন বিশেষ অর্থের নির্ণয় করিতে পারা যায়, পরন্তু পরো শ্রুতির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সঙ্কোচ বা কোন বিশেষা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। ইহাই প্রামাণ্য ও অপ্রা শব্দের তাৎপর্য্য বলিতে হইবে; তথাচ বলবতী পূর্ব্বে শ্রুতিতে সময়ভেদের কোন উল্লেখ না থাকায় পরো দুর্ব্বল শ্রুতির সময়ভেদ অর্থটী খাটিতে পারে না।

কিঞ্চ॥ যদি "নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ"

এই শ্রুতিস্থ সহশব্দের, একদা এই অর্থ স্বীকার করিয়া

সময়ভেদে একস্ত্রীর বহুপতির সহিত বিবাহ বেদবিহিত বলিতে হয়, তাহা হইলে স্মৃতি পুরাণ ও লোকাচারের সহিত মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। তথাহি। বেদ একমাত্র প্রধান, এবং স্মৃতি পুরাণাদির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে বেদের সঙ্কোচ বা লক্ষণা হয় না, প্রত্যুত স্মৃতি ও পুরাণাদির সঙ্কোচ ও বাধ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। যথা জাবালঃ।

শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা" ॥

শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই বলবতী, অবিরোধ স্থলে বেদোক্তকার্য্যের ন্যায় স্মৃত্যুক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য।

ব্যাসশ্চ।

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র বর্ত্ততে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা" ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ এই তিনের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিই একমাত্র প্রধান, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, স্মৃতিই বলবতী।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন. নীলকণ্ঠের পরোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের ভূরি ভূরি বচনের সহিত বিরোধ হইতেছে কি না।

যথা মনুঃ।

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে"

সাধ্বাচারিণী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়ভর্ত্তা কোন শাস্ত্রেও বিহিত হয় নাই।

অপরমপি।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

কোন বিবাহমন্ত্রে নিয়োগধর্ম্ম কথিত হয় নাই এবং কোনও বিবাহবিধায়কশাস্ত্রে বিধবাস্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ-বিহিত হয় নাই।

এক্ষণে দেখুন, যদি নীলকণ্ঠের পরোক্তসিদ্ধান্ত ধরিয়া সময়ভেদে বিবাহিতাস্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ বেদসিদ্ধ বলিতে হয় তাহা হইলে এই দুইটী মনুবচন কোন স্থলেই খাটিতে পারে না। কারণ উক্ত বচনে দ্বিতীয়ভর্ত্তা ও বিধবাশব্দপ্রযুক্ত থাকায় সময়ভেদেই বিবাহিতাস্ত্রীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা নিষিদ্ধ ইহাই মনুর অভিমত বলিতে হইবে, নতুবা এস্থলে আর কিছুই দুরভিসন্ধি খাটিতে পারিবে না। এবং মহর্ষি পরাশর ও নারদ পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা করিতে বিধি দিয়াছেন এক্ষণে আর পঞ্চ আপদ্ বলিবার আবশ্যকতা ও সার্থকতা থাকিতেছে না কারণ, বেদবিহিত ধর্ম্ম সকল কালেই অনুষ্ঠেয়; তদ্বিষয়ে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

অপিচ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব যে দ্রৌপদীর বিবাহ করিয়া ছিলেন, তাহা নীলকণ্ঠের মতে বেদানুসারেই করিয়াছেন বলিতে হইবে। পরন্তু উক্ত স্থলে কোন আপদই দৃষ্ট হইতেছে না, সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তানুসারে সাধারণস্ত্রী ও পতিসত্ত্বে নিরাপদে অন্যপতির সহিত বিবাহ করিতে পারে। কারণ উক্ত শ্রুতিতে কোন আপদের উল্লেখ নাই এবং স্মৃতিবচনদ্বারা শ্রুতির সঙ্কোচ হয় না।

এবং "উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং"॥

ইত্যাদি ভূরি বচনের নিরর্থকতা হইয়া উঠিতেছে। অতএব নীলকণ্ঠ পূর্ব্বে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে।

যথা "তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ইতি বেদবিরুদ্ধঞ্চ অবিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ ইত্যর্থঃ"।

সেই হেতু একস্ত্রী দ্বিতীয় পতি করিবে না ইহা শ্রুতি। বেদ বিরুদ্ধ অর্থাৎ স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা কোন বেদে বিহিত হয় নাই, প্রত্যুত নিষিদ্ধ হইতেছে ইহাই অর্থ।

এক্ষণে নীলকণ্ঠের এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে যে, সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ। ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যা করিতে পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এস্থলে সহশব্দ থাকায় একদা বহুপতি বিধেয় নহে। সময় ভেদে বিধেয়, ইহার এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে হইবে, বৈদিক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা দেখান যায় কি, না ইহা জানাইবার নিমিত্ত বাগাড়ম্বর মাত্র করিয়াছেন। ফলতঃ কিছুই নহে, নতুবা একস্ত্রীর বহুপতি বেদ বিহিত নহে প্রত্যুত বেদ নিষিদ্ধ ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার কি একস্ত্রীর বহুপতি বেদ বিহিত ইহা বলিতে পারেন, তাহা হইলে কি নিবন্ধকার দিগের গৌরব থাকে অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হইবে পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ এস্থলে কেবল ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা দেখাইবার নিমিত্ত প্রকৃত অর্থ গোপন পূর্ব্বক সহেতি যুগপৎ এই অপ্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন) ইহার প্রকৃত অর্থের অনুশীলন করা আবশ্যক হইতেছে, অতএব ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ইহার প্রকৃতার্থ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও লিখিত হইল পাঠকগণ পাঠ করিলেই সারার্থ অনুভব করিতে পারিবেন।

যথা তস্মাল্লোকেঽপি একস্য পুরুষস্য সামস্থানীয়স্য বহ্ব্যো জায়া ঋক্‌স্থানীয়া ভবন্তি। নতু বিপর্য্যয়েণ একস্যা স্ত্রিয়ো বহবঃ পতয়ঃ পরস্পরৈকমত্যেন সহ বর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে।

সামের স্থানীয এক পুরুষের ঋকের স্থানীয় বহু জায়া হইতে পারে পরন্তু ইহার বৈপরীত্যরূপে একস্ত্রীর পরস্পর ঐকমত্যে বহুপতি বর্ত্তমান দেখি না। এস্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে সহ এই পদটীর বর্ত্তমান অর্থ দৃষ্ট হইতেছে, আর পরাশর ভাষ্যে সহ শব্দস্থানে যে, স্যুঃ এই পাঠ কল্পনা করিয়াছেন উহার দ্বারাও বর্ত্তমান অর্থই বোধ হইতেছে। সুতরাং পরস্পর স্ববাক্যের বিরোধ ঘটিতেছে না বলিতে হইবে। প্রত্যুত মাধবাচার্য্য উক্ত শ্রুতির যাহা ব্যাখ্যা করিলেন যে একস্ত্রীর পরস্পর ঐকমত্যে বহুপতি বর্ত্তমান দেখি না। পরন্তু যুধিষ্ঠির দিগের পক্ষে ঐ অর্থের বৈপরীত্য কার্য্য ঘটিতেছে, কারণ এক দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী পরস্পর ঐকমত্যে বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে সুতরাং বলিতে হইবে আচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে যুধিষ্ঠিরাদির দ্রৌপদীবিবাহ সম্পূর্ণ শ্রুতি বিরুদ্ধ। পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যের পরিকল্পিত।

নৈকস্যাঃ বহবঃ স্যুঃ পতয়ঃ

এই বিশুদ্ধ পাঠের অথবা সহপদের বর্ত্তমান অর্থ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলেই জানিতে পারিবেন, নীলকণ্ঠ সহ পদের যে যুগপৎ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। এক্ষণে ধার্ম্মিকগণ নিষ্কণ্টকে স্বীয় স্বীয় পরিবারের সহিত স্বাধীনতা সম্পাদনদ্বারা মাধবাচার্য্যকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করুন। নতুবা বহুপতির পাণিগ্রহণ পক্ষে স্ত্রীদিগের বেদ সিদ্ধ স্বাধীনতা থাকিলে বেশ্যা আর কুলনায়িকার কিছু প্রভেদ থাকিত না ও সধবা বিধবা পক্ষেও ভেদ

থাকে না ই হা সকল ভাইপোকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখুন বেদ, স্মৃতি, ও মহাভারতাদি নানা পুরাণ দ্বারা ইহা অবধারিত হইল, যে একস্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইতেপারে না।

এবং যখন দর্শিত দুইটী শ্রুতিতেই পতি শব্দ ধরিয়া দুইটিপতি ও. বহুপতি করিতে পারে না এইরূপে নিষেধ দেখাইতেছেন, তখন

"পতিরন্যো বিধীয়তে"

ইত্যাদি নিয়োগ বিধিতে যে পতি শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার গৌণ অর্থ পতিস্থানীয় সন্তান উৎপাদক ইহা স্বীকার কবিতে হইবে। অতএব কোন্ স্থলে পতিশব্দের মুখ্য-প্রয়োগ হইতে পারে ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন।

যথা লঘুহারীতঃ।

"পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং কৃৎস্নং হি জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে"

পাণিগ্রহণ দ্বারা জায়াত্ব জন্মে, সপ্তপদী গমনে সম্পূর্ণ জায়াপতিত্ব জন্মে।

যমশ্চ।

নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পতিরিষ্যতে। পাণিগ্রহণ সংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে"।

উদক কিংবা সঙ্কল্পবাক্যদ্বারা পতিত্ব জন্মে না, পাণি-গ্রহণসংস্কার হইলেই পতিত্ব জন্মে। অপিচ। মহর্ষি নারদের নিয়োগধর্ম্মবোধকবচনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন, যে, পঞ্চাপদে যে পতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ পতিস্থানীয় অন্য পুরুষ।

যথা নারদঃ। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে। অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং

অপ্রসূতা চ চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ। ক্ষত্রিয়াষট্ সমা স্তিষ্ঠেদপ্রসূতঃ সমাত্রয়ং। বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষেত্বিতরা বসেৎ। ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালা এষ প্রোষিতযোষিতাং। জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ। অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ। অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষু দোষো ন বিদ্যতে।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ বিহিত, স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে ন। অপুত্রাহইলে চারি বৎসর তৎপরে অন্যকে আশ্রয় করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর অপুত্রা হইলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্যকে আশ্রয় করিতে পারিবে। বৈশ্যা চারিবৎসর, অপুত্রা হইলে দুইবৎসর অপেক্ষা করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারিবে। শূদ্রাদিগের কাল নিয়ম নাই যখন মনে করিবে তখনই অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারিবে। বিদেশগামি স্বামীর জীবিত বার্ত্তা শ্রবণ করিলে যাহার যেরূপ কাল বিহিত আছে ইহার দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই অভিমত অতএব এই কএকটী স্থলে স্ত্রীদিগের অন্য পুরুষ সংসর্গ নিবন্ধন দোষ হইবে না। (এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন মহর্ষি পরাশর যেরূপ পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের অন্যপতি করিতে বিধি দিয়াছেন মহর্ষি নারদও উপক্রমে অবিকল তাহাই বিহিত করিয়াছেন। পঞ্চ আপদের মধ্যে স্বামীর বিদেশগমনরূপ আপদে ব্রাহ্মণী প্রভৃতির প্রতীক্ষার কাল নিয়ম করিয়া নিয়মিত কালের পর অন্যকে আশ্রয় করিতে পারে ইহাই বলিলেন্ উপসংহারে বলিতেছেন, এই পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের অন্যগমন নিমিত্ত দোষ হয় না। এক্ষণে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখুন,

ইহা দ্বারা কি পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রতীত হইতেছে, কিম্বা অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিবে ইহা প্রতীত হইতেছে। যদি প্রকৃত বিবাহ হইত, তাহা হইলে কিরূপে অন্যগমনে স্ত্রীণামেষু দোষো ন বিদ্যতে এই শব্দগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে, বিবাহিতপত্তির সহিত সহবাস করিতে কি? স্ত্রীদিগের কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে? অপিচ যদি উহাকে প্রকৃতবিবাহ বলিতে হয় তাহা হইলে কেবল স্ত্রীদিগের আপদ এরূপ নহে; পুরুষদিগেরও আপদ বলিতে হয়, কারণ বিদেশ গমনের স্থলে কোন গতিকে নিয়মিত কালের মধ্যে যদি সংবাদ প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে বিদেশগামি ব্যক্তির পত্নী ভাইপোর যত্নে ও নারদের হুকুমে অনায়াসেই পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে, পূর্ব্বস্বামী আসিলেও আর দখল করিতে পারিবে না, পূর্ব্ববিবাহ তমাদি, পরের বিবাহ কায়মি হইয়া উঠিবে, বিশেষতঃ শূদ্রদিগের মহা আপদ, মহর্ষি উহা-দিগের কালের নিয়মও করেন নাই। দুই এক দিবসের নিমিত্ত স্বামী বিদেশগামী হইলেই স্ত্রী অনায়াসে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে। ভাইপো চালাক কম নহে; কেমন চতুরতা খেলিয়াছে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি বিধবাদিগের বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের বিবাহও শাস্ত্র বিহিত বলিতে হয়। পরন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ইহা বলিতে হইলে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত ইহাও বলিতে হয়, কিন্তু কোন স্থলে তাহার নাম গন্ধও শুনিতে পাই না; কারণ তাহা হইলে তাহাদিগের স্বামী নারদ ও পরাশর সংহিতা তৎ-ক্ষণাৎ জলে নিক্ষেপ করিয়া দিত এবং ভাইপোরও যাহা

হউক উত্তম মধ্যম প্রতিফল বিধান করিতে ছাড়িত না। বিধবা বেওয়ারিস্ যে দিকে রাখ সে দিগেই থাকে। আপনি মনে করিয়া দেখুন ঋষিদিগের বচনের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে কি চলিতে পারা যায়, উপক্রম উপসংহার স্ববাক্য বিরোধ, বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা, ও সঙ্কোচ ইত্যাদি দ্বারায় যথার্থ অর্থের নির্ণয় করিতে হয়।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়! আপনি বলিতেছেন এক স্ত্রীর বহুপতির সহিত পাণিগ্রহণ বেদ নিষিদ্ধ, তাহা হইলে তৈত্তিরীয় উপনিষদের সাগ্নির দাহমন্ত্রে কিরূপে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ উল্লিখিত হইতে পারে?।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষএহি হস্তগ্রাভস্য দিধিষো স্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্বমভিসম্বভূব। অত্র ভাষ্যব্যাখ্যা।

হে নারি ত্বং ইতাসুং গতপ্রাণং এতংপতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোষি উদীর্ষ্ব অস্মাৎপতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ জীবলোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহং অভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহবতঃ দিধিষোঃ পুনর্ব্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুঃ এতজ্জনিত্বং জায়াত্বং অভিসম্বভূব আভিমুখ্যেন সম্যকপ্রাপ্নুহি।

হে নারি তুমি মৃতপতির নিকটে শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে এস্থল হইতে জীবিতলোকের নিকটে গমন কর, আর যিনি তোমার হস্ত ধরিয়া তুলিতেছেন, তিনি তোমার পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু পতি, অধুনা তুমি তাহার জায়া হও।// মহাশয়! আমি আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যেস্থলে গ্রন্থকার বিবাহের কোন না কোন ধর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বিবাহ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন পরন্তু এস্থলে কে হস্ত ধরিবে? তাহার উল্লেখ নাই; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে উহা জানিতে হইবে। কারণ বৈদিক মন্ত্র মাত্রেই গৃহ্য নামক স্মৃতির অধীন, স্মৃতিশাস্ত্র যে স্থানে মন্ত্রের নিয়োগ করিবে, সেই স্থানেই মন্ত্র

প্রযুক্ত হইবে। অতএব। উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে মহাশয়ের কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না, তথাচ।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রং।৪।২।২১।

তামুত্থাপয়েৎ দেবরঃ পতি স্থানীয়োঽন্তেবাসীজরদ্দাসঃ। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং। অত্র নারায়ণীবৃত্তিঃ অথ পত্নীমুত্থাপয়েৎ কঃ দেবরঃ পতিস্থানীয়ঃ স পতিস্থানীয় ইত্যুচ্যতে। অনেন জ্ঞায়তে পতি কর্ত্তৃকং কর্ম্ম পুংসবনাদি পত্যসম্ভবে দেবরঃ কুর্য্যাদিতি। অন্তেবাসী শিষ্যঃ স বা যো বহুকালং দাস্যং কৃত্বা বৃদ্ধোঽভূৎ স বা।

দেবর শিষ্য অথবা প্রাচীন দাস ইহারা উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীব লোক এই মন্ত্রদ্বারা মৃতব্যক্তির পত্নীর হস্ত ধরিয়া তুলিবেন। ইহাদিগকে পতিস্থানীয় বলাতে যদি গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামীর বিয়োগ হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে অর্থাৎ আদৌ দেবর, দেবরাভাবে শিষ্য, শিষ্যের অভাবে প্রাচীন দাস ঐ স্ত্রীর পুংসবনাদি সংস্কার কার্য্য করিতে পারে। এক্ষণে দেখুন পুনর্ব্বিবাহ শব্দে বিবাহধর্ম্মের অতিদেশ হইতেছে কি না, পতি যেরূপ বিবাহিতাস্ত্রীর পুংসবনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। পতির অভাবে পতির স্থানীয় দেবরাদি ব্যক্তি ও ঐ সকল সংস্কারকার্য্য করিতে পারেন এইমাত্র বিহিত হইল; নতুবা শিষ্যের সহিত গুরুপত্নীর এবং প্রাচীন দাসের সহিত প্রভুপত্নীর কিরূপে পুনর্ব্বিবাহের সম্ভাবনা হইতে পারে। কারণ প্রথমতঃ দাস দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন। অতএব বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিরদ্বারা বিবাহিতা স্ত্রীর পুন র্ব্বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সুতরাং বলিতে হইবে। এবং নিয়োগ ধর্ম্মের নিমিত্ত বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা পরিগৃহীত হইলেও উহাকে প্রকৃত পতি বলা যাইতে পারা যাইবে না। পতি স্থানীয় সন্তানোৎপাদক জার কিম্বা উপপতি ইত্যাদি বলিতে

হইবে। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত এতদ্বিষয়ে কোন আপত্তি বা সন্দেহ উদ্ভাবিত হইতে পারে না।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন্ যেস্থলে নিয়োগ ধর্ম্মের দ্বারা পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে সেস্থলে উৎপাদককে উপ-পতি কিম্বা জার, বলা যাইতে পারে না। ইহা নিতান্ত ভুল বলিতে হইবে, কারণ যখন সাক্ষাৎ শ্রুতিতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, একস্ত্রী দুইটী পতি করিতে পারে না। এবং মহর্ষি যম ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে পাণিগ্রহণ ব্যতীত পতিত্ব জন্মে না, অথচ নিয়োগস্থলে কিছু পাণিগ্রহণের বিধি দেখা যায় না, তবে কিরূপে উহাকে মুখ্য পতি বলা যায়, সুতরাং বলিতে হইবে মুখ্য পতি ভিন্ন সংসর্গকারী পুরুষই উপপতি, কিম্বা জার। নতুবা মুখ্যপতি বলা যাইবে না। ও উপপতিও বলা যাইবে না, তবে নিয়োগ কর্ত্তাকে কি বলা যাইবে, পরন্তু এই মাত্র বিশেষ, নিয়োগের স্থলে পুত্র করিবার বিধি আছে সুতরাং সেস্থলে উপপতি করণজন্য পাপ হইবে না। অতএব মহর্ষি অত্রি উপপতি করিলে স্ত্রীদিগের দোষ হয় না যাহা বলিয়াছেন তাহা নিয়োগস্থলেই খাটিতে পারে বলিতে হইবে। যথা অত্রিঃ

ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদ কর্ম্মণা। নাপো মুত্র পুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা।

নিয়োগস্থলে স্ত্রী উপপতি করিলে দুষ্টা হয় না। আপদ কালে ব্রাহ্মণ বেদ বিহিত কর্ম্ম না করিতে পারিলেও দোষ-ভাগী হয় না। বৃহৎ জলাশয় বিষ্ঠা মুত্র দ্বারা দুষ্ট হয় না অস্পৃশ্যবস্তু দাহ করিলেও অগ্নি, দূষিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, যেরূপ পূজাদির নিমিত্ত পরের উদ্যান হইতে পুষ্পাদি

অপহরণ করিলেও ব্রাহ্মণাদির চৌর্য্য নিবন্ধন পাপ হয় না পরন্তু চৌর্য্য হয় বলিতে হইবে।

তথা চ কাত্যায়নঃ। প্রচ্ছন্নম্বা প্রকাশম্বা নিশায়ামথবা দিবা। যৎপরদ্রব্য-হরণং স্তেয়ন্তৎ পরিকীর্ত্তিতং॥

প্রকাশে অথবা অপ্রকাশে রাত্রিতে অথবা দিবসে পরের দ্রব্যের অপহরণের নাম চৌর্য্য।

আহ্নিকতত্ত্বে যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দ্বিজস্তৃণৈধঃ পুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ। দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ।

পরকীয় তৃণ, কাষ্ঠ' ও পুষ্প, সকল স্থলেই দ্বিজগণ নিজের ন্যায় আহরণ করিতে পারেন। দেবপূজা নিমিত্ত পুষ্পাপহরণ চৌর্য্য ~~শব্দবাচ্য~~ দোষ হয় না ইহা মহর্ষি মনুর মত।

অতএব দায়ভাগ গ্রন্থে জীমূতবাহন ব্যক্ত করিয়াছেন।

যথা। সত্যপি বা স্তেয়ে অপহর্ত্তু বিভাগ দর্শনাৎ ন স্তেয় দোষঃ।

লক্ষণানুসারে চৌর্য্য হইলেও যেহেতু শাস্ত্রে অপহর্ত্তাকে ভাগদিতে অনুমতি করিতেছে সুতরাং চৌর্য্য দোষ হয়। না অর্থাৎ চৌর্য্য নিবন্ধন পাপ হয় না। অতএব নিয়োগ কর্ত্তা দ্বিতীয় পুরুষকে যে উপপতি বলা যাইতে পারে ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিতেছে না,।

মহাশয়! বলিতেছেন বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হয় না তাহা হইলে মনু বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষি গণের পুনঃ সংস্কৃতা পুনঃ সংস্কারমর্হতীত্যাদিপদপ্রয়োগের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে।

যথা মনুঃ। যা গর্ভিণী সংক্রিয়তে জ্ঞাতা জ্ঞাতাহপি বা সতী বোঢুঃ সগর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতিচোচ্যতে॥ ১৭৩॥ অত্র কুল্লূক ভট্টঃ। যা গর্ভবতী জ্ঞাতগর্ভা অজ্ঞাতগর্ভাবা পরিণীয়তে সগর্ভস্তা সাং জাতঃ পরিণেতুঃ পুত্রোভবতি সহোঢ় ইতি ব্যপদিশ্যতে॥ ১৭৪

যে স্ত্রী জ্ঞাতগর্ভা অথবা অজ্ঞাত গর্ভা হইয়া পরিণীতা হয় ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পরিণয় কর্ত্তার সহোঢ়পুত্র।

অপিচ যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বাস্বয়েচ্ছয়া উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ ১৭৫ ॥

সাচেদক্ষত যোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১৭৬ ॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। যা ভর্ত্রাপরিত্যক্তা মৃতভর্তৃকা বা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যা ভূত্বা যং উৎপাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভবঃ পুত্র উচ্যতে ॥ ১৭৭ ॥

সা স্ত্রী যদি অক্ষতযোনিঃ সতী অন্যমাশ্রয়েৎ তদাতেন পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি যদ্বা কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য পুনস্তমেব প্রত্যাগতা ভবতি তদাতেন কৌমারেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারং অর্হতি ॥১৭৮॥

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তাই হউক অথবা বিধবা বা হউক্ স্বেচ্ছায় অন্যের ভার্য্যা হইয়া যে পুত্র প্রসব করে তাহার নাম পৌনর্ভবপুত্র ॥ ১৭ ॥

অক্ষতযোনি স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে তাহা হইলে সেই স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্ত্তার সহিত বিবাহ হইতে পারে। অথবা কুমার পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে এবং পুনর্ব্বার কুমার পতির নিকট প্রত্যাগতা হয় তাহা হইলে সেই স্ত্রীর সেই কুমার পতির সহিত পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে।

বিষ্ণুঃ। অক্ষতাভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ ॥ ১ ॥

অক্ষতযোনি স্ত্রী যদি পুনঃ সংস্কৃতা হয় তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলিতে হয় ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ ॥ ১ ॥

অক্ষতযোনি হউক অথবা ক্ষতযোনি হউক যদি পুনঃসংস্কৃতা হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলিতে হয় ॥ ২ ॥

এক্ষণে দেখুন, স্মৃতিরত্ন মহাশয়। মহর্ষিগণ ও ভাষ্যকারগণ এস্থলে যখন পুনর্ব্বিবাহ ও পুনঃ সংস্কার করিতে বলিতেছেন তখন কি বলিয়া বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ হয় না ইহা বলিতে পারেন। ২।

এক্ষণে দেখা যাউক বিরোধ বা কি, মহর্ষিমনু বলিতেছেন, যে, স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সংস্কৃতা হয় সেই স্ত্রীর্ গর্ভজাত পুত্র, বিবাহ কর্ত্তার সহোঢ় পুত্র, দেখুন এস্থলে মহর্ষিমনু গর্ভবতী মাত্র বলিয়াছেন বিবাহিতা কি বিধবা ইহা কিছুই বলেন নাই,- তবে কিরূপে বিরোধ হইতে পারে। যে স্থলে পুরুষ, কোন স্ত্রীর্, সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহ করিয়াছে তৎকালে বৈবাহিক-হোমাদিকর্ম্ম কিছুই করে নাই পশ্চাৎ স্ত্রীর্, গর্ভাবস্থায় হোমাদিসংস্কার করিয়াছে সেই স্থলেই এই মনুর বচন খাটিতে পারে।

তথাচ মনুঃ। ইচ্ছয়াঽন্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ। গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ অত্র কুল্লূকভট্টঃ। ইচ্ছয়েতি কন্যায়াঃ বরস্য চ অন্যোন্যানুরাগাৎ যঃ পরস্পরসংযোগ আলিঙ্গনাদিরূপঃ স গান্ধর্ব্বঃ জ্ঞাতব্যঃ সম্ভবত্যস্মাৎ ইতি সম্ভবঃ কন্যাবরয়োরভিলাসাদসৌ সম্ভবতি। অতএব মৈথুন্যঃ মৈথুনায় হিতঃ। সর্ব্ববিবাহানাং মৈথুন্যত্বসম্ভবে যদস্য মৈথুন্যত্বা-ভিধানং তৎসত্যেঽপি মৈথুনে ন বিরোধ ইতি প্রদর্শনার্থং।

কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ তুমি আমার পতি তুমি আমার ভার্য্যা এই রূপ সংকল্পে পরিগ্রহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, পরন্তু সম্ভোগ পূর্ব্বকও গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতে পারে।

দেবলশ্চ। গান্ধর্ব্বাদিবিবাহেষু পুনর্বৈবাহিকোবিধিঃ কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ সময়ে নাগ্নি সাক্ষিকঃ।

গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে বৈবাহিক বিধি জানিবে ঐ বৈবাহিক বিধি যথা সময়ে অগ্নিসাক্ষি করিয়া ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ কর্তৃক কর্ত্তব্য।

অতএব। পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতা না কন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্ত ধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ ইতি মনুটীকায়াং কুল্লূকভট্টঃ। পাণিগ্রহণিকেতি অর্য্যমণং নুদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত ইত্যেবমাদয়ো বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কন্যা শব্দশ্রবণাৎ কন্যাস্বেব ব্যবস্থিতা নাকন্যা বিষয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্ম্যবিবাহ সিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতা অসমবেতার্থত্বাৎ অতএবাহ তাঃ ক্ষতযোনয়ঃ বৈবাহিকমন্ত্রৈঃ সংস্ক্রিয়মাণা অপি ধর্ম্মাদপগতধর্ম্মবিবাহক্রিয়াশালিন্যো ভবন্তি নাসৌ ধর্ম্মাবিবাহ ইত্যর্থঃ। নত্বু ক্ষতযোনে র্বৈবাহিকমন্ত্রহোমনিষেধকং ইদং। যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে। তথা বোঢুঃ কন্যা সমুদ্ভবমিতি মনুনা বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দেবলেনতু গান্ধর্ব্বেষু বিবাহেষু পুনর্বৈবাহিকো বিধিঃ কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ সময়েনাগ্নি সাক্ষিক ইতি। গান্ধর্ব্ববিবাহেষু হোমমন্ত্রাদি বিধিরুক্তঃ। গান্ধর্ব্বশ্চোপগমন পূর্ব্বকোপি ভবতি, তস্য ক্ষত্রিয়বিষয়ে ধর্ম্ম্যত্বং মনুনোক্তং, অতঃ সামান্যবিশেষ ন্যায়াৎ ইতরবিষয়োঽয়ং ক্ষতযোনি বিবাহস্যাধর্ম্ম্যত্বোপদেশঃ।

পাণিগ্রহণের মন্ত্র সকল কন্যার বৈবাহিকসংস্কারেই বিহিত অকন্যার বৈবাহিক সংস্কারে নহে, যদি অকন্যা স্ত্রী ঐ সকল মন্ত্রে নিয়োজিতা হয়, তাহা হইলে লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হইবে এই মনুবচনের টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন।

(অর্য্যমণং নুদেবং) ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যাশব্দের প্রয়োগ আছে সুতরাং কন্যাবিবাহে পাণিগ্রহণসংস্কার বিধেয়। অকন্যাবিষয়ে অর্থাৎ পুরুষোপভুক্তাদিবিষয়ে বিধেয় নহে। কারণ মন্ত্রস্থ কন্যাশব্দার্থের যোগ থাকে না। অতএব ক্ষতযোনি স্ত্রী যদি ঐ সকল বৈবাহিকমন্ত্রে নিয়োজিতা হয় তাহা হইলে অধর্ম্ম্য বিবাহ ভাগিনী হইবে। (পাণিগ্রহণিকা) এই বচনটী সামান্যতঃ উপভুক্তা স্ত্রীর, বৈবাহিকহোমমন্ত্রাদি নিষেধক নহে। মহর্ষি মনু পশ্চাৎ বলিবেন, গর্ভবতী ও পুত্রবতী উভয়েরই বিবাহসংস্কার আছে। মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন অগ্নিসাক্ষি করিয়া গান্ধর্ব্বাদিবিবাহে ব্রাহ্মণাদিতিনবর্ণ পশ্চাৎ হোমাদি করিবে, ইহাদ্বারা গান্ধর্ব্ববিবাহে হোম

মন্ত্রাদি বিধেয় হইল। গান্ধর্ব্ব বিবাহ উপভোগ পূর্ব্বকও হইতে পারে। এবং মহর্ষিমনু গান্ধর্ব্ববিবাহ ক্ষত্রিয় জাতীর ধর্ম্ম্য ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং সামান্যবিশেষন্যায় যোগ করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির উপভোগপূর্ব্বকপাণিগ্রহণাদিসংস্কার ধর্ম্ম্য, তদিতর জাতির অধর্ম্ম্য। বিবাহিত স্ত্রীর দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণের সম্ভাবনা নাই, কারণ, বিবাহ দ্বারা উহার কন্যাত্ব দূর হইয়াছে। এবং বিবাহলক্ষণে অনন্যপূর্ব্বিকাদি পদ থাকায় দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় না। প্রথম বিবাহেই পাণিগ্রহণ সংস্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে একবিধ সংস্কার বারম্বার হয় না; ইহা পূর্ব্বেই সমালোচিত হইয়া আছে।

এক্ষণে দেখুন মহামহোপাধ্যায় কুল্লূকভট্ট, মনুবচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহার দ্বারা গান্ধর্ব্ব বিবাহে গর্ভবতীর বিবাহ সংস্কার হইতে পারে, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। আর এই কুল্লূকভট্ট কৃত ব্যাখ্যা আমার ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না এবং মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি, দীপকলিকা নামক যাজ্ঞবল্ক্য টীকাতে মনুর প্রাচীন টীকাকার মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ রাজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাও আমার ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে।

গোবিন্দরাজস্তু। গান্ধর্ব্বাদিবিশেষবচনাৎ নাকন্যাস্বিতি সামান্য নিষেধো গান্ধর্ব্বাদি ব্যতিরিক্তবিষয়ঃ। অতএব মনুঃ যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী। তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনরিতি আভ্যাং ক্ষতযোনেরপি সংস্কার বিধানাৎ, অতঃ সংযোগো মৈথুন্য মে বেতি।

— গোবিন্দরাজ বলেন গান্ধর্ব্বাদিবিবাহ, বিশেষবচন প্রাপ্ত নাকন্যাসু অর্থাৎ ক্ষতযোনির পাণিগ্রহণ হয় না ইহা সামান্য নিষেধ, সুতরাং গান্ধর্ব্বাদি বিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহে বলিতে

হইবে। অতএব মহর্ষিমনু, যা গর্ভিণী সংক্রিয়তে এই বচন দ্বারা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব এই বচনদ্বারা ক্ষতযোনি স্ত্রীর বিবাহ সংস্কার বিহিত করিয়াছেন, এই কারণ গান্ধর্ব্ববিবাহলক্ষণটী উপভোগ ঘটিত হইয়া নির্ণীত আছে। বিভিন্ন টীকাকারদিগের মতের অনৈক্যতা প্রায় বচনে লক্ষ্য হইয়া থাকে পরন্তু নব্যটীকাকারকুল্লূকভট্ট ও প্রাচীনটীকাকার গোবিন্দরাজ উভয়মতের ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে। গোবিন্দ-রাজের মতে যাজ্ঞবল্ক্যবচনের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। অক্ষতা, বিবাহকালে পুরুষসম্ভোগরহিতা স্ত্রী, যদি কালন্তরে পুরুষোপভুক্তা হইয়াই সংস্কৃতা হয়, তাহা হইলে তাহার নাম পুনর্ভূঃ। ঐ যাজ্ঞবল্ক্যবচনের গোবিন্দরাজের অভি-মত অর্থটী মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে স্বীকার করিয়াছেন।

যথা গান্ধর্ব্বাদৌ বিধিমাহ দেবলঃ। গান্ধর্ব্বাদি বিবাহেষু বিধিৰ্ব্বৈবাহিকো মতঃ কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সময়ে নাগ্নি সাক্ষিকঃ। ক্ষতযোন্যা অপি সংস্কার মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

গান্ধর্ব্বাদৌ বিধিমাহ ইহা বলিয়া প্রথমতঃ রঘুনন্দন দেবলমুনির বচনটী নির্দ্দেশ করিলেন তাহার অব্যবহিত পরেই ক্ষতযোন্যা অপি সংস্কার মাহ ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বচনটীর্ উদাহরণ দেখাইয়া দিতেছেন, ইহা দ্বারা রঘুনন্দন ও গোবিন্দরাজের মতের ঐক্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে শূলপাণি উক্ত বচনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যথা দীপকলিকায়াং শূলপানিঃ। অক্ষতাবেত্তি পুনঃ সংস্কৃতা পুনরূঢ়া ইত্যর্থঃ কামতঃ শ্রয়েত নতু বিবাহবিধিনা। এতচ্চ জ্ঞানার্থ মুচ্যতে ন প্রবৃত্যর্থং।

পুনঃ সংস্কৃতাশব্দের অর্থ, এই, কামবশতঃ অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিবে, বিবাহ বিধিদ্বারা করিবে না। ইহা কেবল পুনর্ভূসংজ্ঞা জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরন্তু প্রবৃত্তির

জন্য নহে, অর্থাৎ এই শাস্ত্রে পুনর্ভূ বিধেয় বলিয়া আচরণ করিবে এমৎ নহে। এক্ষণে দেখুন মহানুভব শূলপাণির ব্যাখ্যানুসারে পুনর্ব্বিবাহিতা এরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইল না প্রত্যুত অন্যপুরুষাশ্রিতা ইহাই অবধারিত হইল এবং পুরুষান্তর গ্রহণ, যে, অকর্ত্তব্য কার্য্য ইহাও সুব্যক্ত হইল। নিবন্ধকারদিগের. বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই পুনঃ সংস্কৃতা শব্দের সারার্থের আস্বাদন করিতে পারিবেন।

ফলতঃ যেস্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে পুনঃ সংস্কৃতা কিম্বা পুনর্ব্বিবাহ ইত্যাদি পদের নির্দ্দেশ থাকে সেস্থলে কস্মিন্। কালেও বিবাহ বুঝায় না প্রত্যুত সম্ভোগাদিরূপ বিবাহের ধর্ম্ম বুঝায় এবং বিবাহলক্ষণে কন্যা কুমারী ও অনন্য পূর্ব্বিকাপ্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকায় কন্যাব্যতীতস্থলে বিবাহশব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। পুরুষ যখন পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকে তখনও মহর্ষিগণ বিবাহশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ। আহরে দ্বিধিবদ্দারানগ্নীং শ্চৈবাবিলম্বয়ন্।

সংস্কৃত অগ্নি দ্বারা পত্নীকে দাহ করিয়া পতি অবিলম্বে যথাবিধি দার গ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ করিবে। এবং অগ্নিগ্রহণ করিবে। এস্থলে ঋষি পুনর্ব্বিবাহাদিশব্দের প্রয়োগ না করিয়া কেবল বিবাহ করিবে ইহাই বলিলেন। এবং লোকে উহাকে কেহই পুনর্ব্বিবাহ বলে না অমুকের বিবাহ ইহাই বলিয়া থাকে। অপিচ স্ত্রীর প্রথম ঋতুদর্শনস্থলে পুনর্ব্বিবাহ বা দ্বিতীয় সংস্কার ইহাই বলিয়া থাকে। দেখুন লৌকিকপ্রমাণদ্বারাও পুনর্ব্বিবাহশব্দে সম্ভোগ অর্থটী প্রতীত হইতেছে। বিচার করিয়া দেখুন কি শাস্ত্রীয়প্রমাণ

কিম্বা লৌকিক প্রমাণ উভয় প্রমাণ দ্বারা যখন স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহপদের প্রয়োগস্থলে সম্ভোগাদি অর্থই প্রতীত হইল, তখন এবিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না বলিতে হইবে। ফল কথা যদ্যপি পুরুষ যখন পুনর্ব্বার্ বিবাহ করিয়া থাকে, তখন কন্যার সহিত বিবাহ করিয়া থাকে এমং স্থলে পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ বলিলেও ক্ষতি দেখা যায় না তথাপি মহর্ষি পুনর্ব্বিবাহ শব্দের ব্যবহার করিলেন না। যদিচ কোন স্থলে পুনর্দ্দার ক্রিয়া ইত্যাদি শব্দ দেখা যাইতেছে, তাহাতেও কোন ক্ষতি দেখি না।

এক্ষণে এই একটী জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, যে—যদি গান্ধর্ব্ববিবাহকর্ত্তাদ্বারা ঐ গর্ভটী সঞ্চারিত হইল এবং গর্ভাবস্থায় সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহ সংস্কার সম্পাদিত হইল, ও দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই রহিল না, তবে মহর্ষি মনু ঐ গর্ভজাত পুত্রকে ঔরসপুত্র না বলিয়া সহোঢ়পুত্র বলিয়াছেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। এক্ষণে দেখিতে হইল, কাহাকে ঔরসপুত্র বলিয়াছেন এবং উহার লক্ষণই বা কি।

যথা মনুঃ স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥

সবর্ণা অথচ নিজের সংস্কৃতাস্ত্রীতে, স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরসপুত্র, প্রথম কল্পিত এই শব্দস্বরস থাকায়, কেবল স্বসংস্কৃতা অসবর্ণা স্ত্রীতে স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করিলেউহাকেও ঔরসপুত্র বলা যাইবে, কিন্তু সবর্ণাজাত হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন অপকৃষ্ট। এইস্থলে বিচার করিয়া দেখুন, যেস্থলে গর্ভসঞ্চারের পর সংস্কারকার্য্য হয় সেইস্থলে ঐপুত্রকে সংস্কৃতাস্ত্রীজাত বলা যাইতে পারা যায় না সুতরাং ঔরসপুত্রের লক্ষণো লক্ষিত হইতেছে না। অতএব মহর্ষিমনু উহাকে সহোঢ়া

পুত্র বলিয়াছেন, কিছুই অনুচিত হইতেছে না, এইরূপ কানীনপুত্রস্থলেও জানিবে। এই মাত্রভেদ, যে, সহোঢ় পুত্রস্থলে স্ত্রী গর্ভাবস্থাতে সংস্কৃতা হয়; কানীন পুত্রস্থলে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্ত্রী সংস্কৃতা হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক' অপর বচনের সহিত বিরোধের আপত্তি কতদূর সঙ্গত।

যথা মনুঃ—সাচেদক্ষত-যোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাহপিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ—সাচেদিতি। সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সতী অন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি। যদ্বা কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য পুনস্তমেব প্রত্যাগতা ভবতি তদা তেন কৌমারেণ ভর্ত্রা পুনঃ সংস্কার মর্হতি।

কোন বিবাহিতা স্ত্রী যদি পতির সহিত সংসর্গ না করিয়া অন্যপুরুষকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে ঐ পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত ঐ স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহসংস্কার হইতে পারে। অথবা যদি স্ত্রী, পতিকে বালকবলিয়া পরিত্যাগ করত অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, এবং পুনর্ব্বার সেই বালক পতির নিকট প্রত্যাগতা হয়, তাহা হইলে সেই বালকপতির সহিত পুনর্ব্বিবাহাখ্যসংস্কার হইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কোন অংশে বিরোধ হইতেছে। যখন মনুবচনে পুনঃ সংস্কার মর্হতি এরূপ পদ নির্দ্দিষ্ট আছে উহাং কুল্লূকভট্ট যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাতে পুনর্ব্বিবাহাখ্য সংস্কার মর্হতি এরূপ পদ নির্দ্দিষ্ট আছে, উহার দ্বারা পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, পরন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাদৃশ অর্থ প্রতীত হইবে না।

তথাচ মনুবচনে গত প্রত্যাগত এই শব্দটী আছে। ইহার অর্থ এই, যে, গমনকরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা দ্বারা কুল্লূকভট্ট প্রথম যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে কোন স্ত্রী স্বামীর সহিত সংসর্গ না করিয়া যদি অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সেই পৌনর্ভব ভর্ত্তার সহিত পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে, ইহা অসঙ্গত বলিতে হইবে। কারণ এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে মনুবচনস্থ "গত প্রত্যাগত" এই পদটী নিরর্থক হইয়া উঠে। অতএব কুল্লূভট্ট "যদ্বা" বলিয়া যে পক্ষ সমর্থন করিলেন উহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিতে হইবে। যথা কোন স্ত্রী কুমার পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে এবং পুনর্ব্বার কুমারপতির নিকট আইসে এস্থলে সেই কুমারপতির সহিত পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে। টীকাকার এই যে দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিলেন ইহাতে "গতপ্রত্যাগত" এই শব্দটীর বিশেষরূপ সার্থকতা থাকিতেছে; সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটীই,সৎ,বলিয়া স্থির করিতে হইবে। যদি তাহাই হইল তবে পূর্ব্ব লিখিত গোবিন্দরাজ ও রঘুনন্দন এই উভয়ের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে হইলে যে স্থলে কুমারপতির সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহমাত্র হইয়াছে; সংসর্গ বা হোমমন্ত্রাদি কিছুই হয় নাই, এমৎ স্থলে যদি কুমারপতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় মাত্র করে এবং অক্ষতযোনি অবস্থায় ঐ কুমারপতির নিকট প্রত্যাগতা হয় তাহা হইলে ঐ কুমারপতির সহিত নিশ্চয় বিবাহ সংস্কার হইতে পারিবে। এমতে গতপ্রত্যাগতা শব্দে গমনের পরক্ষণেই প্রত্যাগতা অর্থাৎ উপরতা হয় নাই বলিতে হইবে এবং এমতে পুনঃ শব্দের নিশ্চয় অর্থ। আরশূল

পাণির মত অনুসরণ করিলে। পুনঃ সংস্কার মর্হতি। ইহার অর্থ, ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার কুমারপতিকে আশ্রয় করিতে পারে। এমতে সংস্কারশব্দে সংস্কারের ধর্ম্ম, পুরুষ সম্ভোগাদি-রূপ অর্থ পরিগৃহীত হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত, অভক্ষ্যভক্ষণ প্রায়শ্চিত্তস্থলে পুনঃ সংস্কার মর্হতি পুনর্ব্বার উপনয়নসংস্কার করিবে এইস্থলে যেরূপ উপনয়নসংস্কারের ইতি কর্ত্তব্যতাদি-ধর্ম্মের অতিদেশ হইতেছে। নতুবা এস্থলে পুনর্ব্বার বাস্তবিক উপনয়নজন্যসংস্কার জন্মিবে এরূপ তাৎপর্য্য থাকিতেছে না। যদি বাস্তবিক উপনয়ন সংস্কার জন্মিবে বলিতে হয়। তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তবিবেকে শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় এবং প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়াছেন উপনয়নসংস্কার না করিতে পারিলে ইহার অনুকল্প চান্দ্রায়ণাদি করিবে, এরূপ ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। যথা।

একদেব চাণ্ডাল পতিতান্নভোজনে ততঃ পুনরুপনয়নং চান্দ্রায়ণসমং। ১।
চাণ্ডালান্নভক্ষণপ্রকরণে উপনয়নচান্দ্রায়ণং সমমিতি শূলপাণিমহামহোপাধ্যায়-সঙ্কলনাৎ সংস্কারাশক্তৌ ধেন্বষ্টকং সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণা বা দেয়াঃ॥ ২॥

চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তের পর পুনর্ব্বার উপনয়ন দিতে হইবে। এই যে পুনর্ব্বার উপনয়নবিধান করিয়াছেন, ইহা, চান্দ্রায়ণের তুল্য। ১।

চাণ্ডালান্নভক্ষণপ্রকরণেতে শূলপাণি মহাশয়, সঙ্কলন করিয়াছেন, উপনয়ন যদি না করিতে পারে তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ অথবা আটটি ধেনুদান করিবে অথবা তদনুকল্প ২২৷৷৹ কাহন কড়ি দান করিবে। এক্ষণে দেখুন যদি কোন ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন না দিয়া, চান্দ্রায়ণ করিয়া দেয়া যায় তাহা হইলে কি তাহার উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হইবে এরূপ ব্যবস্থা কি কেহই দিতে পারেন। আর কুল্লূকভট্টমতেও এস্থলে

পুনর্ব্বার সেই কুমারপতির সহিত সহবাস করিবে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে (পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা) ইত্যাদি বচন ব্যাখ্যা করিতে স্পষ্ট করিয়াছেন। যথা, কল্লূকভট্টঃ।

পাণিগ্রহণিকেতি। অর্য্যমণং নুদেবং ইত্যাদি, ন তু ক্ষতযোনের্বৈবাহিকমন্ত্রহোমাদিনিষেধকমিদং। যা গর্ভিণী সংক্রিয়তে। তথা বোঢুঃ কন্যাসমুদ্ভবমিতি ক্ষতযোনেরপি মনুনৈব বিবাহ সংস্কারস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

ক্ষতযোনিস্ত্রীসামান্যের বৈবাহিকহোমাদির নিষেধক নহে, কারণ যা গর্ভিণী সংক্রিয়তে, তথা বোঢুঃ কন্যাসমুদ্ভবং। এই উভয় বচনের দ্বারা মহর্ষিমনু, ক্ষতযোনি স্ত্রীর বিবাহ সংস্কার বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন কুল্লূকভট্ট, দুইটী মাত্র বচন ধরিয়া উদাহরণ দেখাইলেন নিকটবর্ত্তি (পুনঃ সংস্কার মর্হতি) এই বচনটীর উদাহরণ দেখাইলেন না, সুতরাং পুনঃ সংস্কারশব্দে বিবাহসংস্কার বুঝায় না ইহা যে কুল্লূকভট্টের অভিমত তদ্বিষয়ে কিছুই সন্দেহ রহিল না, বিবেচনা করিয়া দেখুন একস্ত্রীর একপতির সহিত কতবার বিবাহ হইতে পারে। ফল কথা পরোপভুক্তাই বা হউক পরিত্যক্তাই বা হউক স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব পচিয়া যায় না, ইহাও মহর্ষিমনু ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা।

ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে এবং ধর্ম্মংবিজানীম প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতং। অত্র কুল্লূকভট্টঃ। যতোদম্পত্যোরৈক্যং অতোনেতি নিষ্ক্রয়োবিক্রয়ঃ বিসর্গস্ত্যাগঃ ন তাভ্যাং স্ত্রী ভর্ত্তুর্ভার্য্যাভাবশৈতি এবং পূর্ব্বং প্রজাপতিনা কৃতং নিত্যং ধর্ম্মং মন্যামহে। এবঞ্চ ক্রয়াদিনাপি পরস্ত্রিসং আত্মসাৎ কৃত্বা তদুৎপাদিতাপত্যং ক্ষেত্রিণ এব প্রভিভাতি ন বীজিনঃ।

বিক্রয় ও দানাদি দ্বারা পতির স্ত্রীতে ভার্য্যাত্ব দূরীভূত হয় না, ইহাকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রজাপতি স্মরণ করিয়াছেন। ক্রয়াদি দ্বারা পরস্ত্রীকে আত্মস্ত্রীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেও

সেই স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র, ক্ষেত্রীর হইবে বীজির হইবে, না একণে বিবেচনা করিয়া দেখুন কোন মতেই বিধবাদিগের দ্বিতীয়পতিগ্রহণকে বিবাহ বলাযায় না এবং সেই দ্বিতীয় পতিকে পতিস্থানীয় ব্যতীত, মুখ্যপতি বলাযায় না, ইহা নির্ব্বিরোধে উপপন্ন হইল, এবিষয়ে আর কাহার সন্দেহ রহিল না তবে যে উপযুক্তভাইপো বিধবাবিবাহ বলিয়া স্বীয়পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছে ইহা অশাস্ত্রীয় ও ভুল সুতরাং বলিতে হইবে। ২

(স্মৃতিরত্ন মহাশয়! আপনার অসীম পরিশ্রম বৃথা হইতেছে; কারণ মহর্ষি পরাশর, স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, ক্লীবস্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়পতি করিতে বিধি দিতেছেন, সুতরাং বিধবার পক্ষে উপপতি করা বিহিত হইতেছে, অথচ বৈধকার্য্য করিতে কোন পাপাশঙ্কা নাই ইহাও শাস্ত্রে অবধারিত আছে।

এক্ষণে উহা বিবাহ হউক বা নিকাই হউক কিছুই ক্ষতি দেখা যাইতেছে না, ফল, দেখিতে হইলে, উভয়েরই সমান। মহাশয়! আপাততঃ বলিতে পারেন বটে, দেখা যাউক পরাশরসংহিতায় কোন নিষেধ বিধি আছে কি না। পরাশর সংহিতা দশম অধ্যায়ে।

"জারেণ জনয়েৎ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ। তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং „। ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যা গমনং পুনঃ „।

এস্থলে যে ত্যক্ত শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দ্বারা পতিত, প্রব্রজিত ও ক্লীব তিনই লক্ষিত হইতেছে কারণ শাস্ত্রে তিনেরই পরিত্যাগ বিহিত হইয়াছে। তথাহি

পতি অনুদ্দেশ হইলে, পতিত হইলে, ক্লীব স্থির হইলে,

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ও মরিলে, যে স্ত্রী উপপতি দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে সে পাপকারিণী ও পতিতা, সুতরাং তাহাকে অপর রাজ্যে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী যদি পতির অনুদ্দেশপ্রভৃতি ঐ পাঁচটী আপদে কেবল পরপুরুষের সহিত সহবাস করে অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন নাও করে তথাপি তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিবে। এবং তাহাকে আর ঘরে লইবে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন মহর্ষি পরাশর কলিযুগে এক মাত্র প্রধান ও তাঁহার বাক্য বেদের ন্যায় মাননীয় ইহা বলিলেও দেখিতে হইবে একমহর্ষিপরাশর, পঞ্চবিধ আপদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি করিতে বিধি দিয়াছেন অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত দ্বিতীয়পতি করিতে বিধি দিয়াছেন। এবং সন্তানোৎপাদনার্থ ঐ পঞ্চবিধ আপদেই স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এক স্থলে বিধি ও নিষেধ উভয়টী চলিতে পারে না, সুতরাং ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য আর জাব্‌দা হুকুম খাটিবে না। এইস্থলে দেখা আবশ্যক প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থকার প্রস্তাবিত স্থলে কোন মীমাংসা করিয়াছেন কিনা, ইহা সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য ও অনুসন্ধেয় হইতেছে। অনুসন্ধান করিতে দৃষ্ট হইল, মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার ভাষ্য করিয়াছেন এবং উক্ত পরাশর বচনের মীমাংসা করিয়াছেন,

(যথা পরিবেদন পর্য্যাধানয়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ কচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি ; (নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে)। নষ্টে বিদেশ গতে অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ। তথাচ আদি পুরাণং। উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা। কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং।

পরিবেদন ও অগ্ন্যাধানের ন্যায় প্রসঙ্গক্রমে কোন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনরুদ্বাহ অর্থাৎ দ্বিতীয়পতি করিবার নিয়োগ ধর্ম্মের বিধি দেখাইতেছেন।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিলে ও পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের অপরপতি গ্রহণ শাস্ত্র বিহিত। এই যে পুনরুদ্বাহ অর্থাৎ দ্বিতীয়পতি গ্রহণরূপ নিয়োগ ধর্ম্ম, ইহা কলিযুগভিন্ন অপর যুগে বিধেয়। বিবাহিত স্ত্রীর দ্বিতীয়পতি গ্রহণরূপ নিয়োগ ধর্ম্ম, জ্যেষ্ঠভ্রাতার দ্ব্যংশগ্রহণ গোমেধযাগ, ভ্রাতৃভার্য্যায় সন্তানোৎপাদন, ও উপনয়নের পর দ্বাদশ বৎসর দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ এই পঞ্চবিধ কার্য্য কলিযুগে করিবে না, এস্থলে যে পুনরুদ্বাহশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পুরুষের সহিত সহবাসাদিরূপ বিবাহধর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত, এমৎস্থলে মহর্ষিগণ ও নিবন্ধকারগণ পুনরুদ্বাহ, পুনর্ব্বিবাহ, ও পুনঃসংস্কার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন ইহা ইতি পূর্ব্বে বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে. গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে পুনর্ব্বার উদ্ধৃত হইল না।

মহাশয়! মাধবাচার্য্য, যুগভেদে যাহা মীমাংসা করিলেন, ইহা সঙ্গত বলিতে পারি না, কারণ পূর্ব্বে পরাশর সংহিতার যে সকল আভাষ দিয়া আসিয়াছেন উহার সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ হইতেছে, ইহাকেই স্ববচো, ব্যাঘাত বলিয়া থাকে। অতএব আভাষগুলি আমি উদ্ধৃত করিতেছি, মহাশয় শ্রবণ করুন। সংহিতা।

অথাতোহিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥

মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত।

অনন্তর এই হেতু ঋষিরা পূর্ব্বকালে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারু বনস্থিত আশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট ব্যাস দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সত্যবতীনন্দন এক্ষণে কলিযুগ বর্ত্তমান এই যুগে কোন ধর্ম্ম কোন শৌচ কোন আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন। ভাষ্য।

বর্ত্তমানে কলাবিতি বিশেষণাৎ যুগান্তরধর্ম্মজ্ঞানানন্তর্য্যং।

অনন্তর এই শব্দের এই অর্থ যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া ঋষিরা কলি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন

ভাষ্য। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদেকদেশাধ্যায়িনো নাশেষ ধর্ম্মজ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তরধর্ম্মমবগত্য ন কলিধর্ম্মাবগতি স্তস্মাদিতি।

এইহেতু ইহার অর্থ এইযে যেহেতু একদেশ অধ্যয়ন করিলে সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না এবং অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম জানিলে কলিধর্ম্ম জানা হয় না এইহেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন। সংহিতা।

তৎশ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু স শিষ্যোঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মংবদাম্যহং।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসসুতোঽব্রবীৎ॥

শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রুতিস্মৃতি বিশারদ মহাতেজা ব্যাস ঋষিদিগের সেই সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি কিরূপে ধর্ম্ম বলিব এবিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিলেন। ভাষ্য।

নচাহমিত্যাদৌ ব্যাসস্যায় মাশয়ঃ সম্প্রতি কলিধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে, তত্র ন তাবদহং স্বতঃ কলিধর্ম্মতত্ত্বং জানামি অস্মৎপিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব

কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে। যদি পিতৃপ্রসাদান্মম তদভিজ্ঞানং তর্হি স এব পিতা প্রষ্টব্যঃ ন হি মূলবক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকা যুজ্যতে ইতি।

সম্প্রতি তোমরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ কিন্তু আমি নিজে কলিধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ নহি। এবিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ। এই নিমিত্তই কলৌপারাশরাঃ স্মৃতাঃ অর্থাৎ পরাশর কলিযুগে ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াছেন ইহা পরে বলিবেন, যখন পিতার প্রসাদেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছি তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে পরম্পরা স্বীকার করা উচিত নহে।

ভাষ্য। এবকারেণান্যস্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্তন্তে। যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশরস্যাস্মিন্ বিষয়ে তপোবিশেষবলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ। যথা কাণ্বমাধ্যন্দিন কাঠককৌথুমতৈত্তিরীয়াদিশাখাসু কাণ্বাদীনামসাধারণ্যং তদ্বদত্রাবগন্তব্যং। কলিধর্ম্মসম্প্রদায়োপেতস্যাপি পরাশরস্মৃতস্য যদা তদ্ধর্ম্মরহস্যাভিবদনে সঙ্কোচঃ তদা কিমু বক্তব্যমন্যেষামিতি।

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে অন্য স্মৃতি কর্ত্তাদিগের নিবারণ হইতেছে। যদিও মনু প্রভৃতি কলিধর্ম্মজ্ঞ বটে তথাপি তপস্যা প্রভাব বিশেষে পরাশর কলি ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ। যেমন কাণ্ব মাধ্যন্দিন কাঠক কৌথুম তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে কাণ্বপ্রভৃতি কতিপয়ের প্রাধান্য আছে সেইরূপ কলিধর্ম্ম বিষয়ে সমস্তস্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে পরাশরের প্রাধান্য আছে। ব্যাসদেব কলিধর্ম্মের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইয়াও যখন পরাশরসন্ত্রে স্বয়ং কলিধর্ম্ম কথনে সঙ্কুচিত হইতেছেন তখন, অন্য ঋষিদিগের কথা আর কি বলিতে হইবে।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে মনু প্রভৃতি সকল স্মৃতি কর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ এবং পরাশরস্মৃতি কলিধর্ম্ম নিরূপণের প্রধান শাস্ত্র।

সংহিতা ।

যদি জানাসি মেভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ।

হে ভক্তবৎসল পিতঃ যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন অথবা আমার উপর স্নেহ থাকে তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র ।

ভাষ্য । ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র কো ধর্ম্মো ভবতাবুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিতং পরিশেষয়িতুমুপন্যস্যতি ।

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা । গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ।

অত্রের্ব্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদঙ্গির স্তথা শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ ।

আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথাপ্রাচেতসান্মুনেঃ

শ্রুতাহ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ ।

অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥

মনু প্রভৃতি নিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে তুমি কোন ধর্ম্ম জানিতে চাও, যেন, পরাশর ইহা জিজ্ঞসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাস, জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন, আমি আপনার নিকট, মনু, বশিষ্ঠ,কাশ্যপ, গর্গ,গৌতম উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত-যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ লিখিত কাত্যায়ন ও প্রচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। বিস্মৃত হই নাই সে সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম ।

ভাষ্য ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি । সংহিতা ।

সর্ব্বেধর্ম্মাঃ কৃতেজাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে ।

চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥

এক্ষণে ব্যাসদেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

সকলধর্ম্ম সত্যযুগে জন্মিয়াছিল, কলিযুগে সকলধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আপনি চারিবর্ণের সাধারণধর্ম্ম কিছু বলুন্

বিষ্ণুপুরাণে। বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি র্ন কলৌ নৃণাং।
(আদিপুরাণেঽপি) যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ কলৌযুগে। পাপপ্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরাস্তথা।

অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রয়াসসাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মোঽত্র বুভুৎসিতঃ।

বিষ্ণুপুরাণে, কহিয়াছেন কলিযুগে মনুষ্যের চারিবর্ণেরও আশ্রমের্ বিহিতধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। আদি পুরাণেও কহিয়াছেন সত্যযুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, যেহেতু কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

কলিযুগে কষ্টসাধ্যধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াস সাধ্য ধর্ম্মের নিরূপণই অভিপ্রেত। সংহিতা।

ব্যাসবাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাস বাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সংহিতা। পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।

পরাশরের্ উক্ত প্রায়শ্চিত্তও বিহিত হয়।

ভাষ্য। পরাশর গ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেষপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপ্রুপাত্তিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যে নাদরণীয়ঃ।

কলিযুগের্ অভিপ্রায়ে পরাশরের্ নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, যেহেতু, সকল কল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ-

করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে মান্য করিতে হইবে।

// মহাশয়! মাধবাচার্য্যের। যে সমস্ত আভাষ গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহার, মধ্যে হিতং ধর্ম্মং এই হিতশব্দের সার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত মাধবাচার্য্য, যে, আভাষটী দিয়াছেন, মহাশয়, তাহা গোপন করিয়াছেন উদ্ধৃত করেন্ নাই। সুতরাং আমার্ উদ্ধৃত করিতে হইল।

যথা। (নম্নুস্মৃত্যন্তরেষপি শৌচাদিরুক্ত ইত্যত আহ বর্ত্তমানে কলৌযুগে ইতি কলৌ যুগে বর্ত্তমানে সতি যাজনাধ্যাপনাদীনাং জীবনায় অসংপুর্ত্তেঃ) মানুষাণাং জীবনায়, অভ্যুদয়ায়, নিঃশ্রেয়সায় চ হিতঃ সুকরো যোধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃষ্যাদিঃ সোঽত্র প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে ইতি অনন্তলভ্যত্বাৎ বিষয়ত্বং ইত্যর্থঃ।

মনুপ্রভৃতি অপরাপর স্মৃতিশাস্ত্রে শৌচ প্রভৃতি ধর্ম্ম উক্ত আছে বলিবার আবশ্যকতা নাই; ইহা জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন বর্ত্তমানে কলৌযুগে সম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত যাজন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে না। সুতরাং মনুষ্যদিগের জীবিকা নির্ব্বাহক অথচ মঙ্গল ও মোক্ষ সাধন অনায়াস সাধ্য ব্রাহ্মণদিগের যে কৃষ্যাদি কার্য্য, ইহাই এস্থলে প্রধানরূপে জিজ্ঞাস্য হইতেছে. কারণ কোন মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণদিগের কৃষ্যাদি কার্য্যকে মুখ্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; সুতরাং ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে। এক্ষণে নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন, প্রথমতঃ ঋষিগণ ব্যাসদেবের নিকট কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ব্যাসদেব, কি উত্তর করিলেন, এবং ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্যাসদেব, মহর্ষিপরাশরের নিকট কি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরাশর বা কি উত্তর করিলেন, ও মাধবাচার্য্য, পর্য্যায়ক্রমে কিরূপ আভাষ

দিলেন, মহাশয়ের নিকট আমি সমস্ত বলিতেছি, মহাশয় শ্রবণ করুন। প্রথমতুইটী আভাসদ্বারা জানা যাইতেছে, ঋষিগণ যুগান্তরীয়ধর্ম্ম অবগত হইয়াই ব্যাসদেবের নিকট সুলভধর্ম্ম জানিতে প্রশ্ন করিতেছেন, তথাচ অপরাপর যুগে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক, যে, সমস্ত ধর্ম্ম, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা কষ্টসাধ্য বলিয়া কলিযুগে, মনুষ্যদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না, আর বিস্মৃতবশতঃ হউক, গোপন অভিপ্রায়েই বা হউক, যাহা মহাশয় উদ্ধৃত করেন নাই, ঐ তৃতীয় আভাষের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণদিগের অনায়াসসাধ্যধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত ঋষিগণ, ব্যাসদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন মাধবাচার্য্য, ব্যাসদেব ও পরাশরের পরোক্তলিপিস্বরসে জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম, কি,ইহা ব্যক্ত করিলেন, ব্রাহ্মণদিগের অনায়াস সাধ্যকৃষ্যাদিধর্ম্ম, অনন্যলভ্যত্বাৎ অর্থাৎ অন্যযুগে ইহা ঋষিগণকর্ত্তৃকনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের অন্যান্যযুগে ঋষিগণ, কৃষ্যাদিকার্য্যকে, মুখ্যধর্ম্ম বলেন নাই ইহা স্থির করিলেন। ৵

(তথাচ মনুঃ।) অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণা মস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যানন্তরঃ॥
উভাভ্যাম প্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষ মাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের, ইহার মধ্যে অধ্যাপনা, যজন, ও প্রতি-গ্রহ, এই তিনটী জীবিকা। ব্রাহ্মণ, যদি স্ববৃত্তি দ্বারা, জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, কৃষ্যাদি বৈশ্যধর্ম্ম, অবলম্বন করিবেন।

গৌতমশ্চ। আপৎ কল্পে ব্রাহ্মণস্যাব্রাহ্মণা দ্বিদ্যোপযোগেহনুগমনং শুশ্রূষা সমাপ্তে ব্রাহ্মণোগুরু র্যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো-গুরু স্তদলাভে ক্ষত্রিয়বৃত্তি স্তদলাভে বৈশ্যবৃত্তিঃ। অপরমপি, যথোক্তং, কৃষি বাণিজ্যে চাস্বয়ং কৃতে।

ব্রাহ্মণ আপৎকল্পে ক্ষত্রিয় হইতে অধ্যয়ন করিতে পারে অধ্যয়ন কালে অনুগম ও গুরুশুশ্রূষা করিবে, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ, অধ্যাপকক্ষত্রিয়ের গুরু হইবেন, যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ, এই তিনটী জীবিকা, ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্প প্রধান, এই সমস্তবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, ক্ষত্রিয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, উহারদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। এবং অন্যত্র লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ, স্বয়ং কৃষি বাণিজ্য করিতে পারিবে না।

শঙ্খশ্চ। যজনং যাজনং দানং তথৈবাধ্যাপনক্রিয়াং প্রতিগ্রহং চাধ্যয়নং বিপ্রঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

যজন যাজন দান অধ্যাপন প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন এই সমস্ত কর্ম্ম ব্রাহ্মণ করিবেন। এস্থলে মুখ্যকল্প ও আপৎকল্প বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে, মুখ্যকল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, অনুকল্প আশ্রয় করিবে না।

তথাচ। প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোহনুকল্পেন বর্ত্ততে। ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্মতে র্বিদ্যতে ফলং॥

প্রথম কল্পানুষ্ঠানে সমর্থ ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় কল্প অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ফলভাগী হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখুন মনু, গোতম, ও শঙ্খ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপৎকালে ব্রাহ্মণদিগের কৃষি করিতে বিধি দিয়াছেন বিশেষতঃ গৌতম ব্রাহ্মণদিগের স্বয়ং কৃষি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং মনুপ্রভৃতির বিরুদ্ধে পরাশর, ব্রাহ্মণদিগের মুখ্যকল্পে কৃষিকরিতে বিধি দিয়াছেন এবং স্বয়ং কৃষিকরিতে পারিবে ইহাও বলিয়াছেন।

যথা) অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যা শ্রমাগতং। সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা। ষট্ কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ। স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতু দীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ।

আমি ইহার পর চাতুর্ব্বর্ণ্যগৃহস্থদিগের আশ্রমোচিত সুখ সাধ্য সাধারণ ধর্ম্মাচার বলিব,ইহা পরাশরের বাক্য,যজন ও অধ্যাপনাদি ছয়প্রকারকার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, কৃষিকার্য্য করিতে পারেন। এবং স্বয়ং কৃষ্টক্ষেত্রে উৎপন্নধান্যদ্বারা পঞ্চযজ্ঞ ও ক্রতুদীক্ষাদি প্রভৃতি করিতে পারিবে। এস্থলে মনু গৌতম, ও শঙ্খ প্রভৃতি মহর্ষিদিগের বিরুদ্ধে কলিযুগে পরাশর, ব্রাহ্মণদিগের কৃষিকার্য্য, যাহা বিধান করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য,চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম আভাষদ্বারা উহাকেই পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম স্থির করিয়াছেন। এবং কাণ্ব মাধ্যন্দিনইত্যাদি নানা দৃষ্টান্তদ্বারা, মনুপ্রভৃতিমহর্ষির সহিত বিরোধ হইলেও পরাশরোক্তধর্ম্ম কলিযুগে ব্রাহ্মণদিগের গ্রাহ্য হইবে, ইহাও প্রতিপন্ন করিলেন। অপিচ পরাশর গ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়েণ এই অষ্টম আভাষ দ্বারা ইহা জানাইতেছেন, মহর্ষিপরাশর, প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিবেন তাহাও কলিধর্ম্মের ন্যায়, কলিযুগে, মনুষ্যদিগের প্রধানধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠেয় হইবে, তদ্ব্যতীত মহর্ষি পরাশর,

যে, কিছু ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,তাহাই প্রাসঙ্গিক,অর্থাৎ সাধারণযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাই মাধবাচার্য্য, নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনের আভাষদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

যথা) পরিবেদন পর্য্যাধানয়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি নষ্টে মৃতেপ্রব্রজিতে ইত্যাদি।

যেরূপ পরিবেদন ও অগ্ন্যাধান এই দুইটী কার্য্য প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ কোন্ স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের অনুমতিও প্রসঙ্গক্রমে দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিতে হইবে আচার্য্য,দৃষ্টান্ত দ্বারা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহকে প্রাসঙ্গিকধর্ম্ম বলিলেন, ইহা কতদূর সঙ্গত। ইহা দেখিতে হইলে, প্রথম দেখিতে হইবে প্রসঙ্গ, কাহাকে বলাযায় উহার লক্ষণ কি।

অথ, একোদ্দেশেন প্রবৃত্তৌ অন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ।

জিজ্ঞাসিতধর্ম্মনির্ণয়ের উপষ্টম্ভে অজিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রসঙ্গ। প্রকৃত স্থলে দেখিতে হইবে, উদ্দেশ্য ধর্ম্ম বা কি ও অনুদ্দেশ্য ধর্ম্ম বা কি। তথাচ। অথাতোহিম শৈলাগ্রে ইত্যাদি বচনদ্বারা যুগান্তরীয়ধর্ম্মাভিজ্ঞ ঋষিগণ, কলিযুগে মনুষ্যদিগের হিতকরধর্ম্ম বল, ইহা বলিয়া যে ধর্ম্মটী জানিতে, ব্যাসদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন। এবং

সর্ব্বেধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগেচাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণংবদ।

সকল ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল, কলিযুগে সকলধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি চারিবর্ণের আচরণীয় সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন, এই বচনদ্বারা ব্যাসদেব, ঋষিগণের জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মটী পরাশরের নিকট বলিলেন। পরাশর, সময়ে সময়ে

ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয় এবং কোন সময় কোন ঋষি কোন ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন্ ইত্যাদি ভূরি উদাহরণ দেখাইয়া পরিশেষে বলিলেন,

যুগে যুগে চ সামর্থ্যং শেষং মুনিবিভাষিতং। পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে অহ মদ্যৈব তদ্ধর্ম্ম মনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ।

তৎতৎযুগের সমুচিত অবশিষ্টধর্ম্মগুলি অন্যমুনিগণ বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

আমি পরাশর আমিও প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতেছি আর অদ্য আমি তোমাদিগের জিজ্ঞাসিতধর্ম্ম, অনুস্মরণ করিয়া বলিতেছি, হে মহর্ষিগণ! চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচার শ্রবণ কর। মহর্ষিপরাশর, প্রথম বলিলেন অন্যমুনিগণ, তৎতৎযুগের সমুচিত কার্য্য বিশেষরূপে বলিয়াছেন, ইহা বলিয়া আমি প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডটী বলিব ইহা প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে ঋষিগণের সহিত ব্যাসদেব, পরাশরের নিকট চাতুর্বর্ণ্য সমাচার ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম জানিতে জিজ্ঞাসা করেন্ নাই। এবং পরাশরও, প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড, ও ঋষিগণের জিজ্ঞাসিত চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্ম এই দুটীই বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ও চাতুর্বর্ণ্যসমাচার অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের কৃষ্যাদিধর্ম্ম এই উভয়কেই উদ্দিশ্যধর্ম্ম ও পরাশরীয় কলিধর্ম্ম বলিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত সাধারণযুগীয় যে কিছু ধর্ম্ম, প্রসঙ্গক্রমে বলিবেন, তাহাকেই প্রাসঙ্গিক ও সাধারণযুগধর্ম্ম বলিতে হইবে। অতএব পরাশর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারধর্ম্ম, নির্ণীত করিলেন। এবং অধ্যায়শেষে ইহাই চারিবর্ণের সনাতন ধর্ম্ম ইহা স্থির করিবেন।

যথা, অতঃপরং, গৃহস্থস্য বর্ণাচারং কলৌযুগে ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগত মিত্যাদি বলিয়া অধ্যায় শেষে চতুর্ণামপি বর্ণানাং এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

ইহা বলিলেন, এক্ষণে দেখুন দ্বিতীয়াধ্যায়ে মহর্ষিপরাশর ব্রাহ্মণদিগের কৃষ্যাদিধর্ম্ম যাহা বিধান করিলেন, ইহার কোন যুগে কোন মহর্ষি, বিধান করেন, নাই, কেবল পরাশরই কলিধর্ম্ম বলিয়া বিধান করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মনু, গৌতম ও শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণের বিরুদ্ধ কার্য্য হইলেও কলি যুগধর্ম্মে পরাশরের প্রাধান্য বিধায় আদরণীয় হইতেছে। অতএব মাধবাচার্য্য তদ্রূপ আভাষ দিয়াছেন।

যথা, প্রথমাধ্যায়ে ব্যাসেন পৃষ্টয়োর্বর্ণচতুষ্টয় সাধারণা সাধারণ ধর্ম্ময়োর্ম্মধ্যে সাধারণধর্ম্মং সংক্ষিপ্য অসাধারণধর্ম্মঃ প্রপঞ্চিতঃ। অথ ইদানীং সংক্ষিপ্য সাধারণধর্ম্মঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রপঞ্চ্যতে, অথবা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমুষ্মিকধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন উক্তঃ। অয়ন্ত প্রাণহেতুকজীবনহেতুধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবর্ত্ততে গৃহস্থস্যেতি কৃত, ত্রেতা, দ্বাপরেষু বৈশ্যস্ত, কৃষ্যাদাবধিকারো ন তু গৃহস্থমাত্রস্য বিপ্রাদেঃ অতোবিশিনষ্টি কলৌযুগে ইতি।

প্রথমাধ্যায়ে ব্যাসদেব, চারিবর্ণের সাধারণ ও অসাধারণ উভয় ধর্ম্ম জানিতে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন, মহর্ষি পরাশর ঐ উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্মটী সংক্ষেপে বলিয়া অসাধারণ টীর বিস্তার করিয়াছেন, ইদানীং দ্বিতীয়াধ্যায়ে সেই সংক্ষিপ্ত সাধারণধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন। অথবা পূর্ব্বাধ্যায়ে পারলৌকিক ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন, ইদানীন্তন দ্বিতীয়াধ্যায়ে জীবিকা হেতু লৌকিক ধর্ম্মটীর প্রাধান্য সংস্থাপন করিতেছেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে গৃহস্থের মধ্যে কেবল বৈশ্যজাতির কৃষ্যাদিধর্ম্মে অধিকার দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মণাদিজাতির দেখান, নাই, এই হেতু কলিযুগে ব্রাহ্মণ দিগের কৃষ্যাদিকার্য্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, কলৌযুগে

ইতি। এক্ষণে দেখুন, মাধবাচার্য্যের আভাসদ্বারা ব্রাহ্মণ-দিগের কৃষ্যাদি কার্য্যই পরাশরীয় কলিধর্ম্ম বলিয়া স্থির হইল কি না? !!

বিচার করিয়া দেখুন, মাধবাচার্য্য, পরাশরসংহিতারসন্দর্ভ ব্যাখ্যাকরিতে পূর্ব্বাপর যে সমস্ত আভাস দিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত, বলিতে হইবে, উহার কোন অংশে অসঙ্গতি দেখা-যাইতেছে না। তবে কি বলিয়া স্ববচোব্যাঘাত বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পরাশরসংহিতার পূর্ব্বাপরসন্দর্ভের প্রতি বিশেষদৃষ্টিপাত করিলেই, সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, মাধবাচার্য্য, যে, মীমাংসা করিয়াছেন, উহাই উৎকৃষ্ট মীমাংসা। অতএব সাধারণের সুখবোধার্থ পরাশরসংহিতার স্থূল স্থূল সন্দর্ভগুলি উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকারদিগের গূঢ়ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া দিতেছি। তথাহি, পরাশরসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে, প্রথমতঃ পতিতসংসর্গপ্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীও পুরুষের পরিত্যাগে, দোষ বিহিত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রজ ও কুণ্ডপুত্র, বিহিত হইয়াছে, ঐ প্রসঙ্গে পরিবেদন ও অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে, ঐ পরিবেদন ও অগ্ন্যাধানপ্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

এই বচনটী লিখিত আছে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন ক্ষেত্রজপুত্র আরব্ধ করিয়া, মহর্ষি পরাশর, যাহা যাহা লিখিয়াছেন, ঐ সমস্ত গুলি কি প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম, কিম্বা প্রাসঙ্গিকি ধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞাতধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; কারণ প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণদিগের কৃষ্যাদি এই দুইটী মাত্র, প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়

পতির নিয়োগবিধিকে প্রাসঙ্গিকবিধি বলিতে হইবে। সুতরাং প্রাসঙ্গিক বিধিকে, কিছু, কলিধর্ম্ম বলাইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই বিবেচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন মহর্ষি নারদ, পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়পতির নিয়োগবিধি দেখাইয়াছেন, তখন নিয়োগবিধি, সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে,- বলিতে হইবে, তবে, কি, বলিয়া উহাকে পরাশরীয় কলিধর্ম্ম বলা যায়, অপিচ, যখন, যুগান্তরীয়ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া কলিধর্ম্ম জানিতে, প্রশ্ন করিলেন, তখন যুগান্তরীয়ধর্ম্ম, জিজ্ঞাস্য নহে, ও প্রতিজ্ঞাত ও নহে, সুতরাং বলিতে হইবে। পরন্তু স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলেই, যে, নিয়োগধর্ম্ম করিতে পারিবে, এমত, নহে কিন্তু পুত্রের নিমিত্ত পিত্রাদির অনুমতি ক্রমে, স্ত্রী, একটী বা দুইটী পুত্রের উৎপাদন করিতে পারিবে। তৃতীয় পুত্রের উৎপাদন করিতে পারিবে না।

যথা মনুঃ।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যগ্নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধি গন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তোবাগযতোনিশি একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন। দ্বিতীয়মেকেজননং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।

সন্তান না থাকিলে পুত্রকামা স্ত্রী দেবরদ্বারা হউক, অথবা অন্যসপিণ্ডদ্বারা হউক পুত্র. উৎপাদন করিতে পারিবে বিধবা স্ত্রী ঘৃতাভ্যক্তাদি নিয়মানুসারে একটী মাত্র পুত্রোৎপাদন করিতে পারিবে, দ্বিতীয় পারিবে না। কোন ঋষির মতে দ্বিতীয়পর্য্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতিমহর্ষিগণও নিয়োগধর্ম্ম দেখাইয়াছেন। অতএব মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত একবাক্যতা করিয়া পরাশরীয় নিয়োগধর্ম্মটীও অপত্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বলিতে হইবে। তাহা বলিতে

হইলে পরাশরীয়নিয়োগ বিধিকে অবশ্যই অন্যযুগীয়ধর্ম্ম বলিতে হইবে। তথাচ পরাশরঃ

জারেণ জনয়েৎগর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পত্যৌ তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং। ব্রাহ্মণীতু যদাগচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা। সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ।

পতি অনুদ্দেশ হইলে ত্যক্ত হইলে অর্থাৎ পতিত প্রব্রজিত ও ক্লীব হইলে এবং মরিলে যদি স্ত্রী পরপুরুষের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে তাহা হইলে সেই স্ত্রী পতিতা হয়, সুতরাং তাহাকে ভিন্নরাজ্যে দুর করিয়া দিবে। এবং এই পঞ্চ আপদে ব্রাহ্মণী যদি কেবল পরপুরুষের সহিত সহবাস করে,তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীকে দুষ্টা বলা যাইবে এবং তাহাকে আর গৃহে লইবে না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন,এই দুইটী বচন প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে পরাশর প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা বলিবেন তাহাও কলিধর্ম্মেরন্যায় প্রধানরূপে মাননীয় হইবে; এবং পরাশর, যাহা কলিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাহা কলিযুগে মনুষ্যদিগের প্রধান রূপে মান্য হইবে। যথা।

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। অত্রভাষ্যং পরাশর গ্রহণন্ত কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেষপিকল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগ ধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেন আদরণীয়ঃ।

পরাশরের উক্তপ্রায়শ্চিত্তও বিহিত।

কলিযুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নামগ্রহণ করা হইয়াছে, যে হেতু সকলকল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। কলিযুগের প্রায়শ্চিত্তবিষয়েও পরাশরকে প্রধানরূপে মান্য করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখুন। জারেণ জনয়েদ্‌গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পত্যৌ। তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং” ॥

ইত্যাদি পরাশরীয় বচনকে যদি প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণীয় বলিয়া কলিযুগধর্ম্মের নির্ণায়ক বলিতে হইল, তাহা হইলে কলিযুগে মনুষ্যদিগের এইবচনানুসারে চলিতে হইবে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবিষয়ে আর বৃথা আপত্তি খাটিবে না। তথাচ, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত, অথচ সাধারণ যুগধর্ম্মের নির্ণায়ক "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচনকে সুতরাং পরিশেষে, কলিভিন্ন অন্যযুগধর্ম্মের নির্ণায়ক বলিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত ও মাধবাচার্য্যের গূঢ় অভিপ্রেত বলিতে হইবে। এবিষয়ে আপত্তি বা সন্দেহ ঘটিতে পারে না। অতএব চতুর্থাধ্যায়ে "শঙ্খস্য বচনং যথা" ইহা বলিয়া "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" এইবচনটি পরাশরকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার দশমাধ্যায়ে "পরাশরোঽব্রবীৎ ইহা বলিয়া

"জারেণ জনয়েৎগর্ভং মৃতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ"

এই বচনটী পরাশর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত বচনগুলি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। (যথা)

চতুর্থাধ্যায়ে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেৎ আধানং নৈব কারয়েৎ। অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

যথা দশমাধ্যায়ে।

অন্ত্যজাতেন যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ। কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং শুদ্ধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ। সকৃদ্ভুক্তাতু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু॥ পতত্যর্দ্ধশরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ। পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে॥ গায়ত্রীং জপমানস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং॥ একরাত্র্যুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতং। জারেণ জনয়েৎ গর্ভং মৃতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ॥ তাং

ত্যজে দশরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং। ব্রাহ্মণীতু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা। সাতু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ। কামান্মোহাৎ যদা-গচ্ছেৎ ত্যক্ত্বাবন্ধূন্ সুতান্ পতিং॥ সা তু নষ্টা পরেলোকে মানুষেষু বিশেষতঃ। দশমেতু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ দশাহং ন ত্যজেন্নারী ত্যজেন্নষ্ট শ্রুতা তথা। ভর্ত্তাচৈব চরেৎ কৃচ্ছং কৃচ্ছ্রার্দ্ধং চৈববান্ধবাঃ॥ তেষাং ভুক্ত্বাচ পীত্বাচ অহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি। ব্রাহ্মণীতু যদাগচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জ্জিতা॥ গত্বা পুংসাং শতং যাতি ত্যজেযুস্তাস্ত গোত্রিণঃ। পুংসোযদি গৃহংগচ্ছেৎ তদশুদ্ধং গৃহংভবেৎ॥ পিতৃমাতৃ গৃহংযচ্চ জারস্যৈবতু তদগৃহং। উল্লিখ্য তদগৃহংপশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥

জেষ্ঠভ্রাতার অনুমতিতে কনিষ্ঠভ্রাতা অগ্নিগ্রহণ করিতে পারে, ইহা মহর্ষিশঙ্খের আজ্ঞা। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, ও পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়পতি বিধেয়।

দশমাধ্যায়।

কারাগারে বলাদি দ্বারা যে স্ত্রী নীচ জাতির অন্ন ভোজন করে, সে স্ত্রী সান্তপনপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধাহয়, ইহা পরাশরের উক্তি। যে স্ত্রী একবার নীচ জাতির অন্ন ভোজন করে পুনর্ব্বার ঐ পাপকর্ম্ম না করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্য দ্বারা ঋতুদর্শনে শুদ্ধ হয়। যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে সে পুরুষ অর্দ্ধশরীরে পতিত থাকে, গায়ত্রীজপ ও সান্তপন উহার প্রায়শ্চিত্ত। একদিন গোমূত্র,একদিন গোময়,একদিন দুগ্ধ একদিন দধি, একদিন ঘৃত; একদিন কুশোদকপান করিবে। চরমদিনে উপবাস,ইহার নাম সান্তপনব্রত। পতি অনুদ্দেশ হইলে,মরিলে ত্যক্ত হইলে অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে,ক্লীবস্থির হইলে ও পতিত হইলে, যে স্ত্রী জারেরদ্বারা পুত্রোৎপাদন করে, সে স্ত্রী পতিতা ও পাপকারিণী; সুতরাং তাহাকে অপর রাজ্যে

দূরকরিয়া দিবে। ঐ পঞ্চবিধ আপদে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী যদি পরপুরুষের সহিত সহবাস করে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন না করিলেও তাহাকে দুষ্টা বলিয়া জানিবে, এবং তাহাকে আর গৃহে লইবে না। কামবশতঃ বা হউক, মোহবশতঃ বা হউক যে স্ত্রী পতি প্রভৃতি বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে সে স্ত্রী পরলোকে বিশেষতঃ ইহলোকে দুষ্টা বলিয়া নিন্দাভাজন হয়, ঐরূপে অন্যত্রগমন করিলে, স্ত্রীদিগের যদি দশাহ অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীর আর প্রায়শ্চিত্তে অধিকার থাকে না। অতএব স্ত্রী কদাচ অন্যত্র দশাহ অতি-বাহিত করিবে না। সেই রূপে নষ্টশ্রুতাকে ত্যাগ করিবে। দুষ্টাস্ত্রীর অন্নাদিভোজন করিলে, ভর্ত্তা প্রাজাপত্য করিবে, পুত্রাদি অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। জলপান করিলে অহোরাত্র উপবাস। শতপুরুষ গামিনী ব্রাহ্মণী, পুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেও অব্যবহার্য্য থাকিবে। পতির্ কিম্বা পিতৃমাতৃর্ গৃহে যদি ঐ স্ত্রী গমন করে,তাহা হইলে সে গৃহ অশুদ্ধ হইবে এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা সে গৃহ শুদ্ধ করিতে হইবে। এস্থলে শঙ্খ বচনের উপক্রমে নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ সত্যযুগের ধর্ম্মবক্তা মহর্ষিনারদ স্বীয়সংহিতায় উক্ত বচনটী ধরিয়াছেন। সুতরাং প্রাসঙ্গিক সাধারণ যুগধর্ম্ম বলিতে হইবে। আবার দশমাধ্যায়ে পরাশরোহব্রবীৎ অর্থাৎ পরাশর বলিয়াছেন এই উপক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে জারেণ জনয়েৎ গর্ভং ইত্যাদি বচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সুতরাং ইহাকে কলিধর্ম্ম বলিতে হইবে। এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে, যদি নষ্টে মৃতে এই বচনোক্ত নিয়োগধর্ম্মটী অন্যযুগের ধর্ম্ম

বলিতে হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটী মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতে হইবে, তবে,মাধবাচার্য্য, কিরূপে আভাস দিয়াছেন,পুনর্ব্বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিলে অধিক ফল ইহাই দেখাইতেছেন। মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যেব্যবস্থিতা ইত্যাদি, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এ আপত্তি ও কোন কার্য্যকারক নহে। কারণ সাধারণ যুগের তিনটী ধর্ম্ম বলিয়াছেন, নিয়োগধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ, নিয়োগধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মচর্য্যের অধিক ফল তদপেক্ষায় সহমরণে অধিক ফল, মহর্ষিপরাশর, সাধারণ যুগের তিনটী ধর্ম্ম দেখাইয়া স্বয়ং নিয়োগধর্ম্মটী, কলিযুগে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং কলির ইতর যুগে তিনটী ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, সেই যুগেই নিয়োগধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদিতে অধিক ফল হইবে আর কলিযুগে পরিশেষে দুইটীমাত্র বিধেয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে সহমরণে অধিক ফল হয় বলিতে হইবে।

অতএব মহর্ষিবেদব্যাস, ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ স্ত্রীদিগের দুইটী মাত্র ধর্ম্ম বিধান্ করিয়াছেন্। এস্থলে ইহাও বক্তব্য প্রথমতঃ ব্যাসদেব পরাশরের নিকট্ কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন্ পরাশর ব্যাসের নিকট্ সমস্ত বলিলেন্ সুতরাং বলিতে হইবে, পরাশরোক্তকলিধর্ম্ম ব্যাসদেব যেরূপ অবগত আছেন্ বোধকরি এইরূপ কেহও অবগত হইতে পারেন্ নাই। যখন ব্যাসদেব স্বয়ং মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ দুইটী মাত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেছেন সুতরাং এই দুইটী মাত্রই পরাশরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম বলিতে হইবে। যথা ব্যাসঃ।

মৃতং ভর্ত্তার মাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ। জীবন্তীচেৎ ত্যক্তকেশা

দূরকরিয়া দিবে। ঐ পঞ্চবিধ আপদে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী যদি পরপুরুষের সহিত সহবাস করে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন না করিলেও তাহাকে দুষ্টা বলিয়া জানিবে, এবং তাহাকে আর গৃহে লইবে না। কামবশতঃ বা হউক, মোহবশতঃ বা হউক যে স্ত্রী পতি প্রভৃতি বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে সে স্ত্রী পরলোকে বিশেষতঃ ইহলোকে দুষ্টা বলিয়া নিন্দাভাজন হয়, ঐরূপে অন্যত্রগমন করিলে, স্ত্রীদিগের যদি দশাহ অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীর আর প্রায়শ্চিত্তে অধিকার থাকে না। অতএব স্ত্রী কদাচ অন্যত্র দশাহ অতি-বাহিত করিবে না। সেই রূপে নষ্টশ্রুতাকে ত্যাগ করিবে। দুষ্টাস্ত্রীর অন্নাদিভোজন করিলে, ভর্ত্তা প্রাজাপত্য করিবে, পুত্রাদি অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। জলপান করিলে অহোরাত্র উপবাস। শতপুরুষ গামিনী ব্রাহ্মণী, পুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেও অব্যবহার্য্য থাকিবে। পতির্ কিম্বা পিতৃমাতৃর্ গৃহে যদি ঐ স্ত্রী গমন করে,তাহা হইলে সে গৃহ অশুদ্ধ হইবে এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা সে গৃহ শুদ্ধ করিতে হইবে। এস্থলে শঙ্খ বচনের উপক্রমে নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ সত্যযুগের ধর্ম্মবক্তা মহর্ষিনারদ স্বীয়সংহিতায় উক্ত বচনটী ধরিয়াছেন। সুতরাং প্রাসঙ্গিক সাধারণ যুগধর্ম্ম বলিতে হইবে। আবার দশমাধ্যায়ে পরাশরোঽব্রবীৎ অর্থাৎ পরাশর বলিয়াছেন এই উপক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে জারেণ জনয়েৎ গর্ভং ইত্যাদি বচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সুতরাং ইহাকে কলিধর্ম্ম বলিতে হইবে। এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে, যদি নষ্টে মৃতে এই বচনোক্ত নিয়োগধর্ম্মটী অন্যযুগের ধর্ম্ম

বলিতে হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটী মাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতে হইবে, তবে,মাধবাচার্য্য, কিরূপে আভাস দিয়াছেন,পুনর্ব্বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিলে অধিক ফল ইহাই দেখাইতেছেন। মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যেব্যবস্থিতা ইত্যাদি, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এ আপত্তি ও কোন কার্য্যকারক নহে। কারণ সাধারণ যুগের তিনটী ধর্ম্ম বলিয়াছেন, নিয়োগধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ, নিয়োগধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মচর্য্যের অধিক ফল তদ-পেক্ষায় সহমরণে অধিক ফল, মহর্ষিপরাশর, সাধারণ যুগের তিনটী ধর্ম্ম দেখাইয়া স্বয়ং নিয়োগধর্ম্মটী, কলিযুগে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং কলির ইতর যুগে তিনটী ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, সেই যুগেই নিয়োগধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদিতে অধিক ফল হইবে আর কলিযুগে পরিশেষে দুইটীমাত্র বিধেয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে সহমরণে অধিক ফল হয় বলিতে হইবে।

অতএব মহর্ষিবেদব্যাস, ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ স্ত্রীদিগের দুইটী মাত্র ধর্ম্ম বিধান্ করিয়াছেন্। এস্থলে ইহাও বক্তব্য প্রথমতঃ ব্যাসদেব পরাশরের নিকট্ কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন্ পরাশর ব্যাসের নিকট্ সমস্ত বলিলেন্ সুতরাং বলিতে হইবে, পরাশরোক্তকলিধর্ম্ম ব্যাসদেব যেরূপ অবগত আছেন্ বোধকরি এইরূপ কেহও অবগত হইতে পারেন্ নাই। যখন ব্যাসদেব স্বয়ং মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ দুইটী মাত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেছেন সুতরাং এই দুইটী মাত্রই পরাশরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম বলিতে হইবে। যথা ব্যাসঃ।

মৃতং ভর্ত্তার মাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ। জীবন্তীচেৎ ত্যক্তকেশা

তপসা শোধয়েৎবপুঃ ॥ সর্ব্বাবস্থাসু নারীণাং নযুক্তং স্যাদরক্ষণং। তদেবাহু ক্রমাৎকার্য্যং পিতৃ ভর্ত্তৃ সুতাদিভিঃ ॥

ভর্ত্তা মরিলে স্ত্রীদিগের সহমরণ বিধেয়, যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে মস্তক মুণ্ডন্ পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা শরীর শোধন করিবে। কোন অবস্থাতেই স্ত্রীদিগের যথেচ্ছাচার বিধেয় নহে, বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবে, যৌবন কালে ভর্ত্তার বশে, বৃদ্ধকালে পুত্রাদির বশে থাকিবে। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, ভট্টজীউ দীক্ষিতের মতের সহিত মাধবাচার্য্যের, কিরূপ বিরোধ, হইতেছে।

নচ কলিনিষিদ্ধসা যুগান্তরীয় ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশর বাক্যং প্রতিপাদকং ইতি বাচ্যং। কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থ প্রণয়নাৎ।

নষ্টে মৃতে ইত্যাদিপরাশর বাক্য কদাচ কলি নিষিদ্ধ যুগান্তরীয়ধর্ম্মের প্রতিপাদক্ বলা যাইতে পারে না। কারণ কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বলিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশর সংহিতা সঙ্কলন্ হয়। এস্থলে কলির অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম কহিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলে, পরাশর, স্বীয় সংহিতায়, যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্ণয় করিয়াছেন সে সমস্তই কলিধর্ম্ম বলিতে হইবে সুতরাং মাধবাচার্য্য যে পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের নিয়োগ ধর্ম্মকে যুগান্তরীয় ধর্ম্ম বলিয়াছেন ইহা সঙ্গত হয় না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রমাণ দেখান হইয়াছে উহা দ্বারা স্ত্রীদিগের নিয়োগ ধর্ম্ম কলিযুগে খাটিবে না ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এবং এই লিপি দ্বারা ইহা মনে করিবেন না, যে, ভট্টজীউ দীক্ষিত পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের নিয়োগধর্ম্ম কলিযুগে স্বীকার করিতেছেন। ভট্টজীউ দীক্ষিতের মতে বাগ্দানোত্তর যে, স্থলে স্ত্রীদিগের এইরূপ

আপদ ঘটিবে, সে স্থলে পরাশরের বচন, বাগ্দত্তাকন্যার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ বিধায়ক। এই মতটী ভাইপোর মত দূষণ স্থলে বলিব, এই কারণ এস্থলে আর বলিলাম না। তবে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের স্বকীয়পাণ্ডিত্যপ্রকাশের নিমিত্ত পরমত খণ্ডনে প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, পরন্তু কোন স্থলে রীতিমত পরমত-খণ্ডন হয়, আবার কোন স্থলে নাও হয়, এই রূপরীতি নব্য ও প্রাচীন উভয় গ্রন্থকারদিগের দেখা যাইতেছে, এস্থলে সে বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই, এই মাত্র বক্তব্য, মাধবাচার্য্য, নষ্টে মৃতে এই বচনের অন্য যুগে বিষয় দিয়াছেন, ভট্টজীউ দীক্ষিত নষ্টে মৃতে, এই বচনের বাগ্দত্তা বিবাহে বিষয় দিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক মাধবাচার্য্য, পুরাণবচন অবলম্বন করিয়া কিরূপে স্মৃতিবচনের সঙ্কোচ করিলেন।

তথাচ ব্যাসঃ।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র বর্ত্ততে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাৎ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ, যে, স্থলে এই তিনের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতি বলবতী, এবং পুরাণ ও স্মৃতির বিরোধে স্মৃতিই বলবতী। বিচার করিয়া দেখুন এস্থলে পুরাণ অবলম্বন করাতে কোন ক্ষতি নাই। তথাচ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

এই বচনদ্বারা পরাশর, পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় ভর্ত্তা করিতে বিধি দিতেছেন্।

এবং জারেণ জনয়েৎ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং। ব্রাহ্মণীতু যদাগচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা সাতু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যাগমনং পুনঃ।

এই বচনদ্বারা পুনর্ব্বার ঐ পঞ্চ আপদে দ্বিতীয় ভর্ত্তা করিতে নিষেধ করিতেছেন্। বিধি ও নিষেধ একস্থলে খাটিতে পারে না, সুতরাং উহার বিভিন্ন বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইবে। পরন্তু অসর্ব্বজ্ঞপুরুষেরা ধর্ম্মনির্ণয়বিষয়ে স্বতঃ হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন না, কোনসর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরবাক্য সহায় করিয়াই বিরোধের্ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। অতএব এস্থলে পুরাণবচন অবলম্বন করিয়া পরাশরীয় বিরুদ্ধবচনদ্বয়ের, যে, যুগভেদ মীমাংসা করিয়াছেন ইহা অনুচিত বা অসঙ্গত বলা যায় না স্ববাক্যদ্বারা স্ববাক্যের সংকোচ হইয়া থাকে।

তথাহি। ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা।

ইত্যাদি পৌরাণিক বচনে, বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্ম, কলিযুগে নিষিদ্ধ দেখা যাইতেছে। এবং জারেণ জনয়েৎ গর্ভং এই পরাশরবচনেও নিয়োগধর্ম্ম নিষিদ্ধ দেখা যাইতেছে, সুতরাং উভয়ের একবাক্যতা স্থির হইল। এক্ষণে অনায়াসে ঐ পুরাণ বচন দ্বারা, নষ্টে মৃতে ইত্যাদি নিয়োগবিধায়ক পরাশরের অপর লিপির সঙ্কোচ করিতে কোনই বাধা দেখিতেছি না।

এক্ষণে দেখা যাউক। এইরূপ বিধি ও নিষেধের্ স্থলে কোন নিবন্ধকার, যুগভেদে মীমাংসা করিয়াছেন কি না। মনুর্ নবমাধ্যায়েরটীকায়, মহামহোপাধ্যায়কুল্লুকভট্ট যুগভেদ মীমাংসা করিয়াছেন।

যথা অয়ঞ্চ প্রোক্তনিয়োগনিষেধঃ কলিযুগ বিষয়ঃ। তদাহ বৃহস্পতিঃ উক্তোনিয়োগোমনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবতু। যুগহ্রাসাদ শক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ। তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ দ্বাপরেচ কলৌনৄণাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা। অনেকধাঃ কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তি হীনৈ রিদন্তনৈঃ।

মহর্ষিমনু, স্বীয়সংহিতায়, যে নিয়োগ ধর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন। তাহা কেবল কলিযুগের প্রতি। তাহাই মহর্ষিবৃহস্পতি বলিয়াছেন। মহর্ষিমনু, নিয়োগধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, এবং স্বয়ং নিষেধও করিয়াছেন। যুগহ্রাস বশতঃ যথাবিধানে অন্যব্যক্তি নিয়োগধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে শক্ত হইবে না। সত্য, ত্রেতা; ও দ্বাপরযুগের মনুষ্যগণ, তপস্যা ও জ্ঞানদ্বারা স্বকীয়পাপের বিমোচন করিতে ক্ষম। কলিযুগে মনুষ্যের তাদৃশশক্তি নাই। সুতরাং পুরাতনমহর্ষিগণ, যে সকল নানাবিধপুত্র করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহা কলিযুগে মনুষ্যের প্রতি খাটিবে না। মহামহোপাধ্যায়শূলপাণিও যাজ্ঞবল্ক্যটীকাতে, মহর্ষিযাজ্ঞবল্ক্যীয় নিয়োগধর্ম্মের বিধি ও নিষেধের সিদ্ধান্ত করিতে, উক্ত বৃহস্পতিবচন সহায় করিয়া। অবিকল যুগভেদে মীমাংসা করিয়াছেন।। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, মনু কোথায় নিয়োগধর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন।

যথা: পঞ্চমাধ্যায়ে) যস্মৈ দদ্যাৎ পিতাত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ। ১৫১। মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গংগচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ। ১৫২। অপত্য লোভাৎ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে। ১৬১। নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্যপরিগ্রহে। ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপ দিশ্যতে। ১৬৩। ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং। শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে। ১৬৪। পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহ সংযতা। সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে। ১৬৫।

পিতা অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা, যে পাত্রে যে কন্যা দান করিবে, সে কন্যা, সেই জীবিত ভর্ত্তার শুশ্রূষা করিবে, ভর্ত্তা মরিলেও পরিত্যাগ করিবে না অর্থাৎ পুরুষান্তরগ্রহণ

না করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে ১৫১। ভর্ত্তা মরিলে সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারি ন্যায় স্বর্গগামিনী হইবে।১৬০। অপত্যলোভে যে স্ত্রী পরপুরুষকে আশ্রয় করে সেই স্ত্রী ইহলোকে নিন্দাভাজন হয় এবং পরলোকে আর পতিলোকে স্থান পায় না। ১৬১। অন্যের পত্নীতে অন্যপুরুষের উৎপাদিত সন্তান অভীপ্সিত হয়, না, যেহেতু কোন শাস্ত্রে সাধ্বীস্ত্রীর, দ্বিতীয়ভর্ত্তার উপদেশ করেন নাই। ১৬২। যে স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট জাতীয়পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই স্ত্রী ইহলোকে পরপূর্ব্বা বলিয়া নিন্দিত হয়। ১৬৩। যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে ইহলোকে নিন্দিত হয়, সেই স্ত্রী পরলোকে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পাপরোগেও প্রপীড়িতা হয়। ১৬৪। যে স্ত্রী, কায়মনোবাক্যে পরপুরুষকে সেবা করে না, অথচ সংযতা থাকে তাহাকেই সাধুগণ সাধ্বী বলিয়া থাকেন, এবং সেই স্ত্রীই পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হয়। নবমাধ্যায়ে।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ। অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মংহন্যুঃ সনাতনং॥ ৬৪॥ নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ। ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৬৫॥ ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীত পতিকাং স্ত্রিয়ং। নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৬৮॥

অন্য পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগধর্ম্ম হয় না, যেহেতু অন্যপুরুষে নিযুঞ্জানা বিধবাদিগের সনাতনধর্ম্মের হানি হয়, ১৬৪। অর্য্যমণংনুদেবং,, ইত্যাদি বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্ম কথিত হয় নাই এবং কোনও শাস্ত্রে বিধবাস্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিহিত হয় নাই। ৬৫। বেণ রাজার পর হইতে মোহপরতন্ত্র যে পুরুষ মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীকে নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্ত করে, সেই সাধু সমাজে নিন্দিত হয়। ৬৮।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন বৃহস্পতির বচনানুসারে নিয়োগ নিষেধক, মনুবচন গুলি,যদি কলিযুগ পর হইল, তাহা হইলে কলিযুগে মনুর মতে, আর নিয়োগধর্ম্ম, চলিতে পারে না, প্রত্যুত মনু সংহিতা দুইভাগে বিভক্ত, নারদসংহিতা ও ভৃগুসংহিতা ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অপিচ মহর্ষিনারদ, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পঞ্চ আপদে নিয়োগধর্ম্মের নিমিত্ত স্ত্রীদিগের যে দ্বিতীয়ভর্ত্তা করিতে বিধি দিয়াছেন তাহাও বৃহস্পতির মীমাংসানুসারে কলিযুগ ভিন্ন অন্য যুগের প্রতি, বলিতে হইবে। তথাচ, স্বামীর অনুদ্দেশপ্রভৃতি পঞ্চ আপদে মনুর মতানুসারে কলিযুগে বিবাহিতাস্ত্রীদিগের দ্বিতীয়পতি গ্রহণরূপনিয়োগধর্ম্ম, চলিতে পারে না। আবার ঐ পঞ্চ আপদে পরাশরের মতানুসারে বিবাহিতাস্ত্রীদিগের নিয়োগধর্ম্ম চলিতে পারে ইহাই কিরূপে সঙ্গত বলিতে পারা যায়। সাক্ষাৎ বেদ ও স্মৃতি উভয়েই একমাত্রমনু প্রধান ইহা বলিয়াছেন, এবং মনুরসহিত স্মৃত্যন্তরের বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃত্যন্তরের সঙ্কোচ হইয়া থাকে ইহাও বলিয়াছেন।

তথাচ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রুতিঃ। মনুর্বৈযৎ কিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ॥

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই সংসারী দিগের মহৌষধ স্বরূপ।

যা ৮

তথাচ বৃহস্পতিঃ। বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥

• যেহেতু বেদের সারার্থগ্রহণ করিয়া মহর্ষিমনু গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন সেই হেতু মনুর বিরোধী স্মৃত্যন্তর গ্রাহ্য হইবে না।

অপিচ। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের নিয়োগ নিষেধক বচনগুলি, কোথায় বা খাটিতে পারে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগেই নিয়োগধর্ম্মের্ প্রচার আছে দেখা যায়। ফলতঃ বচনগুলি কোন যুগেই স্থান পাইতে পারে না সুতরাং ব্যর্থ হইয়া উঠে। এস্থলে এরূপ আপত্তি ঘটিতে পারে, যে, যদি মনু এক মাত্রপ্রধান, তাহা হইলে, পরাশরের বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। যথা

কৃতেতু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ।

সত্যযুগে মনুর্ প্রণীত, ধর্ম্ম ত্রেতায় গৌতমপ্রোক্ত, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত প্রণীত এবং কলিযুগে পরাশর প্রণীতধর্ম্ম গ্রাহ্য, এ আপত্তিও সঙ্গত বিবেচনা করি না। তথাহি। ধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত অসাধারণ ও সাধারণ। পরন্তু যুগধর্ম্মবক্তা মনু, গৌতম, শঙ্খ লিখিত, ও পরাশর, এই চারিজন মহর্ষি যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের যে যে অসাধারণ ধর্ম্মের নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে ঐ সকল মহর্ষিগণের প্রাধান্য, অর্থাৎ সত্যযুগের যে অসাধারণ ধর্ম্মের্ নির্ণয় করিয়াছেন তদ্বিষয়ে মনুর প্রাধন্য, ত্রেতাযুগের যে অসাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে গৌতমের প্রাধান্য, দ্বাপরযুগের যে অসাধারণধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শঙ্খও লিখিতের প্রাধান্য, এবং কলিযুগে যে অসাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পরাশরের প্রাধান্য, এতদ্ব্যতীত উক্তমহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় সংহিতায় প্রসঙ্গ ক্রমে যে সমস্ত সাধারণ যুগধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এবং অপর ঋষির প্রোক্তবিষয়ে মনুর প্রাধান্য, মনুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে,

স্মৃত্যন্তরের সঙ্কোচাদি হইবে, ইহাই ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি বৃহস্পতি ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। নতুবা এই উভয় বাক্যের কোনও স্বার্থকতা থাকে না। কারণ যদিযুগবিশেষে মনুর প্রাধান্য হইত, তাহা হইলে, বেদ ও বৃহস্পতি এই উভয় মনুমাত্র নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেন না। গৌতমাদির ও প্রাধান্য বলিতেন। মহর্ষিমনু, যে বেদার্থদ্বারা গ্রন্থ প্রণয়ন, করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনু যৎকালে সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তৎকালে বেদব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রচার ছিল না, সুতরাং বেদার্থদ্বারা গ্রন্থসঙ্কলন করিয়াছেন। গৌতম প্রভৃতি মহর্ষি যৎকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তৎকালে বেদ ও মনুস্মৃতি উভয়ই ছিল, সুতরাং গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেবল বেদ দেখিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এমত নহে, মনুস্মৃতির প্রতিও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অতএব স্থানে স্থানে মনুরব্রবীৎ ইহাও বলিয়াছেন। ফল বিবেচনা করিলে মনুই সাক্ষাৎ পরম্পরায় সকল মহর্ষির গুরু, সুতরাং গুরু-মত খণ্ডনে কে অগ্রসর হইতে পারেন, অতএব বৃহস্পতির বাক্য, কিছুই অনুচিত হইতেছে না। আমি বোধ করি এইরূপে মীমাংসা করিলেই সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়, কোন স্থানেই দোষ ব্যভিচার দেখা যায় না।

মহাশয়! বলিতেছেন মনুস্মৃতির সঙ্কোচ হয়না, তবে কিরূপে বিবাহ স্থলে অঙ্গিরার বচন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারগণ, স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে মনুস্মৃতির সঙ্কোচ স্বীকার করিলেন।

যথা মনুঃ। ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।৯।৯৪।

যাহার বয়স ত্রিশবৎসর, সে দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক, কিম্বা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর, সে অষ্ট

বর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কালনিয়ম অতিক্রম করিয়া, বিবাহ করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। এস্থলে মনু, দুই প্রকার বিবাহের কাল নিয়ম করিতেছেন এবং এই দ্বিবিধ কাল নিয়ম,লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তাহাও কহিতেছেন।

কিন্তু অঙ্গিরা কহিয়াছেন, ।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী দশমে কন্যকাপ্রোক্তা অতউর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাললোপজঃ ।

অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলে, নববর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী বলে, দশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলে, তৎপরে কন্যাকে রজস্বলা বলে, অতএব দশমবর্ষ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা যত্নশীল হইয়া কন্যাদান করিবেন, তখন আর কাললোপ জন্য দোষ নাই।

এস্থলে অঙ্গিরা অষ্টম নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্তকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। দশমবৎসরে কালদোষপর্য্যন্ত গণনা না করিয়া যত্নশীল হইয়া কন্যার বিবাহ দিতে কহিতেছেন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে কি চব্বিশ বৎসর, কি ত্রিশ্ বৎসর, কোনও কাল, নিয়মিত রাখিতেছেন না। এক্ষণে বিবেচনা কর অঙ্গিরার স্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু, দ্বাদশ ও অষ্টম বর্ষকে কন্যার বিবাহের প্রশস্তকাল বলিয়া বিধি দিতেছেন এবং তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, বলিতেছেন। কিন্তু অঙ্গিরা অষ্টম নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্তকাল বলিতেছেন এবং দশমবৎসরে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া যত্ন পাইয়া কন্যার বিবাহ দিবার বিধি দিতেছেন। ইহার মতে দ্বাদশ বৎসর কোন ক্রমেই বিবাহের প্রশস্তকাল হইতেছে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এস্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি অঙ্গিরার মতানুসারে চলিতেছেন, মনুর্ মতানুসারে চলিতে গেলে, দ্বাদশবর্ষীয়াকন্যার ত্রিশবৎসরবয়সের বরের সহিত, ও অষ্টবর্ষীয়াকন্যার চব্বিশবৎসরবয়সের বরের সহিত বিবাহ দিতে হয়, নতুবা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইদানীং কাহাকেই বিবাহকালে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। বরং অষ্টমবর্ষ ও নবমবর্ষ বিবাহের প্রশস্তকাল, অঙ্গিরার এই মতানুসারেই সকলকে চলিতে দেখা যাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে বিবাহস্থলে মনুর মত আদরণীয় না হইয়া তদ্বিরুদ্ধ অঙ্গিরার মতই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে।

মহাশয়ের এই আপত্তি, সঙ্গত বিবেচনা করি না। বোধ করি মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের বিবাহপ্রকরণীয় বচনগুলির্ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মহাশয়ের আর সন্দেহ রহিবে না।

যথা ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং। তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেববা ॥ ১ ॥ বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদানাবাপি যথাক্রমং। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো। গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ ২ ॥ গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥ ৩ ॥

ছত্রিশ বৎসর, অথবা আঠার বৎসর, অথবা নয় বৎসর, অথবা যত কালে বেদগ্রহণ করিতে পারে তাবৎকাল, ব্রহ্মচর্য্য করিবে (১) তিনবেদ, অথবা দুইবেদ, কিম্বা একবেদ, অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে (২) গুরুর অনুমত্যনুসারে সমাবর্ত্তস্নানান্তে শুভলক্ষণা ও সমান বর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে (৪) এক্ষণে দেখুন মহর্ষিমনু, প্রথম ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যের কেবল ছত্রিশ বৎসর কাল নিয়ম, করিলেন, তৎপর আঠার বৎসর, তৎপর নয় বৎসর,

তৎপর, যতদিনে বেদগ্রহণকরিতে পারে এইরূপ কাল-নিয়ম করিলেন। পরে বলিয়াছেন, গুরু অভিপ্রায় করিলেই সমাবর্ত্তনস্নান করিয়া, তৎপরে বিবাহ করিতে পারে। অধুনা-তন উপনয়নের দিবসেই সমাবর্ত্তনকার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইদানীং ব্রাহ্মণাদিবর্ণ, সকল, উপনয়নের পর, যে দিবস মনে করে, সেই দিবসেই বিবাহ করিতে পারে, ইহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। তবে যে মহর্ষিমনু, ত্রিশ্, বৎসরের বরকে, দ্বাদশবৎসরের কন্যা এবং চব্বিশবৎসরের বরকে অষ্টমবৎসরের কন্যা বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল যুগে, নিয়মপূর্ব্বিক বেদ অধ্যয়-নের প্রথা আছে, সেই সকলযুগের প্রতি, বরের, চব্বিশ বৎসর, ও ত্রিশ্‌বৎসরবয়সের নিয়ম, এবং কন্যার অষ্টমবৎ-সর ও দ্বাদশবৎসরবয়সের নিয়ম। অন্যত্র, কোন নিয়ম করেন নাই, কেবল সবর্ণা শুভলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহাই মহর্ষিমনু বলিয়াছেন। এমৎ স্থলে অঙ্গিরার সহিত কোন বিরোধই দৃষ্ট হইতেছে না, অতএব এস্থলে আর আপত্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং বলিতে হইবে।

মহাশয়! বলিলেন, মনুস্মৃতির সংকোচ হয় না, তবে কিরূপে মহামহোপাধ্যায়জীমূতবাহন, দত্তকাদিপুত্রের স্থলে কাত্যা-য়নবচনানুসারে মনুস্মৃতির, সংকোচ স্বীকার করিলেন।

মনু কহিয়াছেন যথা "এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ শেষা-ণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনং" ৯। ১৬৩। ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ, ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেববা। ৯। ১৬৪। ঔরস ক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্থস্য ভাগিনৌ। দশাপরেন্তু ক্রমশোগোত্র রিক্থাংশ ভাগিনঃ"। ৯। ১৬৫।

এক ঔরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী, সে

দয়া করিয়া অন্যান্যপুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেক। কিন্তু ঔরস পিতৃধন বিভাগ কালে ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। ঔরস আর ক্ষেত্রজ পুত্র, পিতৃধনের অধিকারী। দত্তকপ্রভৃতি আর দশবিধ পুত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে গোত্রভাগী ও ধনাংশ ভাগী হইবেক। যদি একব্যক্তির ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, প্রভৃতি বহুবিধপুত্র থাকে তাহা হইলে, ঔরস, ক্ষেত্রজকে পৈতৃক ধনের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্র দিয়া, সমস্তধন গ্রহণ করিবেক, দত্তকপ্রভৃতিকে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র দিবেক। আর যদি ঔরসপুত্র না থাকে, ক্ষেত্রজপুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। ক্ষেত্রজ না থাকিলে, দত্তক সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। এইরূপে মনু, ঔরসপ্রভৃতি বহুবিধপুত্রসত্ত্বে ঔরসকে সমস্তপৈতৃক ধনের স্বামী, ক্ষেত্রজকে কেবলপঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্রের অধিকারী, এবং দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী কহিতেছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বপুত্রের অভাবে, পর পরপুত্রের অধিকার বিধান করিতেছেন। কিন্তু কাত্যায়ন কহিয়াছেন।

"উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশ হরাঃ স্মৃতাঃ। সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদন ভাগিনঃ॥

ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সজাতীয় ক্ষেত্রজ, দত্তক প্রভৃতি পুত্রেরা পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ পাইবেক, অসজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবেক।

এস্থলে, কাত্যায়ন, সজাতীয় ক্ষেত্রজ, দত্তক প্রভৃতির পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশে অধিকার, আর অসজাতীয় দিগের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে অধিকার, বিধান করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর, কাত্যায়নস্মৃতি, মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি

না। মনু কেবল ক্ষেত্রজকে ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবার অনুমতি করিতেছেন, দত্তকপ্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র, কিন্তু, কাত্যায়ন, সজাতীয়ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, পৌনর্ভব প্রভৃতি সকলকেই তৃতীয়াংশ দিবার বিধি দিতেছেন মনুর মতে ঔরস সত্ত্বে, দত্তকপুত্র গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রে অধিকারী, কাত্যায়নের মতে, ঔরস সত্ত্বে, দত্তক, পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশে অধিকারী। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এস্থলে সকলে, মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি কাত্যায়নের মতানুসারে। আমার বোধ হয়, এস্থলে মনু স্মৃতি আদরণীয় না হইয়া মনুবিরুদ্ধ কত্যায়নস্মৃতিই গ্রাহ্য হইতেছে। অর্থাৎ এক্ষণে ঔরস সত্ত্বে, দত্তক, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র না পাইয়া, পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতি বচনের এরূপ তাৎপর্য্য হয়, যে, কলি যুগেও মনুবিরুদ্ধস্মৃতি গ্রাহ্য নহে, তাহা হইলে, এস্থলে কাত্যানস্মৃতি কিরূপে গ্রাহ্য হইতেছে। অতএব, যখন কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কলিযুগে বিষয়বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি সর্ব্বত্রগ্রাহ্য হইতেছে, এবং যখন পরাশর ও মনু নিরূপিত ধর্ম্ম, সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন, তখন মনুসংহিতার বৃহস্পতিপ্রোক্তসর্ব্বপ্রাধান্য ও মনু বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা অগত্যা সত্যযুগ বিষয়ে বলিতে হইবেক। নতুবা, পরাশরসংহিতার মীমাংসা অনুসারে যুগভেদে এক এক সংহিতার প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া সকল যুগেই মনু স্মৃতির সর্ব্বপ্রাধান্য, ব্যবস্থাপিত করিলে, বৃহস্পতিবচন, নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। কারণ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে ইদানীং মনু স্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি, অপ্রশস্ত না হইয়া, বরংক্ষণ প্রশস্তই হইতেছে।

মহাশয়! মনু স্মৃতির, সংকোচ, কোন কালে কোন গ্রন্থকার স্বীকার করে নাই। তবে যে এই দায়ভাগগ্রন্থে, আপাততঃ জীমূতবাহনের লিপি দেখিয়া, সন্দেহ করিতে পারেন বটে, পরন্তু মনুর নবমাধ্যায়ের বচন গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না। যথা

উপপন্নোগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রোযস্য তু দত্ত্রিমঃ। স হরেতৈব তদ্রিকৃথং সম্প্রাপ্তোহপ্যন্যগোত্রতঃ। ৯। ১৪১। পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ তেষাং ষড়্বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। ১৫৮। ঔরসঃক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ, গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদ বান্ধবাশ্চ ষট্। ১৫৯। ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেববা। ১৬৪ ঔরসক্ষেত্রজৌপুত্রৌ পিতৃরিকৃথস্য ভাগিনৌ, দশাপরেতু ক্রমশঃ গোত্ররিকৃথাংশ ভাগিনঃ। ১৬৫।

সর্ব্বগুণসম্পন্ন অর্থাৎ সজাতীয় দত্তকপুত্র, অন্য গোত্র হইতে সমাগতহইলেও পিতৃধনে অধিকারী হইবে। ১৪১। স্বয়ম্ভুমনু যে, ঔরসপ্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের বিধান করিয়াছেন, ইহার, মধ্যে ঔরসপ্রভৃতি ছয়টীপুত্র, পিত্রাদি সকল সপিণ্ডের ধনে, অধিকারী হইতে পারিবে। ১৫৮। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম গূঢ়োৎপন্ন, ও অপবিদ্ধ এই ছয়টী পুত্র সপিণ্ডদিগের ধনে অধিকারী। ১৫৯। ঔরসপুত্র, পিতৃদায়ের বিভাগ কালে, ক্ষেত্রজ প্রভৃতিপুত্রকে ষষ্ঠভাগের এক ভাগ দিবে, গুণি বিবেচনা করিলে পঞ্চম ভাগের একভাগ দিবে। ১৬৪। ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র, পিতৃ ধনে অধিকারী, দত্তকাদি অপর দশবিধ পুত্র ও পিতার গোত্রভাগি ও ক্রমশঃ পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারিবে। ১৬৫। এস্থলে বিচার করিয়া দেখ, পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ এই বচন এবং ঔরস ক্ষেত্রজশ্চৈব এই অপর বচন উভয়বচন দ্বারা দত্তকের পিতৃধনে অধিকার আছে উহা জানান হইল। ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজ স্যাংশং এই বচন ও ঔরস

ক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ এই অপরবচন উভয়বচনদ্বারা পৈতৃক পঞ্চমাংশ ও ষষ্ঠাংশে, দত্তকের অধিকার আছে ইহাও জানান হইল,তবে যে মহর্ষিমনু, উপপন্নোগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ এই একটী বচনের নির্দ্দেশ করিলেন, ইহার কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না,সুতরাং বলিতে হইবে যে, সজাতীয়,দত্তকের কোন বিশেষ অংশ জানাইবার নিমিত্ত, মনু এই বচনটীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসর্ব্বজ্ঞব্যক্তির দ্বারা এই বিশেষার্থ প্রকাশিত হইতে পারে না, অতএব মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহন, মহর্ষি কাত্যায়নের বচন সহায় করিয়া,সবর্ণ দত্তকের তৃতীয়াংশ ব্যবস্থাপনের, দ্বারা মনুর্ গূঢ়ভাবার্থের প্রকাশ করিলেন, নতুবা উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্ত্রোযস্য তু দত্রিমঃ এই মনুবচনটীর্ নিরর্থকতা হইয়া উঠে, অতএব মহর্ষি কাত্যায়ন, ছন্দোগ পরিশিষ্টগ্রন্থে সামান্যতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; যে অন্য মহর্ষিদিগের গূঢ় ভাবার্থের প্রকাশ করিব। যথা।

অথাতো গোভিলোক্তানা মন্যেষাঞ্চৈব কর্ম্মণাং অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্‌-দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ।

গোভিল উক্ত ও অন্যমহর্ষি প্রোক্ত কর্ম্ম সকলের দীপেরন্যায় অস্পষ্ট ভাগের প্রকাশ করিয়া বলিব, যদিচ এস্থলে কর্ম্ম শব্দে বৈদিককর্ম্ম লক্ষ্য হইতে পারে বটে, তথাপি কর্ম্মশব্দে বহুবচন থাকায় সাধারণ কর্ম্মত্ত গ্রাহ্য হইবে। অতএব কাত্যায়ন, মহর্ষিবিষ্ণুর উক্ত অধ্যগ্ন্যাদিধনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং কাত্যায়ন বচন দ্বারা মনুরগূঢ়ার্থ প্রকাশ করা সমুচিত হইয়াছে। তবে যে উক্ত বচননের ব্যাখ্যা করিতে কুল্লুক ভট্ট, দত্তকের ষষ্ঠ ও পঞ্চম অংশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা জীমূতবাহনের মত বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। নতুবা জীমূতবাহন প্রিতার হীনবর্ণদত্তকাদির স্থলে পঞ্চম ও ষষ্ঠাংশের ব্যবস্থা

করিয়াছেন আবার কল্লূকভট্ট সজাতীয় দত্তকের স্থলে পঞ্চমও ষষ্ঠাংশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাসম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। স্থানে স্থানে কুল্লূকভট্টের সহিত জীমূতবাহনের মতের অনৈক্য ও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যথা। যংব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎ পাদয়েৎ সুতং স পারয়ন্নেব শব স্তস্মা পারশবঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপন্ন করে সে পুত্র শবের ন্যায় পার করিতে পারে না সুতরাং তাহাব নাম পারশব পুত্র। কুল্লূকভট্ট, ব্রাহ্মণের বিবাহিতাশূদ্রাভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রকে পারশব পুত্র বলিয়াছেন, আবার জীমূতবাহন অপরিণীতা শূদ্রাভার্য্যাতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে পারশব পুত্র বলিয়াছেন। যথা কুল্লূকভট্টঃ।

ষমিতি বিন্নাস্বেব বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাৎ পরিণীতায়ামেব শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণঃ যং পুত্রং জনয়েৎ স জীবন্নেব শবতুল্য ইতি পারশবঃ স্মৃতঃ।

বিবাহিতা বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য, বিধি দিয়াছেন, সুতরাং বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ, যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, জীবদ্দশাতেও অনুপ কারি বলিয়া সেই পুত্র শব তুল্য এই হেতু তাহার নাম পারশব। যথা জীমূতবাহনঃ।

যচ্চাহ মনুঃ। যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতং স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ। তদপরিণীতা শূদ্রাসুতাভিপ্রায়ং পরিণীতায়াঃ সকৃদৃতাবুপগমস্য বৈধত্বাৎ তত্রৈবচ গর্ভস্থিতেঃ। নচ দ্বিতীয়াদি সম্পর্কে হ্যপি অতঃ কামাদুৎপাদয়েৎ সুত মিত্যনূচ্য শূদ্রাভি প্রায়মেব।

ব্রাহ্মণ, শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্র শবেরন্যায় পার করিতে পারে না, সুতরাং তাহার নাম পারশবপুত্র ইহা অপরিণীতা শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র বলিতে হইবে। কারণ বিবাহিতা স্ত্রী হইলে উহাতে একবার ঋতুগমন বিধেয়

থাকায় গর্ভস্থিতি হইতে পারে, প্রথম সম্পর্কেই পুত্র জন্মে দ্বিতীয় সম্পর্কে পুত্র জন্মে না। অতএব কামবশতঃ পুত্র উৎপন্নকরিবে, যাহা মনু বলিয়াছেন তাহা অপরিণীতশূদ্রা অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, অতএব জীমূতবাহন সবর্ণদত্তকের, পৈতৃক ধনে, যে তৃতীয়াংশ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উক্ত মনুবচনানুসারেই করিয়াছেন, সন্দেহ নাই অতএব জীমূতবাহন অপরাপরস্থলে মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যত্তু বশিষ্ঠ বচনং।

অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলং কৃতাং অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদিতি, পুত্রিকাপুত্রস্য পুত্রত্বং বদতি তেন পুত্রিকায়া স্তৎ সুতস্যচ পুত্রত্বং তৎ মনুবিরোধাৎ পিণ্ডদানমাত্র যোগাৎ পুত্রত্ব মস্য গৌণং।

অলংকৃতা ও ভ্রাতৃরহিতা কন্যা তোমাকে দান করিতেছি; এই কন্যারগর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেইটি আমার পুত্র হইবে, মহর্ষিবশিষ্ঠ এই যে পুত্রিকাকন্যার পুত্রকে পুত্র বলিলেন ইহা মনুবিরুদ্ধ সুতরাং এস্থলে পুত্রপদটী গৌণ অর্থাৎ পিণ্ডদাতাকে বুঝাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ব্রজবিলাস নামক পুস্তকে, ভাইপো যে কএকটি আপত্তি করিয়াছেন তাহা কত দূর সঙ্গত।

প্রথম প্রশ্ন। সতুযদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীবএববা। বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োহপিবা। ঊঢ়াপিদেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষনা।

যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে ঊঢ়া অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রকে দান করিবেক। ইতি।

বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রকে দান করিবেক, ইহা এস্থলে প্রকৃত অর্থ নহে, কারণ উঢ়াশব্দে বাগদত্তা বলিতে হইবে। যেহেতু অন্যজাতীয় ও সগোত্রকর্ত্তৃকবিবাহিতাস্ত্রীকে মাতৃ ন্যায় ভরণ পোষণ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্ত্রী অন্যত্র প্রদত্তা হইতে পারে না, তাহা হইলে মাতৃন্যায় ভরণ পোষণ করিবে, ইহা বলিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে না।

যথা বৌধায়নঃ। সগোত্রাঞ্চেদমত্যা উপয়চ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াদিতি। সুমন্তুঃ। পিতৃস্বসৃসুতাং মাতৃস্বসৃসুতাং মাতুলসুতাং মাতৃসগোত্রাং সমানার্ষেয়ীং বিবাহ্য চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ পরিত্যজ্যচৈনাং বিভৃয়াদিতি। সগোত্র সমানপ্রবরয়োর্গ্রহণম্ বিবাহ্যস্ত্রীমাত্রোপলক্ষণং ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। অ| যায়
সবর্ণা বিবাহেঽপি চান্দ্রায়ণং চান্দ্রায়ণেন চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়োভবেৎ |তে-
আপস্তম্বাৎ। কলৌ অসবর্ণায়া মবিবাহ্যত্ব মাহ বৃহন্নারদীয়ং। সমুদ্র ৫২
স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং। দ্বিজানা মসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ইত্যাদি।

মহর্ষি বৌধায়ন বলিতেছেন, অজ্ঞানতঃ যদি সগোত্রাকন্যা বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে মাতৃ ন্যায় ভরণপোষণ করিবে। মহর্ষিসুমন্তু বলিতেছেন, পিসি মাসী ও মাতুলের কন্যা মাতামহসগোত্রকন্যা ও সমান প্রবরাকন্যা বিবাহ করিলে ঐ কন্যাকে ভরণ পোষণ করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার বলিয়াছেন, এস্থলে, যে, মহর্ষিগণ, সগোত্র ও সমান প্রবরাস্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অবিবাহ্য স্ত্রীমাত্রের উপলক্ষণ অর্থাৎ অবিবাহ্য স্ত্রী সামান্যকে বুঝাইবে, এই হেতু অসবর্ণাস্ত্রীবিবাহেও চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্ত বিধেয়, মহর্ষি আপস্তম্ব উপদেশ দিয়াছেন, একচান্দ্রায়ণদ্বারা সকল পাপের ক্ষয় হয়, বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত আছে, কলিযুগে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ্যা নহে। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ

ও দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা বিবাহ এই সকল কার্য্য কলিযুগে নিষিদ্ধ। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, মহর্ষিবৌধায়ন ও সুমন্তু যখন বিধি দিতেছেন, ভ্রমবশতঃ অসবর্ণাকন্যার সহিত কিম্বা সগোত্রের কন্যার সহিত, যদি প্রকৃতবিবাহ হয় তাহা হইলে, ঐ কন্যাকে মাতৃর ন্যায় ভরণ পোষণ করিবে এস্থলে মাতৃশব্দের উল্লেক থাকায়, ঐ কন্যাকে স্বয়ং উপভোগ করিতে পারিবে না, এবং ভরণ পোষণ করিবে ইহা বলাতে ঐ কন্যাকে অন্যপাত্রে দান করিতে পারিবে না ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব ঊঢ়াপি দেয়া অত্রাস্থলে ঊঢ়াশব্দে বাগদত্তা বলিতে হইবে, এবং অপিশব্দে, যে পুত্রোলার সহিত বাগদানপ্রনালীতে প্রতিজ্ঞা হয় নাই, কেবল পুত্রবধূ মাত্র করিব বলিয়াছে, সেই কন্যাকে বুঝাইবে। বাগদান, সংস্কারতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথা। অথ বিবাহঃ। তত্রপূর্ব্বং যদি বাগ্দানং ক্রিয়তে। তদা অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য রোগিণো অব্যঙ্গস্য পতিতস্য ক্লীবস্য বিবাহার্থং অমুকগোত্রামমুকীদেবীং কন্যাং দাতুং তবাহং প্রতিজানে ইতি পিতা ব্রুয়াৎ ইত্যাদি।

যদি বাগদান করে তবে অদ্যেত্যাদি অব্যঙ্গ অরোগী ও অক্লীব ব্যক্তির সহিত বিবাহের নিমিত্ত অমুক গোত্রে অমুক নাম্নী কন্যাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। পিতা ইহা বলিবেন। এস্থলে ঊঢ়াশব্দের বাগদত্তা অর্থ, আমি কেবল স্বীকার করিতেছি এমত নহে, মহামহোপাধ্যায়রঘুনন্দন, উদ্বাহতত্ত্বে, সত্তুযস্যান্যজাতীয় এই বচনের সমানবচন, কুল শীল বিহীনস্য ইত্যাদি বচনের, যে সন্দর্ভদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সন্দর্ভটী পাঠ করিলে, কাহারও সন্দেহ রহিবে না।

যথা। সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌর দণ্ডভাক্। দত্তামপি হরেৎ

কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ। দত্তাং বাগ্দত্তাং ইয়ং কন্যা অমুকায় দাতব্যা ইতি প্রতিশ্রুতাং ইতি যাবৎ। অত্র বিশেষমাহ নারদঃ। ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিস্মৃতঃ গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানং আসুরাদিষু চ ত্রিষু। এষবিধিঃ সকৃৎ দানবিধিঃ। গৌতমঃ। প্রতিশ্রুত্যাপি অধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ। ইতি। অধর্ম্মোহত্র দানানর্হতা প্রয়োজকঃ ইতি রত্নাকরঃ। বশিষ্ঠঃ। কুল শীল বিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্যচ অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশ ধারিণাং দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ।

কন্যাদান একবার, একপাত্রের সহিত প্রতিশ্রুত হইয়া যদি অপরপাত্রে সেই কন্যাদান করে,তাহা হইলে দাতা, চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে, পূর্ব্ববর অপেক্ষা গুণবন্তবর লাভ হইলে বাগ্দত্তা কন্যাও অন্যবরকে দিতে পারে। এস্থলে দত্তাপদের বাগ্দত্তা অর্থ, সংকল্প পূর্ব্বক দিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা যায় তাহার নাম বাগ্দান। এস্থলে মহর্ষিনারদ, বিশেষ বলিতেছেন। ব্রাহ্মপ্রভৃতি পাঁচবিবাহে, কন্যার একবার দান অর্থাৎ দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা, আসুরাদি তিন বিবাহে এক ব্যক্তিকে দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও তদপেক্ষায় অধিকগুণবন্ত পাত্রে লাভ হইলে সেই পাত্রে সেই প্রতিশ্রুতা কন্যা দান করিতে পারে। মহর্ষিগৌতম বলিয়াছেন, প্রতিশ্রুত হইলেও অধর্ম্মসংযুক্তপাত্রকে দিবে না। রত্নাকর বলিয়াছেন যাহাকে কন্যা দান করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছে, উহার নাম অধর্ম্ম সংযুক্ত, মহর্ষিবশিষ্ঠ, অধর্ম্ম সংযুক্ত, কাহাকে বলা যায় উহা ব্যক্ত করিতেছেন, কুলশীলবিহীন, ক্লীব, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, বিধর্ম্মি, রোগী, ও বেশধারি, এবং সগোত্র এই সকল ব্যক্তির সহিত কন্যার বাগ্দান হইলেও অন্য পাত্রে সেই কন্যা দান করিতে পারে। এক্ষণে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন্ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন উক্ত প্রবন্ধদ্বারা

যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা দ্বারা উঢ়াশব্দে বাগদত্তা বুঝা-ইতেছে কি না। বিশেষতঃ সগোত্রোঢ়া এস্থলে উঢ়াশব্দও দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং বাগদত্তা বলিতে হইবে আমার বোধ হয় এবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিতেছে না।

(প্রশ্ন) অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান্নাম বীর্য্যবান্ সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা পত্যৌহতে সুপর্ণেন কৃপণা দীন চেতনা।

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবাণ নামে এক পুত্র শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবৎ ঐ দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করেন্। (উত্তর) প্রতিবাদি ভাইপো কর্ত্তৃক অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ এই একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সমস্তশ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই, সমস্তশ্লোকপাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন, যে, পুনর্ব্বিবাহার্থ অর্জ্জুনকে প্রদত্ত হইয়াছে কি, নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

যথা মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বণি। অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ ইরাবান্নাম বীর্য্যবান্। সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা ঐরাবতেন সা দত্তাহ্যনপত্যা মহাত্মনা পত্যৌহতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাং। এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেহর্জ্জুনাত্মজঃ।

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে, সুপর্ণকর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবৎ, ঐ দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্র-হীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুন কাম পরতন্ত্র। ঐ কন্যাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন, এইরূপে পরক্ষেত্রে অর্জ্জুন

কর্ত্তৃক এই পুত্রটী উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, উপসংহারভাগে, যখন পরক্ষেত্রে এই শব্দটী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তখন নাগরাজ বিবাহের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে কন্যাদান করেন নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে, যদি প্রকৃতবিবাহ হইত, তাহা হইলে, স্বক্ষেত্রেই বলিতেন, পর-ক্ষেত্রে বলিবার আর আবশ্যকতা থাকিত না, পরন্তু অনপত্যা এই বিশেষণ থাকায়, সন্তান কামনায়, নিয়োগার্থ দান করিয়া ছিলেন, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিতে হইবে।

(দ্বিতীয় প্রশ্নঃ)। খুড়া মহাশয়! বিবাহের যে লক্ষণ নির্দ্ধা-রিত করিয়াছেন, তাহাও আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

যথা। বিহিতদানোত্তর গ্রহণস্যৈব বিবাহপদার্থত্বাৎ।

যথা বিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহ শব্দ বাচ্য অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বক কন্যার দান ও সেই দানের পর বিধি পূর্ব্বক যে, কন্যার গ্রহণ, তাহাকেই বিবাহ বলে। সুতরাং যেখানে এই উভয়ের অসম্ভাব অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বক দান ও গ্রহণ নাই, সেস্থলে বিবাহ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, বিবাহ অষ্টবিধ, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস পৈশাচ। যেস্থলে কন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করা যায় তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ, যেস্থলে কন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রা-লঙ্কারে ভূষিতা করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানব্যাপৃত ব্যক্তিকে দান করা যায় তাহার নাম দৈব বিবাহ। যেস্থলে বরের নিকট হইতে গোযুগল গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আর্ষ বিবাহ। যেস্থলে উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা কহিয়া বিবাহার্থী ব্যক্তিকে কন্যা

দান করা যায়, তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। যেস্থলে বর পক্ষের নিকট হইতে ধন গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায়, তাহার নাম আসুর বিবাহ। যেস্থলে বর ও কন্যা পরস্পর অনুরাগবশতঃ আপন ইচ্ছানুসারে, দম্পতি ভাবে মিলিত হয়, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। যেস্থলে কন্যার কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বল পূর্ব্বক কন্যা হরণ করে, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ, যেস্থলে ছলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করে তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ। এক্ষণে খুড়ামহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ তাহাই বিবাহ-শব্দ বাচ্য তাঁহার নির্দ্ধারিত এই বিবাহ লক্ষণ, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ, এইতিন বিবাহে খাটিতেছে কি না, গান্ধর্ব্ব বিবাহ বর ও কন্যার স্বেচ্ছাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দান ও গ্রহণের কোনই সংস্রব নাই, দারী মুদ্দাই রাজী কি করিবে কাজি; বর কন্যা, রাজি হইয়া কাজ শেষ করিলে, বাপের আর চালাকি করিবার দরকার থাকিতেছে না। কন্যার কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণের নাম রাক্ষস বিবাহ; ছল পূর্ব্বক কন্যা হরণের নাম পৈশাচবিবাহ; এই দুইস্থলে, দান ও গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ, তাহাই বিবাহ শব্দ বাচ্য, এই লক্ষণ ঐ তিন বিবাহে খাটা অসম্ভব বোধ হইতেছে, যদি না খাটে তবে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা যে এই তিনকে বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়?

উত্তর।

যথাবিধি দানের পর গ্রহণের নাম যে বিবাহ বলিয়াছেন ইহা যথার্থ লক্ষণ বলিয়াছেন বলিতে হইবে। ইহার কোন স্থানেই ব্যভিচার দেখা যায় না। তবে যে উপযুক্ত ভাইপো

গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ বিবাহে বিবাহ লক্ষণ খাটিতেছে না ইহা বলিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ বর ও কন্যার স্বেচ্ছাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দান ও গ্রহণের কোন সংস্রব নাই, দায়ী মুদ্দাই রাজি কি করিবে কাজি ইহা বলিয়াছেন, ইটীও ভাইপোর কাজির বিচার বলিতে হইবে। কারণ অষ্ট প্রকার বিবাহে দান ও গ্রহণের আবশ্যকতা আছে।

যথা নারদঃ। ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষু বিধিঃ স্মৃতঃ গুণাপেক্ষ্যং ভবেদ্দান মাসুরাদিষুচত্রিষু।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, ও গান্ধর্ব্ব, এই পঞ্চ প্রকার বিবাহে কন্যা দানের একবার বিধি। আর আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহে গুণী অপেক্ষা করিয়া দান বিধি। অর্থাৎ আসুরাদি বিবাহে এক পাত্রের সহিত বিবাহের অবধারণ হইলেও তদপেক্ষায় যদি অধিক গুণবান্ পাত্রলাভ হয়, তাহা হইলে, সেই গুণবন্ত পাত্রে কন্যা দান করিলে, দোষ হয় না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, যদি গান্ধর্ব্বাদি বিবাহে দান ও গ্রহণের অপেক্ষা নাই বলিতে হয়, তাহা হইলে, এই নারদবচনের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে। অতএব মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন স্পষ্ট করিয়াছেন। (তেন ভার্য্যাত্ব সম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ। বিবাহসম্পাদক দানাদি ভেদাৎ ব্রাহ্মাদি ভেদঃ)। ভার্য্যাত্ব সম্পাদক গ্রহণের নাম বিবাহ এবং বিবাহ সম্পাদক দানের প্রকার ভেদদ্বারা ব্রাহ্মাদি অষ্ট প্রকার বিবাহের ভেদ।

অপিচ এবম্ভূত ত্যাগাদনন্তরগ্রহণে ব্রাহ্মাদ্যষ্টনামকো বিবাহ ইতি বর্দ্ধমানার্থঃ।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকার দানের পর পরিগ্রহ হইলে ব্রাহ্মাদি অষ্ট প্রকার বিবাহ সম্পাদিত হইবে।

(তৃতীয় প্রশ্ন:)। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু-নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। অষ্টৌবর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং। অপ্রসূতাতু চাত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ। ক্ষত্রিয়াষট্‌সমা স্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ং। বৈশ্যাপ্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরাবসেৎ ॥ ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল-এব প্রোষিত যোষিতাং। জীবতি শ্রূয়মাণেতু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥ অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ। অতোহন্যগমনে স্ত্রীণামেষু দোষোন-বিদ্যতে ॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে,অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর, তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে তিন বৎসর, বৈশ্যজাতীয়াস্ত্রী যদি সন্তান না হইয়া থাকে, চারি বৎসর, নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত কালনিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত,অতএব এই কয়েকস্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ দোষাবহ নহে। নারদসংহিতার এই অংশ খুড়ামহাশয়ের দিব্য চক্ষুর্‌ গোচর হইলে, তিনি, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন বাগ্দত্তাবিষয়ক বলিয়া, অভ্রান্ত, অকাট্য সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর হইতেন, এরূপ বোধ হয় না, কারণ যদি এই বচন বাগ্দত্তাবিষয়ক হইত, তাহা হইলে অনুদ্দেশ স্থলে, সন্তান হইলে একপ্রকার কাল নিয়ম; সন্তান না হইলে আর এক

প্রকার কাল নিয়ম, কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। অতএব খুড়া মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন এই, পরাশরবচন বাগ্দত্তাবিষয়ে ব্যবস্থাপিত হইলে, নারদসংহিতার সহিত বিরোধ ঘটে কি না।

(উত্তর)। নারদবচনটী নিয়োগধর্ম্মবিধায়ক বলিতে হইবে, এস্থলে প্রতিবাদী মহাশয়! কেবল, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব বচনটী উদ্ধৃত করেন নাই, সম্প্রতি আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

যথা নারদঃ। অজ্ঞাতদোষেনোঢ়া যা নির্দ্দোষা নান্য মাশ্রিতা। বন্ধুভিঃ সাভিযোক্তব্যা নির্বন্ধুঃ স্বয় মাশ্রয়েৎ। নষ্টে মৃতেপ্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। অষ্টৌবর্ষা ণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং অপ্রসূতাচ চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ। ক্ষত্রিয়াষট সমাস্তিষ্ঠেৎ অপ্রসূতা সমাত্রয়ং। বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ইতরাবসেৎ। ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালঃ এষ প্রোষিত যোষিতাং জীবতি শ্রূয়মাণেতু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ অপ্রবৃত্তৌচ ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ। অতোহন্য গমনে স্ত্রীণাং এষুদোষো নবিদ্যতে।

পরে স্বামীর অনুদ্দেশাদি পঞ্চ আপদ ঘটিবে ইহা না জানিয়া যে স্ত্রী বিবাহিতা হয়, অথচ স্বয়ং দোষাক্রান্ত নহে অন্যপুরুষকেও আশ্রয় করে নাই, এমত স্থলে পিত্রাদির অনুমত্যনুসারে সন্তানার্থ নিয়োগধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে বন্ধু না থাকিলে স্বয়ংই আশ্রয় করিতে পারে। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, পতিত হইলে, ও ক্লীব স্থির হইলে, সন্তানের নিমিত্ত স্ত্রীদিগের অন্য পতি অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তা অপরপুরুষ বিধেয়। স্বামির অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। অপুত্রা হইলে চারিবৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য পুরুষকে

আশ্রয় করিতে পারে, ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে. অপুত্রা হইলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে। বৈশ্যা চারি বৎসর, অপুত্রা হইলে দুই বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারিবে। শূদ্রার, কাল নিয়ম নাই, যখন মনে করে তৎক্ষণেই করিতে পারে। বিদেশগামি স্বামীর জীবিত বার্ত্তা শ্রবণ করিলে যাহার যেরূপ কাল বিহিত হইয়াছে, ইহার দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই অভিপ্রেত। অতএব এই পাঁচটী স্থলে স্ত্রীদিগের অন্যপুরুষ সংসর্গ নিবন্ধন ব্যভিচার দোষ হইবে না, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন উপক্রমে অভিযোক্তব্যা এই পদটী থাকায়, নিয়োগধর্ম্ম উপক্রম করিয়া বলিতেছেন, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। উপসংহারে অন্য গমনে স্ত্রীণাং এষুদোষো ন বিদ্যতে, ইহাদ্বারা স্পষ্ট জানাইতেছে নিরুক্ত পঞ্চ আপদে পরপুরুষ সংসর্গে স্ত্রীদিগের ব্যভিচারনিবন্ধন দোষ হয় না, যদি প্রকৃত বিবাহ হইত তাহা হইলে, মহর্ষিনারদ কদাচ অভিযোক্তব্যা ও অন্য গমনে স্ত্রীণাং এষুদোষো নবিদ্যতে এই সমস্ত পদের নির্দ্দেশ করিতেন না। বিবাহিত পতির সহিত বিবাহিত পত্নীর সহবাস পক্ষে কি দোষের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং নারদ বচনে পতিরন্যো বিধীয়তে ইহার অর্থ, বিবাহ কদাচ বলা যাইতে পারে না। অপিচ মহর্ষিনারদ, যে অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ বলিয়াছেন, উহাতে কন্যা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং নারদের মতে কন্যা ব্যতীত বিবাহিতার স্থলে বিবাহ শব্দ প্রয়োগ করা যায় না, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে।

যথা নারদঃ। সৎকৃত্যাহূয় কন্যান্তু দদ্যাৎ ব্রাহ্মোহলঙ্কৃতাং। সহধর্ম্মংচরেত্যুক্তা। প্রজাপত্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। বস্ত্রগোমিথুনাভ্যাঞ্চ বিবাহ স্থার্ষ উচ্যতে

অথ বেদ্যাস্তু দৈবঃ স্যাৎ ঋত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে। প্রসহ্য হরণাদুক্তো বিবাহো রাক্ষসস্তথা। সুপ্তপ্রমত্তাপগমাৎ পৈশাচ স্তুষ্টমোঽধমঃ।

সৎকার ও বরাহ্বান পূর্ব্বক সবস্ত্রালঙ্কৃত, কন্যার দান ব্রাহ্ম বিবাহ। ১। মিলিত হইয়া ধর্ম্ম আচরণ কর এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। ২। বস্ত্র গোমিথুনের সহিত কন্যাদান আর্ষবিবাহ। ৩। যজ্ঞ দক্ষিণার্থ ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান দৈব বিবাহ। ৪। ইচ্ছুকপাত্রে ইচ্ছাবতী কন্যাদান গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ৫। মূল্যগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা দান আসুর বিবাহ। ৬। বলপূর্ব্বক অপহৃত কন্যার দান রাক্ষস বিবাহ। ৭। নিদ্রাদিদশায় অপহৃত কন্যার দান পৈশাচ বিবাহ। ৮। এক্ষণে দেখুন মহর্ষিনারদ কন্যাকে উপক্রম করিয়া অষ্ট বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং নারদের মতে কদাচ বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ বলা যাইতে পারিবে না। অতএব অপ্রসূতা চ চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ। সন্তান না থাকিলে চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া নিয়োগধর্ম্মানুসারে অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিবে, ইহাদ্বারা পুত্রই একমাত্র প্রয়োজন, ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন। তবে যে প্রসূতাকে অষ্টবর্ষ প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য বলিতে হইবে, অপ্রসস্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্টবর্ষ প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণী প্রশস্ত পুত্রের নিমিত্ত অন্যকে আশ্রয় করিতে পারিবে। অথবা একমাত্র পুত্রসত্ত্বে দ্বিতীয়পুত্রের নিমিত্ত অন্যকে আশ্রয় করিতে পারিবে।

তথাচ মনুঃ। দ্বিতীয় মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ। অনিবৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তোধর্ম্মতঃ স্তয়োঃ। অত্র কুল্লুকভট্টঃ। দ্বিতীয়েতি। অন্যেপুনরাচার্য্যা নিয়োগাৎ পুত্রোৎপাদনবিধিজ্ঞাঃ। অপুত্র একপুত্র ইতি শিষ্টপ্রবাদাৎ অনিষ্পন্নঃ নিয়োগপ্রয়োজনং মন্যমানাঃ স্ত্রীষু পুত্রোৎপাদনং দ্বিতীয়ং ধর্ম্মতো মন্যন্তে। ৬১।

একপুত্র অপুত্রতুল্য, সুতরাং নিয়োগের প্রয়োজন, থাকিতেছে না বলিয়া নিয়োগধর্ম্মজ্ঞ অপর আচার্য্যগণ, নিয়োগার্থিনী স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনও ধর্ম্ম ইহা বলিয়াছেন।

চতুর্থ প্রসঙ্গ।

শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়ার নিকট আর একটী প্রশ্ন এই, যে ব্যক্তিকে কন্যার বাগ্দান করা যায়, সে সগোত্রা, চিররোগী যথেচ্ছাচারী, অন্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে, ঐ বাগ্দত্তা কন্যার কিরূপগতি হইবেক। কারণ খুড়ার সিদ্ধান্ত এই পরাশর, বাগ্দত্তাকন্যার পক্ষে বর বিদেশগত, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত, ও ক্লীব স্থির হইলে, বিবাহের বিধি দিয়াছেন। যখন, এই পাঁচটিস্থল ধরিয়া বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে, বিবাহের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তখন তদ্ভিন্ন স্থলে কিরূপে বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহ হইতে পারে। মনেকর, কেহ, সজাতীয় স্থির করিয়া কোনও ব্যক্তিকে কন্যার বাগ্দান করিয়াছে। পরে জানাগেল, সে ব্যক্তি অন্য জাতীয়, এক্ষণে ঐ বাগ্দত্তা কন্যাকে সেই অন্য জাতীয় পাত্রে দেওয়া যাইবেক ; কিম্বা সজাতীয় অন্যপাত্র স্থির করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবেক ; অথবা, খুড়া মহাশয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বাগ্দত্তা কন্যাকে যে পাঁচস্থলে অন্যপাত্রে দিবার বিধি আছে এ, সে পাঁচের অন্তর্গত স্থল নহে, সুতরাং তাহার আর বিবাহ হইবার পথ নাই, এজন্য তাহাকে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবেক। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, খুড়ামহাশয়ের নিকট, এই লক্ষ্মীছাড়া প্রশ্নটি অগত্যা উপস্থিত করিতে হইল।

উত্তর।

যাঁহারা পরাশরবচনের বাগ্দত্তা বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাঁহা দিগের মতে পরাশরবচনস্থ ক্লীবেচ এই চকার

দ্বারা অন্য জাতীয় প্রভৃতি পরিগৃহীত হইবে। ইহা কেবল আমার মনঃকল্পিত নহে, চতুর্ব্বিংশতি স্মৃতি ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় ভট্টজীউ দীক্ষিত, নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশর বচন, বাগ্দত্তা বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং উক্ত-বচনস্থ ক্লীবেচ এই চকারদ্বারা অন্য জাতীয় প্রভৃতিকে পরিগ্রহ করিয়াছেন।

যথা, যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয় মুদ্বহেৎ। অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তাং অসপিণ্ডাং যবীয়সীং॥ অনন্যেতি যা দানেন উপভোগেনবা পুরুষান্তর পূর্ব্বিকান ভবতি তাং এতেন সপ্তপৌনর্ভবো ব্যাবর্ত্তন্তে। তথাচ বৌধায়নঃ বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, অগ্নিং পরিগতা, সপ্তপদংনীতা, ভুক্তা, গৃহীতগর্ভা, প্রসূতাচেতি। সপ্তবিধাপুনর্ভূস্তাং গৃহীত্বা ন প্রজান্তধর্ম্মং বিন্দেৎ অত্র বাগ্দত্তা মনোদত্তয়ো নিষেধঃ পূর্ব্ববরস্য নির্দোষিত্বে সতিবোধ্যঃ। অতএব নারদঃ দত্তান্যায়েন যা কন্যা বরায় ন দদাতি তাং অতুষ্টশ্চবরোরাজা স দণ্ড্যস্তত্রচৌরবৎ ইতি তস্যৈব দণ্ডং বিধত্তে। তুষ্টে পূর্ব্ববরে বাগ্দত্তাপি বরান্তরায় দেয়া। তথাচ পরাশরঃ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। অস্যার্থঃ বাগ্দানানন্তরং পাণিগ্রহণাৎ প্রাক্ পত্যৌ সম্ভাবিতোৎপত্তিকপতিত্বে। নষ্টে দূরদেশগমনেনাপরিজ্ঞাতবৃত্তান্তে। ক্লীবেচ চকারাৎ অন্যজাতীয়াদের্গ্রহণং। তথাচ কাত্যায়নঃ স তু যদন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীবএব বা বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োঽপিবা উঢ়াপিদেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা ইতি অত্রোঢ়াপি অপিশব্দেন কৈমুতিকন্যায়েন বাগ্দত্তায়াএব অন্যস্মৈদান মাচষ্টে নতূঢ়ায়াঃ অন্যথা সগোত্রায়া অপি পুনর্ব্বি-বাহপ্রসক্তৌ মাতৃবৎ পরিপালয়েদিতি বিরুধ্যেত।

দান কিম্বা উপভোগের দ্বারা যে স্ত্রী পুরুষান্তরকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই সেই স্ত্রীর নাম অনন্যপূর্ব্বিকা, বিবাহ লক্ষণে অনন্যপূর্ব্বিকা এইরূপ বিশেষণথাকায় সপ্তপ্রকার পুনর্ভূকন্যা পরিত্যক্তা হইতেছে। সপ্তবিধ পুনর্ভূকন্যা মহর্ষিবৌধায়ন, কহিয়াছেন, যাহার বৈবাহিকহোম হইয়াছে, যাহার সপ্তপদীগমন হইয়াছে। যাহার পুরুষের সহিত

সংসর্গ হইয়াছে, যাহার গর্ব্ভ হইয়াছে, যাহার সন্তানপ্রসব হইয়াছে এই সপ্ত প্রকার পুনর্ভূ। বৌধায়নবচনে বাগ্দত্তা ও মনোদত্তা এই উভয়কন্যার যে নিষেধ দেখা যাইতেছে ইহাও পূর্ব্ববরের নির্দ্দোষ অবস্থায় বলিতে হইবে। অতএব মহর্ষিনারদ বলিয়াছেন। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কন্যার বাগ্দান সম্পাদিত হইয়াছে, সেইবর অতুষ্ট হইলে, যদি অন্য বরকে সেইকন্যা দানকরে, তাহা হইলে রাজা কন্যাদাতাকে চোরের ন্যায় দণ্ড করিবেন, পূর্ব্ববরের দোষ প্রকাশ হইলে ঐকন্যা অপরবরকে দিতে পারে। ইহাই মহর্ষিপরাশর বলিয়াছেন যথা, পতি অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, ও পতিত হইলে অন্যপতির সহিত বিবাহ হইতে পারে। বচনের অর্থ গ্রন্থকার স্বয়ং করিতেছেন। যথা, বাগ্দানের পর পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে দুরদেশ গমন দ্বারা পূর্ব্ববরের সম্বাদ না পাইলে ইহা নষ্টে এই শব্দের অর্থ। ক্লীবেচ এই চকার দ্বারা অন্য জাতীয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা মহর্ষি কাত্যায়ন দেখাইয়াছেন। যথা, অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, বিকর্ম্মস্থ, সগোত্র, দাস ও চিররোগী, এই কএকটী স্থলে ঊঢ়া অর্থাৎ বাগ্দত্তা কন্যা অন্য বরকে দিতে পারে। এস্থলে ঊঢ়াপি এই অপিশব্দে কৈমুতিকন্যায়ে বাগ্দত্তাকেই বুঝাইবে প্রকৃত ঊঢ়াকন্যাকে বুঝাইবে না, অন্যথা সগোত্রে বিবাহিতাস্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ প্রসক্তি আশঙ্কা করিয়া সেই স্ত্রীকে মাতৃর ন্যায় ভরণ পোষণ করিবে ইহা বলিয়াছেন, এই শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। এক্ষণে দেখুন ভট্টজীউ দীক্ষিতও ইত্যন্ত প্রবন্ধ দ্বারা যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা আমার সম্পূর্ণ পোষক হইতেছে,

তবে এস্থলে এই একটি আপত্তি হইতে পারে, যে, ক্লীবেচ এই চকারদ্বারা যদি অন্য জাতীয় প্রভৃতি পরিগৃহীত হইল, তাহা হইলে মহর্ষিপরাশর, পঞ্চ আপদ ধরিয়া স্ত্রীদিগের, যে, পুনঃপতি করণের বিধান করিলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, ইহা মহাশয়! বলিতে পারেন বটে, পরন্তু সংখ্যা কীর্ত্তন থাকিলেও নিবন্ধকারগণ বিশেষ বচনানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অবিবক্ষা করিয়া থাকেন।

যথা দায়ভাগে স্ত্রীধনপ্রকরণে জীমূতবাহনঃ। অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ ভ্রাতৃ মাতৃ পিতৃ প্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং। তদেব অসংখ্য-স্ত্রীধনকীর্ত্তনাৎ ষট্‌সংখ্যা ন বিবক্ষিতা কিন্তু স্ত্রীধন মাত্র পরাণিবচনানি।

অগ্নি সমীপে দত্ত, অধ্যাবাহনিক, প্রীতি ক্রমে দত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত, এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন, যেহেতু অপরাপরবচনে ছয়ের অধিক স্ত্রীধন দৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু এস্থলে ছয়টী মাত্র সংখ্যা গ্রাহ্য হইবে না। পরন্তু কেবল স্ত্রীধনবোধকবচন গুলি জানিবে। এক্ষণে দেখুন মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহন এস্থলে ষট্‌সংখ্যা স্বীকার না করিয়া বিশেষবচনানুসারে অধিক সংখ্যা স্বীকার করিলেন। এই দৃষ্টান্তে মহর্ষিপরাশরকর্ত্তৃক পঞ্চবিধ আপদ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সতুযদন্য জাতীয় ইত্যাদি নানা বচনানুসারে, চতুর্দ্দশ আপদে বাগ্দানস্থলে অন্যপতির সহিত বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহ হইবে। ইহা বলিতে কোন বাধা দেখি না। অথবা পরাশরোক্ত পঞ্চ আপদ পদের পঞ্চ পঞ্চ এইরূপ একশেষ সমাস স্বীকার করিয়া দশটী আপদ বলিলে আর কোন বিরোধ থাকে না। তথাচ।

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এববা বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রোবা দাসোদীর্ঘাময়োহপিবা ঊঢ়াপিদেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা। কুলশীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাং দত্তামপি হরেৎ

কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈবচ। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে

এস্থলে দীর্ঘাময়, অপস্মারি, ও রোগী এই তিনটির প্রকার ভেদমাত্র, ফলতঃ একরোগী পদেই তিনটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিকর্ম্মস্থ, দাস, বেশধারী, ও বিধর্ম্মী এই চারিটির প্রকার ভেদমাত্র, ফলতঃ এক বিকর্ম্মস্থশব্দে সকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; বিকর্ম্মস্থ শব্দের অর্থ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী। তথাচ, অনুদ্দেশ (১) মরণ (২) সন্ন্যাস (৩) ক্লীব (৪) পতিত (৫) অন্যজাতীয় (৬) রোগী (৭) কুলশীল বিহীন (৮) সগোত্র (৯) বিকর্ম্মস্থ (১০) যদ্যপি ভট্টজীউ দীক্ষিত ঊঢ়াপিদেয়া সান্যস্মৈ এস্থলে অপিশব্দে কৈমুতিক ন্যায়ে কেবল বাগদত্তাকেই বুঝায় প্রকৃত ঊঢ়াকে বুঝায় না, ইহামাত্র লিখিয়াছেন অপিশব্দের অর্থ স্পষ্ট করেন নাই। তথাপি আমি তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। বাগদত্তা কন্যাকেও অন্যবরকে দিতে পারে অপিশব্দে যে কন্যার বাগদান প্রণালীতে দাতব্য বিষয়ের প্রতিজ্ঞা হয় নাই।

কেবল দিব মাত্র প্রতিশ্রুত হইয়াছে সে কন্যাকে বুঝাইবে। বাগদান প্রণালী সংস্কার তত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন

যথা। অথ বিবাহঃ তত্রপূর্ব্বং যদিবাগ্দানং ক্রিয়তে। তদা অদোতাদি অমুকগোত্রস্য। রোগিণোঽব্যঙ্গস্যাপতিতস্যা ক্লীবস্য বিবাহার্থং অমুকগোত্রামমুকীং দেবীং কন্যাং দাতুং তবাহং প্রতিজানে ইতি পিতাক্রয়াৎ।

যদি পূর্ব্বে বাগ্দান করে তবে সংকল্প পূর্ব্বক অরোগী অব্যঙ্গ অপতিত অক্লীব অমুকগোত্র অমুকবরের বিবাহার্থ অমুকগোত্রে অমুকনাম্নী কন্যাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যেস্থলে এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে সেস্থলে বাগ্দান বলা যাইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন।

খুড়ামহাশয়ের উপসংহার ভাগের এই অংশটি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, যখন আসরে নামিব, তোমাদের হইয়াই নাচিব ও গাইব, এই আশয় দিয়া, নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাদুরের নিকট হইতে, তৈলবট লওয়া হইয়াছে। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাদ্বারা, কৌশল করিয়া তাঁতিকুল, বৈষ্ণব কুল উভয় রক্ষা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অসম্ভব এইরূপ লিখিয়া শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভাদেবীর মন রাখিয়াছেন, আর, উপরি নির্দ্দিষ্ট অংশটুকু লিখিয়া, নলডাঙ্গার চেঙনা বাহাদুরের মান রাখিয়াছেন। এক্ষণে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে বিধবার বিবাহপক্ষে শ্রীমান বিদ্যারত্ন খুড়ার, সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, অন্যপক্ষে কেবল মৌখিক। কারণ বিবাহের পক্ষে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অকাট্য, বিবাহের বিপক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা টেকসই নয়। পরাশরবচন বাগ্দত্তা-কন্যার বিষয়ে, এই যে কথা বলিয়াছেন, সে ছেলে খেলা-মাত্র; কারণ এদিকের চন্দ্র ওদিকে উঠিলেও, পরাশর বচন বাগ্দত্তাবিষয়ক, ইহা কদাচ সাব্যস্ত হইবার নহে। আর, এদিকে কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের বিবাহের যে নিষেধ আছে, সেই নিষেধ রহিত করিয়া, পরাশর, বিবাহের বিশেষ বিধি দিয়াছেন। এই যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা অকাট্য নলডাঙ্গারচেঙনা বাহাদুরকে, প্রথমতঃ লক্ষ্মীছাড়া ও লঙ্কেশ্বর ঠাহরাইয়াছিলাম; এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি একজন খুব তুখড় সিয়ান ছোকরা; বিদ্যারত্নখুড়ারে হাতকরিয়া, ভিতরে ভিতরে কেমন কাজগুছাইয়া লইয়াছেন। অথবা তিনি

দেখিতে যেরূপ শিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি, তাহাতে এটি তাহার বুদ্ধির খেলা বলিয়া বোধ হয় না। মজুমদার বলিয়া তাঁহার যে একটি বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তাঁরই তেঁদড়ামি।

অমায়িক, উদারচিত্ত,* শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড়ামহাশয় লিখিয়াছেন, কাশ্যপবচনে বাগদত্তাপ্রভৃতিস্ত্রীদিগের বিবাহে নিন্দাকীর্ত্তন আছে; সুতরাং কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেক না; পরাশর সেই বিষয়েই বিশেষবিধি দিয়াছেন; অর্থাৎ বাগদত্তাপ্রভৃতির বর, ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারিবেক, পরাশর এই বিধি দিয়াছেন। খুড়ামহাশয়ের উল্লিখিত কাশ্যপ বচন এই।

বাচাদত্তা অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ মনে মনে যাহাকে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুক মঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা-গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে অগ্নিংপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথা বিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর্ গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পৌনর্ভবকন্যা বর্জ্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্তা কন্যা বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায় কুলদগ্ধ করে। খুড়ামহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, এই কাশ্যপ বচনে যাহাদের বিবাহ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পরাশর। অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচস্থলে, তাহাদের বিবাহের বিধি দিয়াছেন। সুতরাং অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচাদত্তা, মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা উদকস্পর্শিতা

পাণিগৃহীতিকা অগ্নিংপরিগতা পুনর্ভূপ্রভবা, এই সাত প্রকারকন্যার বিবাহ, বিধি সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথা বিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিং পরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা যথা বিধি সম্পন্ন হইয়াছে, এই তিন কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। এই তিন কন্যার পতি, মৃত, পতিত, প্রব্রজিত, প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড়ামহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে পরাশরের বিশেষ বিধির বলে তাহাদের বিবাহ হইতে পারিতেছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থার সহিত, খুড়া মহাশয়ের মীমাংসার আর কোনও অংশে অনুমাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না।

উত্তর।

ভাইপো, যখন আসরে নামিব, তখন তোমাদিগের হইয়া নাচিব ও গাইব ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। বিদ্যারত্ন মহাশয় তৈলবট্ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন, তবে আমরা ইহা মাত্র বলিতে পারি, যে নলডাঙ্গার রাজার পক্ষে নাচেন নাই ও গায়েন নাই। কাশ্যপ বচনের প্রতিপ্রসব পরাশরের বচন, ইহা বলিলেই কি কাশ্যপ বচনে যাহা যাহা বিধেয় হইবে, তাহার তাহারই প্রতি প্রসব বলিতে হইবে, ইহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত তৃতীয় প্রশ্নে ব্যক্ত আছে যে।

তত্রৈব পরাশরবচনং প্রতিপ্রসববিধায়কং ন তু বিবাহিতায়াঃ পুনর্ব্বিবাহ বিধায়কং।

সেই স্থলেই পরাশরবচন প্রতিপ্রসব বিধায়ক নতুবা বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিধায়ক নহে, যখন স্পষ্টা-

ভিধানে ব্যক্ত করিতেছেন বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না, তখন বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে ইহা সুব্যক্ত হইতেছে, সুতরাং বাগ্দত্তাদীনাং এস্থলে আদিশব্দে মনোদত্তাও কৃতকৌতুক মঙ্গলা এই দুইটী মাত্র পরিগৃহীত হইবে, নতুবা উদকস্পর্শিতা প্রভৃতি গৃহীত হইবে না, কারণ বিবাহপ্রতিপাদক বচনে কন্যাশব্দ প্রযুক্ত থাকায়, দানাদিদ্বারা যাহার কন্যাত্ব দূরীভূত হইয়াছে সেই কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বে বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার লিখিতে হইলে গ্রন্থের গৌরব হইয়া উঠে। আর এদিগের চন্দ্র ওদিকে উঠিলেও পরাশর বচন বাগ্দত্তা বিষয় ইহা কদাচ সাব্যস্ত হইবার নহে ইহা যাহা লিখিয়াছেন এটী দেখিবার ভুল বলিতে হইবে কারণ একদিগের চন্দ্র অপর দিগে গমন করিয়া থাকে। ভট্টজীউ দীক্ষিতের মতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেরই সাব্যস্ত হইবে যে পরাশরবচন বাগ্দত্তা বিষয়ে উত্তমরূপে খাটিতেছে। অপর, তিনি যেরূপ শিষ্ট ও শান্ত প্রকৃতি ইহা লিখিয়াছেন এস্থলে বক্তব্য, তাহার যেরূপশান্তপ্রকৃতি, ভাইপোরও ঠিক্ তদ্রূপ শান্তপ্রত্যয়, প্রকৃতি প্রত্যয় উভয় মিলিত না হইলে বিশিষ্ট অর্থের অবগতি হয় না। এক্ষণে পাঠকগণ, নিবিষ্টচিত্তে বিচার করুন পাঁচটিপ্রশ্নের উত্তর হইয়াছে কি না।

এক্ষণে দেখা যাউক কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ বলিয়া যে পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, উহার মধ্যে যে বীর মিত্রোদয় নামক গ্রন্থের একটী সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে উহাদ্বারা বিধবা বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না। যথা

"অথাধিবেদনম্। তত্রুক্তমৈতরেয়ব্রাহ্মণে

একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি

নৈকস্মৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ

ইতি। সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে। অতএব

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যন্তরং স্মর্য্যতে" (১)

অতঃপর অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,

এক পুরুষের বহুপত্নী হইয়া থাকে;

এক স্ত্রীর ' সহ, অর্থাৎ একসঙ্গে, বহু পতি হয় না।

সহ শব্দ দ্বারা, স্ত্রীলোকের ক্রমে অন্যপতি হইয়া থাকে, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। এজন্যই,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত।

এই বচন দ্বারা, মনু স্ত্রীদিগেরও অন্যপতির বিধি দিয়াছেন।

মিত্রমিশ্রকৃতবীরমিত্রোদয়, আধুনিক গ্রন্থ, সুতরাং উহাকে প্রামাণিক বলা যায় না। আর সহ শব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতিগম্যতে এস্থলে সহশব্দ থাকায় ক্রমে পতি করিতে পারে ইহা প্রতীত হইতেছে, ইহাও নীলকণ্ঠের মতের অনুকরণ বলিতে হইবে, তাহাও পূর্ব্বে দূষিত হইয়াছে। বাস্তবিক নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনকে যখন মনুবচন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তখন নারদ বচনের অনুসরণ করা হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে কারণ মনু দুই প্রকারে বিভক্ত, ভৃগুসংহিতা ও নারদ সংহিতা অপিচ মহর্ষিনারদ নিয়োগ প্রকরণে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে

ইত্যাদি বচনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং বীর মিত্রোদয় প্রস্থানুসারেও বিধবার বিবাহ বলা যায় না ইহা সকলেরই, স্বীকার করিতে হইবে, নারদের মতে কন্যা ভিন্ন বিবাহিতার বিবাহ হয় না। পরন্তু নিয়োগধর্ম্ম বলা যাইতে পারে বটে, ইহাও বৃহস্পতির মীমাংসানুসারে কলিযুগে খাটিতে পারিবে না। ফল কথা যদি কলিযুগই অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে মিত্রমিশ্র পরাশর বলিয়া, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি বচনের নির্দ্দেশ করিতেন। আর যদি বল, বেদে কোন যুগের উল্লেখ নাই সুতরাং সকল যুগেই বিভিন্ন কালে পতি করিতে পারে, ইহাও সঙ্গত বিবেচনা করি না, কারণ, তাহা হইলে মিত্রমিশ্র, অতএব পঞ্চ আপদে মনু, স্ত্রীদিগের পত্যন্তর স্মরণ করিয়াছেন ইহা কিরূপে বলিলেন, উক্ত বেদে কোন আপদের উল্লেখ নাই। অতএব বলিতে হইবে, এস্থলে অর্থবাদিক বেদ, স্মৃতি হইতে বিশেষ প্রমাণ্য নহে।

তথাচ আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মতদর্থানাং।

কার্য্য প্রতিপাদক বেদের প্রামাণ্য, কার্য্যের অপ্রতিপাদক বেদের অপ্রামাণ্য।

অতএব পূর্ব্বাহ্নে বৈ দেবানাং মধ্যন্দিনং মনুষ্যাণাং অপরাহ্নঃ পিতৃণাং ইত্যাদি।

শ্রুতি সত্ত্বেও পূর্ব্বাহ্নাদির অভাবে মধ্যাহ্নাদিকালে শ্রীপূজাদির সমাচার দেখাযাইতেছে। অন্যথা কোন বেদে দেবকার্য্যে মধ্যাহ্নকালের উল্লেখ নাই শ্রীপূজাদি হইতে পারে না।